স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর

জন্মস্থানাদি নির্ণয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

৭৯ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটস্থিত মেটকাফ্ প্রেস

হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩২৩।

মূল্য ।৴০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

ভারতভূমি সত্যচ্যুত। সত্যসূর্য্য ভারতবর্ষ হইতে প্রায় অস্তমিত। উহা আর কখনও উঠিবে কিনা সন্দেহ। এই কারণ হিন্দুর শাস্ত্র, ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সিদ্ধান্ত সমস্তই অসত্যের অন্ধকারে আচ্ছাদিত। বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের নামে— মহাপুরুষদিগের নামে অলীক ও অসত্য কথা মিশাইতে মিলাইতে হিন্দু যেরূপ নিপুণ, অন্য কার্য্যে হিন্দুকে সেরূপ নিপুণ দেখা যায় না। এই নিমিত্ত হিন্দুর কোন ইতিহাস নাই, আর নাই বলিয়া হিন্দুর সাহিত্যে কোন জীবনচরিতের সৃষ্টি হয় নাই। একবার জনৈক প্রসিদ্ধ মৈথিলী শাস্ত্রীর সহিত উপস্থিত বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইলে, তিনি গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন—"শঙ্করবিজয় বা শঙ্করদিগ্বিজয়কে জীবনচরিত না বলিয়া চম্পূকাব্য বলাই সঙ্গত।" বস্তুতঃই যাহাতে রাশি রাশি মিথ্যার সমাবেশ রহিয়াছে,—যাহার প্রতি অধ্যায় কল্পনার লীলায় অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহাকে কাব্য না বলিয়া জীবনচরিত কিরূপে বলা যায়।

যে যুগে স্বামী শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত, আর যে যুগে স্বামী দয়ানন্দ প্রকটিত, সে দুইটি যুগের ভিতর নানা বিষয়ে পার্থক্য রহিলেও, আর স্বামী দয়ানন্দ তেত্রিশ বৎসর কাল দেহান্তর-লাভ করিলেও, স্বামিজীর অনুবর্ত্তিগণ ইহার মধ্যেই নানা মিথ্যা কথা তাঁহার নামে প্রচারিত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। স্বাধীন ও অপক্ষপাত গবেষণা (Independent and Impartial Research) এবং বিচার-সম্বলিত আলোচনা (Critical study) ব্যক্তি-

রেকে যে ঐতিহাসিক ভ্রান্তি এবং চারিত্রিক মিথ্যা কিছুতেই বিদূরিত হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় ঐ অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় দুইটিই আর্য্যসমাজ হইতে শত যোজন দূরে অবস্থিত। যাহা হউক স্বামী দয়ানন্দের উন্নত পবিত্র ও স্বদেশাভিমানপূর্ণ জীবনকে মিথ্যার আরোপ ও মিশ্রণ হইতে রক্ষা করিবার সংকল্পে এবং ভাবী বংশীয়দিগকে অসত্য গ্রহণ হইতে সাবধান করিয়া রাখিবার উদ্দেশেই, রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া অতি কষ্টে এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। এই গ্রন্থে দয়ানন্দের জন্মস্থান সম্পর্কীয় কএকটি ভ্রান্তিরই কেবল খণ্ডন করা হইয়াছে।
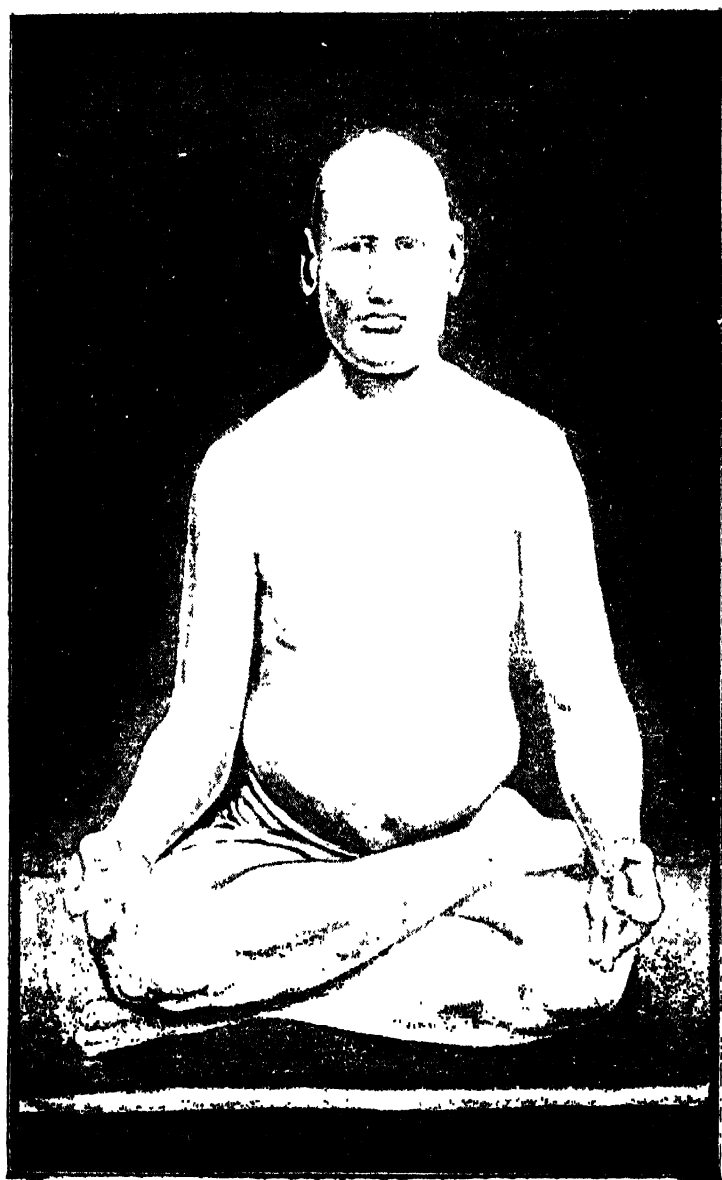
কাশী।
১০ই পৌষ। ১৩২৩। } শ্রীদে—

সূচীপত্র।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

জন্মস্থানাদি নির্ণয়।

সূচনা।

নানা দিগ্‌দেশাগত জলধারা-সমূহের সমবায়ে স্রোতস্বতীর সৃষ্টি, নানা শক্তি বা প্রভাব-সমূহের সমবায়ে তেমনই মনুষ্য-জীবনের সৃষ্টি। যাঁহারা কখন কোন উন্নত পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া নদী-বিশেষের উৎপত্তি-স্থল নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে কত ক্ষুদ্র বৃহৎ স্রোত আসিয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া নদীর উৎপত্তি করিয়াছে।

মনুষ্য-জীবনও ঠিক এইরূপ। এক একটি জীবন পর্য্যালোচনা করিলে তাহার মধ্যে কত বিভিন্ন শক্তির সংযোগ, কত বিভিন্ন প্রভাবের সম্মিলন পরিলক্ষিত হয়। যদি বিচার করিয়া দেখি যে, আমি কি?—যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি যে, আমি কি কি উপাদানে গঠিত,—কি কি শক্তির সমবায়ে সৃষ্ট, আমিত্বের ভিতরে আমার খাঁটি আমিত্ব কতটুকু আর পরকীয়ত্ব লইয়াই বা আমার আমিত্ব কতটুকু? তাহা হইলে তন্মধ্যে অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায়,—তথায় ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা স্রোতের সমবায় পরিদৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার, দ্বিতীয়তঃ,—পিতৃশক্তি, তৃতীয়তঃ, মাতৃশক্তি,—চতুর্থতঃ পরিবেষ্টনীর শক্তি, পঞ্চমতঃ—

শিক্ষাশক্তি। এই পাঁচটি প্রধান প্রধান শক্তি-স্রোতের সম্মিলনেই মনুষ্যের জীবননদী গঠিত। এতদ্ভিন্ন সূক্ষ্মভাবে দেখিলে আরও নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির সমবায় তথায় পরিলক্ষিত হইবে।

প্রাগুক্ত পরিবেষ্টনী শক্তির সহিত জন্মগৃহ, জন্মপল্লী এবং জন্মস্থানের শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পরিবেষ্টনী বলিতে বুঝায় কি? মনুষ্য যদ্দ্বারা অহরহ পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে, তাহার নাম পরিবেষ্টনী। সুতরাং পরিবেষ্টনী শক্তি বলিলে চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী চেতন, অচেতন ও উদ্ভিজ্জাদি সমস্ত পদার্থেরই শক্তি বুঝিতে হইবে। আমি যে গৃহে জন্মলাভ করিয়াছি, সে গৃহের চতুর্দ্দিকৃস্থ যাহা কিছু, তাহা আমার মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যে পল্লীতে জন্ম লইয়াছি, সেই পল্লীর যাহা কিছু, তাহাও আমার মনকে সংগঠিত করিবার পক্ষে যে সাহায্য করিয়াছে; আর যে গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, সেই গ্রামের বৃক্ষ, লতা, নদী, সরোবর, মাঠ-ময়দান, বনভূমি, শস্যভূমি, শিলাস্তূপ এবং বালুকা-স্তূপ প্রভৃতি সমস্তই যে আমার মনোরাজ্যকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য শক্তিবিস্তার করিয়াছে, সে পক্ষে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। ইহা একটি অবিসংবাদিত সত্য যে, মনুষ্যের অধ্যাত্মজগৎ যেমন জড়-জগতের উপর কার্য্য করিতেছে, জড়-জগৎও সেইরূপ অধ্যাত্ম-জগতের উপর অহরহ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিতেছে। নদীর কল্লোল, বারিধি-বক্ষের প্রকম্প, অত্যুচ্চ শৈলের গম্ভীরতা, সুদূর-বিস্তৃত মরুপ্রান্তরের ভীষণতা, মেঘমালার ঘন-গভীর নীলিমা, নিবিড় বনভূমির অপরিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দৃশ্য-নিচয় মানবের চিত্তবৃত্তিকে গঠিত করিয়া তুলিতেছে। এ কারণ মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, সংসারে যাঁহারা

মহাজন নামে খ্যাত, যাঁহারা বড় মন—বিশাল মন—মহামন লইয়া ধরিত্রী-পৃষ্ঠে আবির্ভূত, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই প্রকৃতির সুন্দরতর, মহত্তর বা রুদ্রতর ভাবের ক্রোড়েই লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছেন।

ফলতঃ কি নগণ্য কি সুগণ্য, কি পণ্ডিত, কি নিরক্ষর, কি প্রাতঃ-স্মরণীয়, কি পরিবর্জ্জনীয়, কি ভিখারী, কি প্রাসাদবাসী, প্রত্যেক মনুষ্যকে বুঝিতে হইলে, প্রত্যেক মনুষ্যের জীবন যথাযথরূপে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে হইলে তাহার ভিতর পরিবেষ্টনীর শক্তি—জন্মভূমির শক্তি কতটুকু কার্য্য করিয়াছে, তাহা দেখান আবশ্যক। বিশেষতঃ যাঁহারা মহাপুরুষ,—যাঁহাদিগের আবির্ভাবে বসুন্ধরা ধন্য হইয়াছে,—যাঁহাদিগের প্রভাবে জনসমাজের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে,—এক কথায় যাঁহারা মনুষ্য-সমাজের প্রাণ বা মেরু-দণ্ডের স্বরূপ, তাঁহাদিগের চরিত-বর্ণনায় তাঁহাদিগের জন্মভূমির বর্ণনা যে অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক, তাহাতে আর সংশয় কি?

যিনি এই পাপ-পরিপুষ্ট বর্ত্তমান যুগে জন্ম লইয়া স্বীয় জীবনে নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, বিদ্যায়, বাক্‌পটুতায়, তার্কিকতায়, শাস্ত্রদর্শিতায় ভারতীয় আচার্য্যমণ্ডলীর মধ্যে শঙ্করা-চার্য্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী আসনে আরূঢ় হইবার যিনি সম্পূর্ণ যোগ্য, বেদ-নিষ্ঠায়, বেদব্যাখ্যায়, বেদজ্ঞান-গভীরতায় যাঁহার নাম ব্যাসাদি মহর্ষিগণের পরেই উল্লিখিতব্য, যিনি আপনাকে হিন্দুর আদর্শ সংস্কারকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আর এই মৃত-প্রায় আর্য্য-জাতিকে জাগরিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশে যিনি মৃত-সঞ্জীবনী ঔষধের ভাণ্ড হস্তে লইয়া ভারতখণ্ডের চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিয়াছেন; দুঃখের বিষয়, তাঁহার চরিতপ্রসঙ্গে তদীয় জন্মভূমির

প্রসঙ্গ আজিও অপ্রকাশিত। সেই ভারত-দিবাকর দয়ানন্দ কোথায় জন্মিয়াছিলেন, তাহা আজিও কেহ জানেন না,—হিন্দুর সেই পরম হিতৈষী পুরুষ কোন্ ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, হিন্দু তাহা জানিতে চাহেন না। অধিক কি, হিন্দুর কে শত্রু, কে মিত্র, হিন্দু তাহা বুঝিতে অসমর্থ, যেহেতু, হিন্দু বিকার-প্রাপ্ত এবং হৃত-চৈতন্য।

আজি প্রায় তেত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া স্বীয় জন্মস্থানাদির কথা কাহাকেও কখন বলিতেন না। দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর হইলেও,—আর্য্যসমাজ একটি বিশাল বিটপীর ন্যায় বহুশাখা-প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক সমগ্র উত্তরভারত, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, এবং গুর্জ্জর-ভূমিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেও, স্বামিজীর জন্মস্থানাদি জানিবার সম্পর্কে আর্য্যসমাজ কর্তৃকও আজ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। যদিও কএক জন গ্রন্থকার দয়ানন্দের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে কএক খানি গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন, তথাপি ঐগুলির কোন একটি-তেও তদীয় জন্মভূমির কথা নিশ্চিতরূপে উল্লিখিত হয় নাই। এই হেতু দয়ানন্দের যাবতীয় জীবনচরিতগুলিই অপূর্ণ বা অঙ্গহীন হইয়া রহিয়াছে।

দয়ানন্দের এক সমালোচনা-সম্বলিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত নানা ভাষায় প্রকাশিত করিবার সংকল্পে, গ্রন্থকার বহুকাল হইতে সচেষ্ট। স্বামিজীর জন্মস্থানাদির প্রকাশার্থ তিনি সবিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন,—এক কাঠিবার প্রদেশ উপর্য্যুপরি চারিবার তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছেন, এবং এ সম্পর্কে তিনি

পরিশেষে কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়াছেন। ফলতঃ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাঁহার সেই চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলই প্রকাশিত করা গেল।

দয়ানন্দের জন্মভূমি।

কাঠিবারের রাজকোট ও মর্ভি অঞ্চলবাসী অনেক লোকের ধারণা যে, জড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির-নিকটবর্ত্তী কোন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে স্বামী দয়ানন্দের জন্ম হইয়াছিল। কেহ বলেন তাঁহার জন্মস্থান টোল, কেহ বলেন সজ্জনপুর, কেহ বলেন মিতানা। মর্ভির প্রসিদ্ধনামা পণ্ডিত শ্রীমান্ শঙ্করলাল শাস্ত্রীর বিশ্বাস,—দয়ানন্দ মিতানাগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথাটা একেবারেই ভুল। কারণ, মিতানাগ্রামে মৌড় ব্রাহ্মণ ছাড়া এক ঘরও উদীচ্য ব্রাহ্মণের বসতি নাই। আর দয়ানন্দ ছিলেন উদীচ্য ব্রাহ্মণবংশজ। সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত না হইলে, মহাপুরুষদিগের জন্মভূমি লইয়া বিস্তর মতভেদ ঘটিয়া থাকে। মহাকবি হোমরের জন্মস্থান নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া আজি পর্য্যন্ত জীবনবৃত্ত-লেখকেরা সাতটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

জড়েশ্বর-মন্দিরের সন্নিকট কোন একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে দয়ানন্দ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এ প্রকার ধারণার একটি কারণ রহিয়াছে। জীবাপুর জড়েশ্বরের নিকটস্থ একটি ছোট গ্রাম। কিছুকাল পূর্ব্বে জীবাপুর হইতে জয়শঙ্কর নামক একটি ব্রাহ্মণ-পুত্র গৃহত্যাগ পূর্ব্বক কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। টোলও জড়েশ্বরের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। টোল

হইতেও একটি ব্রাহ্মণ-কুমার সংসার ছাড়িয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাসী হইয়া অদ্বৈতাশ্রম নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক কাশীস্থ গুর্জ্জর সন্ন্যাসী-দিগের ভিতর কতকটা খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ দুইটি ব্রাহ্মণ-কুমারের গৃহত্যাগ ও কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা জড়েশ্বর অঞ্চলে খুব প্রচলিত থাকায়, ঘটনা-সাদৃশ্য বশতঃ অনেকের এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, দয়ানন্দ স্বামীও বুঝি জড়ে-শ্বরের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রামবিশেষে জন্ম লইয়া এবং পরে কাশীতে গিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ গৃহ-নিষ্ক্রান্ত দয়ানন্দ যে অধ্যয়নার্থ বরাবর কাশীতেই চলিয়া গিয়াছিলেন, এ কথা ঐ অঞ্চলবাসী লোকেরা প্রায়ই বলিয়া থাকে। জড়েশ্বর মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবিশেষে দয়ানন্দের জন্ম হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার জন্মগ্রাম কোন অংশেই ক্ষুদ্র নহে। সুতরাং কি টোল, কি জীবাপুর, কি সজ্জনপুর, কি মিতানা কিছুই স্বামিজীর জন্মস্থান নহে।

দয়ানন্দ মর্ভি-রাজ্যের লোক।

স্বামিজী স্বলিখিত আত্মচরিতের একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, "মর্ভিরাজার অধীন কোন নগরে * * * * * জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি।" এই কথাটি যেমন তিনি আত্মচরিতে উল্লেখ করিয়াছেন, তেমনই উহা মর্ভি-রাজের সমীপেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এ সম্পর্কে মর্ভির দেওয়ান মহাশয়ের লিখিত পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। পত্রখানি এই :—

Hill Buildings
Dewan offiee
Morvi 13—6—12.

Dear Mr. Mukherji

In reply to your letter dated 8th instant, I am to say under orders from H. H. The Maharaja Saheb that H. H. had the pleasure to attend a lecture delivered by late Swami Dayananda Saraswaty in 1875 in Rajkote and that after the lecture the Swamiji met H. H. and in the course of conversation told H. H. that he was born in his state and was his subject, when H. H. expressed his great pleasure to him to hear it and said, he felt so proud to have such a jewel born in his state.

On other points H. H, has nothing of information to communicate.

Yours truly
(Sd) Bhanji Kanji.

উল্লিখিত পত্রখানির মর্ম্ম এই—"বর্ত্তমান মর্ভিরাজ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজকোটে স্বামী দয়ানন্দের এক বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। বক্তৃতা সমাপ্তির পর দয়ানন্দ মর্ভি-রাজের সহিত সাক্ষাৎ ও বার্ত্তালাপ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে স্বামিজী আপনা হইতেই মর্ভিরাজকে বলিয়াছিলেন যে, আমি আপনার রাজ্যে জন্মগ্রহণ

করিয়াছি, এবং আপনার প্রজা। ইহা শুনিয়া মর্ভিরাজ অতীব প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, আপনার মত রত্ন আমার রাজ্যে জন্ম লইয়াছেন শুনিয়া আমি নিজকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি।" সুতরাং দয়ানন্দ যে মর্ভিরাজ্যের অধিবাসী, তাহাতে আর সংশয় রহিল না।

তবে পুনা নগরে তিনি যে আত্মবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার একস্থলে বর্ণিত রহিয়াছে যে, "মর্ভি আমার জন্মস্থান। উহা একটি নগর, এবং গুজরাটের অন্তর্গত দ্রাঙ্গাদ্রা রাজ্যের সীমান্তস্থিত।" এই হেতু কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন, স্বামিজী টিঙ্কর গ্রামে জন্ম লইয়াছিলেন। যেহেতু, টিঙ্কর একটি বড় গ্রাম, এবং মর্ভির এলেকায় ও দ্রাঙ্গাদ্রা রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত।

শ্রীমান্ হরগোবিন্দদাস, দ্বারকাদাস,—যিনি পূর্ব্বে বড়োদা রাজ্যের বিদ্যাধিকারীর পদে নিয়োজিত ছিলেন, এবং যাঁহার সহিত দয়ানন্দের রাজকোটে সবিশেষ পরিচয় ঘটিয়াছিল, তাঁহার সহিত কএক বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থকারের বড়োদায় আলাপ ঘটিলে এবং কথায় কথায় স্বামিজীর জন্মস্থান-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, তিনি গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন—"আমার সুস্পষ্ট মনে আছে, স্বামিজী তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—'আমি বাঁকানের রাজ্যের সীমান্তস্থিত কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" কোথায় বাঁকানের, কোথায় দ্রাঙ্গাদ্রা, আর কোথায় মর্ভি? পরস্পরের মধ্যে ঘোর পার্থক্য! পার্থক্য বাহিরে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন পার্থক্যই নাই। কারণ, একভাবে বাঁকানেরকে দ্রাঙ্গাদ্রা রাজ্যও বলা যাইতে পারে। যেহেতু, দ্রাঙ্গাদ্রা-রাজের এক ভাই আসিয়া যে বাঁকানের রাজ্য স্থাপিত

করিয়াছিলেন, এ কথা কাঠিবারের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত রহিয়াছেন। সুতরাং বাঁকানেরকে দ্রাঙ্গাদ্রা রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করায় মূলতঃ কোন দোষ ঘটিতেছে না। নিজের জন্মভূমির বিষয় স্পষ্টতঃ কাহাকেও বলিব না, অথচ মিথ্যা কথাও বলা হইবে না,এই ভাবে দয়ানন্দ যে পুনা-কথিত আত্মবৃত্তান্তে স্বীয় জন্মস্থানকে "দ্রাঙ্গাদ্রা-রাজ্যের সীমান্তস্থিত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর ভুল নাই। লোককে সংশয়জালে আচ্ছন্ন রাখিবার অভিপ্রায়েই তিনি কৌশল সহকারে স্বীয় জন্মভূমির ঐরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তার পর শ্রীমান্ হরগোবিন্দ দাসের নিকট "বাঁকানের রাজ্যের সীমান্তস্থিত কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি" বলায়, ইহা কিছু সপ্রমাণ হইতেছে না যে, তিনি মর্ভিরাজ্যে জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। কারণ,বাঁকানেরের সীমা যেখানে শেষ হইয়াছে, সেই স্থান হইতে মর্ভিরাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং শ্রীমান্ হরগোবিন্দ দাসের সমীপে স্বামিজী স্বীয় জন্মভূমি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, বাঁকানেরের সীমান্ত-স্থিত অথচ মর্ভিরাজ্যের অন্তর্গত কোন স্থানে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, মর্ভিরাজ্যের রামপুরে দয়ানন্দ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মর্ভিরাজ্যের ভিতর দুইটি রামপুর রহিয়াছে,—একটি ছোট, অপরটি বড়। সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, ছোট রামপুরে কোন উদীচ্য ব্রাহ্মণের বসতি নাই, এবং বড় রামপুরে তিন ঘর মাত্র উদীচ্যের বাস আছে, কিন্তু সেই তিন ঘরই যজুর্ব্বেদী,—তথায় একঘরও সামবেদী উদীচ্য নাই। আর দয়ানন্দ ছিলেন সামবেদী উদীচ্য। সুতরাং রামপুরে দয়ানন্দের জন্মের কথা মিথ্যা কথা বই

আর কিছুই নহে। এতদ্ভিন্ন কি ছোট রামপুর, কি বড় রামপুর কোনটিই বাঁকানের রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত নহে।

টঙ্কারাই দয়ানন্দের জন্মস্থান।

এখন দেখিতে হইবে, স্বামিজী স্বরচিত আত্মচরিতের কোন স্থলে নিজের জন্মস্থান সম্পর্কে কোন কিছু নিদর্শন দিয়া গিয়াছেন কি না? খুব সূক্ষ্মভাবে তল্লিখিত আত্মচরিত যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তদীয় জন্মস্থান সম্বন্ধে দুইটি নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে, "মর্ভি রাজার অধীন কোন নগরে" জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং দয়ানন্দের জন্মভূমি যে একটি নগর, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। আত্মচরিতের আর এক স্থলেও তিনি নিজের জন্মভূমিকে "সহর" বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন। শিবরাত্রির ব্রতধারী হইয়া যখন তিনি কোন শিবালয়ে ব্রত উদ্যাপনের জন্য যাইতেছিলেন, তখন বলিতেছেন—"আমাদিগের সহরের বাহিরে যে বৃহৎ শিবালয় ছিল, তথায় শিবচতুর্দ্দশীর দিন বহুতর লোকের সমাগম হইত।" যাহা হউক, তিনি নিজ উক্তির দ্বারা যখন নিজের জন্মভূমিকে "নগর" বা "সহর" বলিয়া এক স্থলে নহে,—দুই স্থলে বর্ণন করিয়াছেন, তখন তাঁহার জন্মস্থান যে একটি সহর, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় রহিতেছে না।

দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, অধ্যয়নার্থ কাশীযাত্রার পক্ষে তাঁহার জননী যখন যার পর নাই বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন,– দয়ানন্দের কাশী-যাত্রার সঙ্কল্প যখন একবারেই বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন

দয়ানন্দ কতকটা হতাশচিত্তে পিতার নিকট এই বলিয়া অনুমতি চাহিয়াছিলেন যে,—"আমাদিগের জমাদারীর অন্তর্গত— গ্রামে যে সুপণ্ডিত অধ্যাপকটি রহিয়াছেন, যদি তাঁহার নিকট যাইয়া আমাকে পড়িবার অনুমতি দেন," ইত্যাদি।

কথাটা জমাদারী না হইয়া জমেদারী হইবে, জমেদার কথাটা মরাঠি, উহার অর্থ রাজস্ব-সংগ্রহকারী। আর জমেদারের কার্য্যের নাম যে জমেদারী, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। দয়ানন্দ এ কথাও বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা "জমাদার ছিলেন।" জমাদার শব্দের তিনি অর্থ করিয়াছেন যে, "নগরের ফৌজদার এবং রাজস্ব-সংগ্রহকার দুইই"। * তিনি যে নগরে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার পিতা সেই নগরেরই রাজস্ব-সংগ্রহকর্ত্তা ছিলেন। তার পর "জমাদারীর অন্তর্গত" গ্রাম বলিতে স্পষ্টতঃ ইহা বুঝা যায় যে, তদীয় পিতা যে নগরের জমেদার ছিলেন, সেই নগরটির অধীনে আরও কতকগুলি গ্রাম ছিল। সুতরাং সেই অধীন গ্রামগুলিরও রাজস্ব আদায়ের ভার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তাহা না হইলে "জমাদারীর অন্তর্গত" এরূপ কথা ব্যবহৃত হইবে কেন?

---

* জমাদার বলিলে সাধারণতঃ পুলিসের প্রধান সিপাহী বা দ্বারবানদিগের অধ্যক্ষকে বুঝায়। দয়ানন্দ জমাদারের যে অর্থ করিয়াছেন অর্থাৎ "নগরের ফৌজদার এবং রাজস্ব সংগ্রহকার দুইই"; সে অর্থে গুজরাট কাঠিবার প্রদেশে বেভটদার ও মহলকারি বুঝায় কিন্তু তিনি যখন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জন্মভূমি মরাঠিদিগের শাসনাধীন থাকায় এবং তন্নিমিত্ত মরাঠি ভাষা ও ভাব তথায় বহুল পরিমাণে প্রচলিত থাকায় মরাঠি জমেদার শব্দ ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। ফলতঃ তাঁহার জন্মভূমি মরাঠিদিগের শাসনাধীন থাকার বিষয় পশ্চাৎ খুলিয়া বলিব।

অতএব সে নগরটি এবং নগরাধীন গ্রামগুলি লইয়া যে তাঁহার পিতার জমেদারী,তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। পরগণার অধীনে যেমন কতকগুলি গ্রাম থাকে, কতিপয় গ্রাম লইয়া যেমন এক একটি বিভাগ বা এক একটি তালুকা গঠিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দয়ানন্দ যে নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নগরটিও একটি তালুকা ছিল,—অর্থাৎ উহার অধীনে কতকগুলি গ্রাম ছিল। আর পরগণা বা তালুকায় নায়েব, সুবা বা তহশীলদার থাকিয়া যেমন পরগণা বা তালুকার অধীন যাবতীয় স্থানের রাজস্ব সংকলন করিয়া থাকেন, দয়ানন্দের পিতাও তেমনই সেই নগরটির বা তালুকাটির অন্তর্গত সমুদায় গ্রামের রাজস্ব সংকলন করিতেন। এরূপ না হইলে দয়ানন্দের মুখে "আমাদের জমাদারীর অন্তর্গত" এরূপ কথা কিরূপে আসিতে পারে ? ফলতঃ স্বরচিত আত্মচরিতের ভিতর দয়ানন্দ স্বীয় জন্মভূমির বিষয়ে যে দুইটি নিদর্শন দিয়া গিয়াছেন, তদ্দারা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রথমতঃ তাঁহার জন্মভূমি একটি নগর,- দ্বিতীয়তঃ সে নগরটি একটি পরগণা বা তালুকা।

স্বামিজীর জন্মভূমি স্বামিজী কর্ত্তৃক "নগর" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু "নগর" কথাটি তাঁহার নিজের কথা নহে—উহা ইংরাজি টাউন (Town) কথার অনুবাদমাত্র। দয়ানন্দ নিজের জীবনবৃত্ত হিন্দিতে লিখিয়া দিতেন, আর উহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া থিয়োসফিষ্ট পত্রে প্রকাশিত হইত। সুতরাং মূল হিন্দিতে তিনি নিজের জন্মস্থানকে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

দয়ানন্দের স্বলিখিত আত্মচরিতের হিন্দি পাণ্ডুলিপি আজমীরের পরোপকারিণী সভাতে রক্ষিত আছে, এরূপ শুনা গিয়াছিল। সেই নিমিত্ত কএকবার আজমীরে গিয়া উহা দেখিবার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু পরোপকারিণী এরূপ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, এমন কি, এরূপ জীবন্মৃত যে, ঐ পাণ্ডুলিপি ভাল করিয়া দেখা দূরে থাক, উহা পরোপকারিণীতে মজুত আছে কি না, এ বিষয়েও কোন নিশ্চিত সংবাদ পাইলাম না। সভার জয়েণ্ট সেক্রেটারী হয়ত বলিলেন যে, "ঐ পাণ্ডুলিপি ছিল বটে, কিন্তু এখন আর উহা দেখিতে পাই না"। সভার ক্লার্ক হয়ত বলিলেন,—"আমি এতদিন পরোপকারিণীতে আছি, কিন্তু উহা চক্ষেও কখন দেখি নাই।" ফলতঃ এই সম্পর্কে কএকবার চেষ্টা করিয়া নিরাশচিত্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। স্বামিজীর জীবনচরিত সম্বন্ধে যে জিনিসটি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ - যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক, সেই জিনিসটি স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত পরোপকারিণীতে রক্ষিত হইয়াছিল, অথচ এখন উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? কএক বৎসর পূর্ব্বে ফরক্কাবাদ হইতে "স্বামিজী কা কুচ্ দিনচর্য্যা" নামক এক হিন্দি পুস্তিকা বাহির হইয়াছিল। ঐ পুস্তিকাতে দয়ানন্দের স্বরচিত আত্মবিবরণীর কিয়দংশ প্রকাশিত। উহা থিয়োসফিষ্ট পত্রে প্রকাশিত ইংরাজি আত্মবিবরণীর অনুবাদ, কি দয়ানন্দের নিজ-লিখিত মূল হিন্দি পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত, তাহা ঠিক জানি না। যাহা হউক, উহাতে দৃষ্ট হয় যে, দয়ানন্দ নিজের জন্ম-স্থানকে "কস্‌বা" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কস্‌বা কথাটা পার্শি। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ঐ কথাটার খুব প্রচলন দেখা যায়।

কস্‌বা অর্থে বড় গ্রাম—অর্থাৎ হাট, বাজার, থানা ও ডাকঘর-সমন্বিত গ্রাম। ইংরাজিতে টাউন (Town) বলিতে যাহা বুঝায়, কস্‌বা বলিতেও ঠিক তাহাই বুঝাইয়া থাকে। যেহেতু, Town কথাটার অর্থ ইংরাজি অভিধান গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে, "A place larger than a village" অর্থাৎ "গ্রাম অপেক্ষা বৃহত্তর স্থানের নাম টাউন"—এক কথায় বড় গ্রামকে টাউন বলা যায়। সুতরাং কস্‌বা আর টাউন যে একই ভাবপ্রকাশক, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু টাউন কথার তর্জ্জমা সহর বা নগর করিলে কিছু দোষ ঘটিয়া থাকে। কারণ, সহর বলিতে কলিকাতাকেও বুঝায়, বোম্বাইকেও বুঝায়, লক্ষ্ণৌকেও বুঝায়। কিন্তু কলিকাতা, বোম্বাই বা লক্ষ্ণৌ প্রকৃতপক্ষে টাউন নহে,—ঐগুলি ইংরাজিতে সিটি (City) শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। অতএব স্বামিজীর জন্মস্থানকে নগর বা সহর না বলিয়া কস্‌বা বলাই যুক্তিসঙ্গত। যাহা হউক, এখন দেখা গেল যে, দয়ানন্দের জন্মভূমি প্রথমতঃ একটি কস্‌বা, দ্বিতীয়তঃ ঐ কস্‌বাটির অধীনে কতকগুলি গ্রাম বিদ্যমান,—তৃতীয়তঃ উহা বাঁকানের রাজ্যের সীমান্তস্থিত।

এখন দেখিতে হইবে, মর্ভিরাজ্যের ভিতর কোন্ কোন্ স্থান সহর বা কস্‌বা শব্দে আখ্যাত হইবার উপযুক্ত। মর্ভির এলেকায় তিনটি বা চারিটি স্থানই সহর বা কস্‌বা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—মর্ভি, ভবানিয়া এবং টঙ্কারা। কেহ কেহ জেতপুরকেও সহর বলিয়া থাকেন। কিন্তু জেতপুর সহর বা কস্‌বা শব্দে অভিহিত হইলেও উহা যে কোন অংশেই বাঁকানের রাজ্যের সীমান্তস্থিত নহে, তাহা সকলেই জানেন। ভবানিয়া সাধারণতঃ "বন্দর" নামেই আখ্যাত হইয়া থাকে; আর উহা বাঁকানেরের

সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থানও নহে। মর্ভি একটি সহর বা কস্‌বা বটে, কিন্তু উহাকেও বাঁকানেরের ঠিক সীমান্তস্থিত স্থান বলা যাইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন স্বামিজী স্বলিখিত আত্মচরিতের ভিতর পিতার নাম স্পষ্টাক্ষরে না বলিয়া গেলেও যে সকল পিতৃনিদর্শন উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সে সকল নিদর্শন-বিশিষ্ট কোন সামবেদী উদীচ্য ব্রাহ্মণ তৎকালে মর্ভি সহরে কেহ ছিলেন না। মর্ভি সহরে কএকটি সামবেদী উদীচ্য গৃহস্থ থাকিলেও, তথায় এমন কোন সামবেদী উদীচ্য ব্রাহ্মণ (সম্বতের ১৮৮১ হইতে ১৯০৩ এর মধ্যে) ছিলেন না— যিনি ব্যাঙ্কার (Banker), যিনি জমিন্দার এবং যিনি কোন রাজকীয় উচ্চপদারূঢ়। যাহা হউক, সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এক টঙ্কারা ভিন্ন অন্য কোন স্থানই প্রাগুক্ত তিনটি লক্ষণাক্রান্ত নহে। কারণ, টঙ্কারা কস্‌বাও বটে, টঙ্কারার অধীনে কএকখানি গ্রামও রহিয়াছে, আর টঙ্কারা বাঁকানের রাজ্যের সীমান্তস্থিত স্থানও বটে। সুতরাং টঙ্কারা ভিন্ন অপর কোন স্থানই দয়ানন্দের জন্মস্থান হইতে পারে না।

দয়ানন্দের জন্মস্থান যে একটি কস্‌বা, তাহা উল্লিখিত "স্বামিজীকা কুচ্ দিনচর্য্যা" পুস্তিকাতে বর্ণিত হইয়া রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৮৬৪ সংবতের আশ্বিন শুক্ল-তৃতীয়া দিবসে মর্ভিরাজ শ্রীমান্ জিয়াজী বাঘজী ছয় লক্ষ কড়ি—অর্থাৎ দেড় লক্ষ টাকার জন্য সুন্দরজী শিবজীর নিকট টঙ্কারা বন্ধক রাখিয়া যে কর্জ্জপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেও দৃষ্ট হয় যে, টঙ্কারা "কস্‌বা" শব্দে অভিহিত হইয়াছে,এবং টঙ্কারার অধীনে কএকখানি গ্রামও রহিয়াছে। শ্রীমান্ জিয়াজীর লিখিত কর্জ্জপত্রে ইহাও খুলিয়া

বলা হইয়াছে যে, টঙ্কারা এবং টঙ্কারার অধীন নয়খানি গ্রাম * সমেত সমস্তই সুন্দরজীর নিকট বন্ধক রাখা হইল। এ ছাড়া টঙ্কারার কর্ত্তৃত্ব আরও কএকখানি গ্রামের উপর রহিয়াছে বলিয়াই, মর্ভিরাজের কাগজপত্রে এবং রাজকোটস্থিত এজেন্সি আফিসের রিপোর্ট প্রভৃতিতে টঙ্কারা, "টঙ্কারা তালুকা" নামে আখ্যাত। এতদ্ব্যতীত মর্ভিরাজ্যের দিকে বাঁকানেরের সীমা জড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির পর্য্যন্ত, আর জড়েশ্বরের মন্দির হইতে পশ্চিমদিকে আড়াই ক্রোশ বা তিন ক্রোশ দূরেই টঙ্কারা অবস্থিত। সুতরাং টঙ্কারাকে বাঁকানের রাজ্যের সীমান্তস্থিত স্থান বলিয়া উল্লেখ করাই যুক্তিসঙ্গত। বলা বাহুল্য যে, এই হেতুই টঙ্কারার পূর্ব্বদিকস্থ দ্বার "বাঁকানের দ্বার" বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন টঙ্কারা এক সময়ে যে একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন, জনবহুল ও বাণিজ্যবহুল স্থান ছিল, এ কথা মর্ভি অঞ্চলের বহুতর প্রাচীন লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মর্ভিরাজ্যে যে প্রথম জনসংখ্যা গৃহীত হয়, তদনুসারে টঙ্কারার অধিবাসী চারি হাজার নয় শত তিন জন হইয়াছিল। তার পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যে লোকসংখ্যা গৃহীত হয়, তদনুসারে টঙ্কারার অধিবাসী পাঁচ হাজার সাত শত চব্বিশ জন হইয়াছিল। †

* মর্ভিরাজ্যের একজন কার্কুণ গ্রন্থকারের নিকট বলিয়াছেন যে, নয়খানি গ্রাম লইয়া টঙ্কারা তালুকা গঠিত। সে নয়খানি গ্রাম এই :—(১) টঙ্কারা, (২) কাগত্রি (৩) হরবটিয়া (৪) আনন্দপুর (৫) নেশড়াসুরজী (৬) নেশড়া খানপুর (৭) দৈশেড়া (৮) মোটা খিজরিয়া (৯) নানা খিজরিয়া।

† Kathiawar Gazetteer P. 663.

এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, আরও পূর্ব্বে টঙ্কারায় সাত আট হাজার প্রজার বসতি ছিল। পাঁচ সাত হাজার প্রজার বসতি কখন কোন সাধারণ গ্রামে দৃষ্ট হয় না। টঙ্কারার সমৃদ্ধিও তখন কম ছিল না। দয়ানন্দ যে সময়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে কেবল তাঁহার পিতাই যে টঙ্কারায় একমাত্র ব্যাঙ্কার ছিলেন, এমত নহে। সে সময়ে টঙ্কারায় আরও দুই তিন জন ব্যাঙ্কার থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কার কিরূপ স্থানে থাকিতে পারে? তিন চারি জন ব্যাঙ্কারের তেজারতি কার্য্য কি প্রকার স্থানে চলিতে পারে? কোন একটি সামান্য গ্রামে তিন চারি ঘর ব্যাঙ্কার থাকা কখনই সম্ভাবিত নহে। তা ছাড়া টঙ্কারা-বাসী ব্রাহ্মণ গৃহস্থদিগের ভিতর তখন অনেকেই ধনবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা এক্ষণকার ব্রাহ্মণদিগের মত নিঃস্ব ও নিরক্ষর ছিলেন না। টঙ্কারাবাসী অধিকাংশ ব্রাহ্মণই যেমন এখন ভিক্ষোপজীবী, তখনকার ব্রাহ্মণেরা সেরূপ ভিক্ষোপজীবী ছিলেন না। তাঁহাদিগের অধিকাংশই তখন ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর ভোগ করিয়া সুখে দিনপাত করিতেন। দান-দক্ষিণায় এবং বৃত্তি-বিদায়েও তাঁহাদিগের তখন বিশেষ অর্থাগম হইত। ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশ সময় তখন পূজাপাঠে, হোম-যাগে ও সন্ধ্যা-আহ্নিকে অতিবাহিত হইত। তাঁহাদিগের ভিতর অনেক তেজস্বিতা-সম্পন্ন লোকও দেখা যাইত। তাঁহারা অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক নির্ভীক-চিত্তে মুলুকগিরি ফৌজের সম্মুখীন হইতেন, এবং প্রাণ পর্য্যন্তও পণ করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিতেন। সে কালে ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিমিত্তও টঙ্কারা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়া-

ছিল। কাহারও দুইশত মণ তৈলের বা একশত মণ ঘৃতের প্রয়োজন হইলে, টঙ্কারার বাজার তদ্দণ্ডেই তাহা সরবরাহ করিতে পারিত। মর্ভিতে যাহা মিলিত না, টঙ্কারায় তাহা মিলিত; মর্ভি সহরে যাহা দুষ্প্রাপ্য ছিল, টঙ্কারায় তাহা সুপ্রাপ্য হইত। মর্ভি রাজধানী থাকিলেও টঙ্কারা অনেক অংশে মর্ভির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং টঙ্কারা যে কস্‌বা বা টাউন নামে পরিগণিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই। এ বিষয়ে আরও একটি প্রমাণ রহিয়াছে। টঙ্কারার চতুর্দ্দিক প্রাচীর-বেষ্টিত। ভারতের পশ্চিম ও উত্তর বিভাগ যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, তথাকার প্রায় সমস্ত নগরই প্রাচীর-বেষ্টিত। পল্লী বা সামান্য গ্রাম কখন প্রাচীর-বেষ্টিত হইতে পারে না। ১৭৭৪ সম্বতে জীবা মেতা কর্ত্তৃক টঙ্কারার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-মালা নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন টঙ্কারার চারিদিকে চারিটি দ্বার বিদ্যমান। জামনগর দ্বার, মর্ভি দ্বার, বাঁকানের দ্বার এবং রাজকোট দ্বার নামক দ্বারচতুষ্টয় টঙ্কারার চারিদিকে অবস্থিত। এ সকল কি গ্রামের লক্ষণ হইতে পারে? এই সকল কারণে উজ্জ্বলরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে টঙ্কারা একটি সহর।

পণ্ডিত লেখরাম-প্রণীত উর্দ্দূ ভাষায় লিখিত দয়ানন্দ-চরিত পাঠে জানা যায় যে, দয়ানন্দ মর্ভির অধিবাসী ছিলেন। কথাটা একবারেই ভুল। কারণ, লেখরাম টঙ্কারার কুবেরজী কান্‌জীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে, "তাঁহার দূর-সম্পর্কিত একজন খুল্লতাত ১৯০০ সংবতে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মূলশঙ্কর এবং সেই মূলশঙ্করই পরে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক দয়ানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।" কুবেরজী-কথিত

এ বৃত্তান্তটি পণ্ডিত লেখরাম অভ্রান্ত বোধে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। এই হেতু কুবেরজীর উল্লিখিত খুল্লাতাতটির বা আত্মীয়টির বাড়ী যখন মর্ভি, তখন লেখরামের মতে দয়ানন্দের জন্মস্থানও মর্ভি। ফলতঃ কুবেরজীর ঐ উক্তিটি যে কতদূর ভ্রমাত্মক, তাহা বলা যায় না। যেহেতু, কুবেরজী কান্জী যখন ছিলেন যজুর্ব্বেদী উদীচ্য-কুলজাত, তখন তাঁহার খুল্লতাত বা তদীয় বংশসংসৃষ্ট সকলকেই যজুর্ব্বেদী বলিয়া মানিতে হইবে; অথচ স্বামী দয়ানন্দ ছিলেন সামবেদী উদীচ্য-কুলসম্ভূত। সুতরাং কুবেরজীর বর্ণিত প্রাগুক্ত বৃত্তান্তটি যে একেবারেই অমূলক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ কুবেরজীর পুত্র শ্রীমান্ প্রেমশঙ্কর কুবেরজী বি, এ—যিনি অধুনা মর্ভির মাজিষ্ট্রেটের পদারূঢ়, তিনি গ্রন্থকারের নিকট বারংবার স্বীকার করিয়াছেন যে, তদীয় পিতার উল্লিখিত বৃত্তান্তটি নিতান্তই ভ্রমাত্মক। যাহা হউক, স্বামিজী স্বরচিত আত্মচরিতের ভিতর স্বীয় জন্মস্থান সম্পর্কে যে কএকটি নিদর্শন দিয়া গিয়াছেন, তদ্দারাই ইহা সুনিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে যে, টঙ্কারাই তাঁহার জন্মস্থান।

এ সম্বন্ধে দুই একটি লিখিত প্রমাণও উপস্থিত করা আবশ্যক। রাজকোট এজেন্সি আফিসের দপ্তরদার শ্রীমান্ রাওবাহাদুর বিঠল রায় গ্রন্থকারকে এ বিষয়ে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

RAJKOTE

8th December, 1914.

My Dear Mr Mukherji.

In reply to your query I beg to state that I and

my grand father had had the pleasure of seeing Swami Dayanand Saraswati at the Wadwan civil station in january 1875 in the Lakhtar Uttara. The swami Sri then said in course of conversation that he was originally a subject of the Morvi state. He said then something about Tankara but I do not remember perfectly now whether he then said that he was a native of Tankara or Morvi. I was then a clerk in the office of the Deputy Assistant political Agent in Jhalawad, and we had had conversation with the Swami for about half an hour at night time. There was then no one else present except the Swami Sri, my grand father and myself. The Swamiji was then on his way from Rajkote to Ahmedabad.

Yours sincerly
(Sd) Vithal Rai

পত্রখানির মর্ম্ম এই যে,——"১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্বামী দয়ানন্দ রাজকোট হইতে যখন আহমদাবাদে যান, তখন বড়োয়ান সিভিল ষ্টেসেনে লাখ্‌তার ঠাকুর সাহেবের উতারাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি পিতামহ সমভিব্যাহারে একদিন রাত্রিকালে গমন করিয়াছিলাম। স্বামিজীর সহিত আমাদিগের আধ ঘণ্টাকাল বার্ত্তালাপ হইয়াছিল। সে স্থলে পিতামহ, আমি ও স্বামিজী ভিন্ন অপর কেহ উপস্থিত ছিলেন না।

তিনি আমাদিগকে তখন বলিয়াছিলেন যে, "আমি মভিরাজ্যের একজন প্রজা ছিলাম"। সে সময়ে তিনি টঙ্কারার কথাও কিছু বলিয়াছিলেন ; কিন্তু এখন আমার ঠিক মনে হইতেছে না যে, তিনি আপনাকে টঙ্কারার অধিবাসী বলিয়াছিলেন, কি মর্ভির অধিবাসী বলিয়াছিলেন। আমি সে সময়ে ঝালোয়ার প্রান্তে ডেপুটি অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পলিটিকেল এজেণ্টের আফিসে ক্লার্কের কর্ম্ম করিতাম"।

উল্লিখিত পত্রীয় মর্ম্মের দ্বারা যদিও ইহা কিছু প্রমাণিত হইতেছে না যে, টঙ্কারাই দয়ানন্দের জন্মস্থান, তথাপি ইহা একরূপ বুঝা যাইতেছে যে, টঙ্কারার সহিত তাঁহার কিছু না কিছু সম্বন্ধ ছিল। নচেৎ মর্ভিরাজ্যের নাম লইয়া পরেই টঙ্কারার নাম লইবেন কেন ?

এ বিষয়ে আর একখানি পত্র প্রকাশিতব্য। ঐ পত্রখানি রাজকোটনিবাসী শ্রীমান্ প্রাণলাল শুক্ল কর্ত্তৃক লিখিত। সে পত্রখানি এই—

From

Sarsvati Stores.

Rajkot, 14th December 1914.

To

Babu Devendranath Mukarji,

Dear Sir,

In answer to your questions re the birth-place and the parentage of Swami Dayanand Sarsvati I have been able to furnish you with the following information which I gathered from Vallavaji a brahmin the relative of Swamiji at Tankara.

I visited Tankara in the February of 1914 and I have been led to ascertain that the birth place of Swami is Tankara, and I found the exact place where the early life of Swamiji was spent. His name was Mulshanker and also Dayaram, because it is a custom of the people of this province to give one more pet name to a son or a daughter. Swami Dayanand's father's name was Kersanji, and he was an Audichya brahmin of Samved. It is said that he belonged to Gautam Gotra. There was no heir in the family of Swamiji and so the house and landed property (the field for cultivating grains) were given to his sister's heir and at present in his house lives brahmin Popat the son of Kalianji whose father was Bogha the son of Mangaji to whom this heirship was bestowed by Kersanji.

I hope this information will be of some use to you.

Yours sincerely

(Sd) Pranlal V, Shukla.

Manager, Sarsvati Stores.

ইহার মর্ম্ম এই :—"স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্মস্থান ও পিতার বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে আপনাকে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি জানাইতেছি। এই বিবরণগুলি বল্লভজী

নামক জনৈক টঙ্কারাবাসী ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ঐ বল্লভজী স্বামী দয়ানন্দের জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় একজন ব্রাহ্মণ।

"১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি নিজে টঙ্কারায় গিয়াছিলাম। তথায় অনুসন্ধান দ্বারা ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, দয়ানন্দের জন্মস্থান টঙ্কারা। তিনি যে বাড়ীতে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে বাড়ীটিও আমি দেখিয়াছি। তাঁহার নাম মূলশঙ্কর এবং দয়ারাম দুই-ই ছিল। যেহেতু, পুত্র-কন্যার নিজ নিজ নাম ছাড়া একটি করিয়া প্রিয় নাম রাখা, কাঠিবার-বাসী লোকদিগের একটি প্রথা। দয়ানন্দের পিতার নাম কর্শন্‌জী,—তিনি সামবেদী উদীচ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। এরূপ কথিত হয় যে, তিনি গৌতম গোত্রীয় * ছিলেন। স্বামিজীর বংশে কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁহার বাড়ীঘর জমিজমা সমস্তই তাঁহার ভগিনীর বংশধরকে প্রদত্ত হইয়াছে। অধুনা তাঁহার বাড়ীতে পোপট্ নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। পোপটের পিতা কল্যানজী, কল্যানজীর পিতা বোগা, বোগার পিতা মঙ্গলজী ছিলেন। এই মঙ্গলজীকেই কর্শন্‌জীর উত্তরাধিকারিত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল"।

অতঃপর আরও একটি লিখিত প্রমাণ উপস্থিত করিতে চাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর দিবসে শ্রীযুক্ত গণপতি কেশবরাম শর্ম্মা নামক এক ব্যক্তি বোম্বাই আর্য্য-প্রতিনিধি সভার সম্পাদক-সমীপে দয়ানন্দের জন্মস্থান ও পিতৃ-পরিবার সম্পর্কীয় যে লিখিত

---

* এটি ভুল। কারণ তিনি গৌতম গোত্রজ ছিলেন না,—তিনি দালভ্য গোত্রজ ছিলেন।

বিবরণ-পত্র * প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত কএক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। ঐ বিবরণ-পত্রখানি গুজরাটী ভাষায় লিখিত, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট গুজরাটী অপেক্ষা ইংরাজি অধিকতর সুগম হইবে বিবেচনায় উহার ইংরাজি অনুবাদটিই প্রকাশিত করা গেল। তাহা এই :—

"Swami Dayanand was by cast an Audichya Brahmin, and belonged originally to the village of Tankara. His father held the office of Kamadar or Vahivatdar (local administrator) of the village. At this time the village was under the farm of Marobapanth allias Bhowshaheb."

ঐ ইংরাজি অংশের তাৎপর্য্য এই যে,—"স্বামী দয়ানন্দ একজন উদীচ্য শ্রেণিস্থ ব্রাহ্মণ, তিনি টঙ্কারা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা গ্রামের কামদার—বৈভটদার, অর্থাৎ স্থানীয় শাসন-কর্ত্তার পদে নিয়োজিত ছিলেন। টঙ্কারা গ্রাম তখন মোরবাপন্থ ওরফে ভাউ সাহেবের অধীনে ছিল"।

উপরি-উক্ত তিনটি লিখিত প্রমাণের মধ্যে প্রথমটির দ্বারা তত না হইলেও, শেষোক্ত দুইটির দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে টঙ্কারাই দয়ানন্দের জন্মভূমি।

এখন দুই একটি কথিত প্রমাণের উল্লেখ করিব। বড়োয়ান-বাসী জনৈক প্রাচীন উদীচ্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "স্বামী অদ্বৈতাশ্রমকে তিনি বারংবার বলিতে শুনিয়াছেন যে,—'দয়ানন্দ টঙ্কারার অধিবাসী"। দয়ানন্দের সংবাদ

* ঐ পত্রখানির সমস্ত পরিশিষ্টে প্রকাশিত করা গেল।

অদ্বৈতাশ্রমের জানিবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, যেহেতু পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, অদ্বৈতাশ্রম টোলের অধিবাসী—বিশেষতঃ তিনি দয়ানন্দের সমসাময়িক লোক ছিলেন।

খানপুর গ্রাম টঙ্কারা হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী। তথাকার জোষি গৌরীশঙ্কর দেবকর্ষণ বলেন যে,—"তিনি তাঁহার টঙ্কারাবাসী মাতুলের মুখে শুনিয়াছেন স্বামী দয়'নন্দ টঙ্কারার লোক ছিলেন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত কাশীতে গিয়াছিলেন এবং কিছু দিন পরে ঐ অঞ্চলে একটি নূতন পন্থা বা ধর্ম্মমত স্থাপিত করেন। তিনি উদীচ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন"।

প্রভুরাম আচার্য্য পূর্ব্বে টঙ্কারার লোক ছিলেন, এক্ষণে তিনি রইশালা গ্রামের অধিবাসী। প্রভুরাম বলেন,– "প্রেমবাই-এর নিকট এবং কেশরবাই-এর * নিকটেও শুনিয়াছি যে, দয়ারাম টঙ্কারা হইতে বাহির হইয়া মোটারামপুরে যাইয়া মারুতির মন্দিরে একরাত্রি ছিলেন। আমি স্বামীকে রাজকোটে ব্যাখ্যান দিতে শুনিয়াছি। তাঁহার শরীর উন্নত ও তেজোসম্পন্ন ছিল। স্বামিজীর মুখের আকৃতির সহিত প্রেমবাই-এর মুখের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছিল। রাজকোট হইতে স্বামিজীকে দর্শন করিয়া আসিয়া টঙ্কারায় সেই কথা বলাতে, কেশরবাই বলেন যে, উনিই সম্ভবতঃ ত্রিবারির ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন * * * সম্ভবতঃ কাশীতে পড়িবার জন্যই চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল"।

ধ্রোলনিবাসী পণ্ডিত ঘেলারাম যাগেশ্বর ব্যাস গ্রন্থকারের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছেন যে, "তিনি তাঁহার পিতাকে অনেকবার বলিতে শুনিয়াছেন দয়ানন্দ টঙ্কারার লোক, এবং তিনি

---

* কেশর বাই কুর্শনজী ত্রিবারির জ্ঞাতি-সংস্পৃষ্ট কোন প্রাচীন স্ত্রীলোক।

কর্শনজী লালজী ত্রিবারির পুত্র”। সুতরাং টঙ্কারাই যে দয়ানন্দের জন্মভূমি, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আর অধিকতর প্রমাণ উপস্থাপিত করা অনাবশ্যক। এমন কি, টঙ্কারার কোন কোন প্রাচীন লোকের মুখে ইহা শুনা যায় যে, স্বামিজী রাজকোটে অবস্থিতির সময়ে, এক দিবস রাজকোট হইতে গুপ্তভাবে নাকি টঙ্কারায় আসিয়া স্বীয় জন্মভূমি দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। কথাটা কতদূর সত্য বলিতে পারি না। তবে সন্ন্যাসী পরমহংসদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা নাকি প্রচলিত আছে যে, গৃহ-নিষ্ক্রমণ বা সন্ন্যাস-গ্রহণের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বৎসর পরে তাঁহারা স্বীয় জন্মভূমি দর্শনার্থ একবার আসিয়া থাকেন। এ প্রথাটি সন্ন্যাসধর্ম্মের একটি অবশ্যপাল্য অঙ্গ বলিয়াই নাকি পরিগণিত।

দয়ানন্দের পিতা কে ছিলেন ?

পণ্ডিত লেখরাম তদীয় উর্দ্দূ দয়ানন্দ-চরিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, দয়ানন্দের পিতৃনাম অম্বাশঙ্কর। কথাটা পণ্ডিতজী অমৃত-সহরে কোন সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছিলেন, আর সেই সন্ন্যাসী দয়ানন্দের সহোদর বলিয়া লোকের নিকট আপনাকে পরিচিত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সেই সন্ন্যাসী—গোবিন্দানন্দ স্বামী, দয়ানন্দের সহিত অনুগাঙ্গ প্রদেশে ছয় বৎসর কাল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রচারিত। কিন্তু অনুগাঙ্গ প্রদেশ পরিভ্রমণকালে যাঁহারা দয়ানন্দকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে বিশেষভাবে মিশিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই কিন্তু বলেন না যে, সেই অবস্থায় দয়ানন্দের সমভিব্যাহারে গোবিন্দানন্দ নামক কোন সন্ন্যাসীকে সঙ্গিরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি।

যাহা হউক পণ্ডিতজী কোন কিছু ইতস্ততঃ না করিয়া অসঙ্কোচে ঐ কথাটা স্বীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঐরূপ অনেক সন্ন্যাসীই আপনাকে দয়ানন্দের সহোদর, সহোদরপুত্র বা মাতুলপুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া আর্য্যসমাজীদিগের নিকট হইতে সেবা ও সমাদর লাভ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ফলতঃ কথাটা যে সর্ব্বাংশেই মিথ্যা, তাহাতে আর ভুল নাই।

লেখরাম-কৃত দয়ানন্দের পিতৃ-সম্বন্ধীয় এই গুরুতর ভ্রমটি অপরাপর দায়িত্ববোধশূন্য জীবনবৃত্ত-লেখকগণকর্ত্তৃকও বিনা বিচারে পরিগৃহীত হইয়াছে। লেখরাম-লিখিত গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা উর্দ্দু, হিন্দি বা ইংরাজি ভাষায় ক্ষুদ্র বৃহৎ দয়ানন্দ-চরিত পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ পুস্তকে বিনা বিচারে ঐ ভ্রমটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ক্রমশঃ ঐ ভ্রমটি বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। অতএব কি আর্য্য-সমাজের সাহিত্যে, কি অপর কোন সাহিত্যে স্বামী দয়ানন্দ যথার্থ পিতার পুত্র না হইয়া অপর একজনের পুত্ররূপে বর্ণিত হইতে-ছেন। এত বড় একটি ভ্রম সমাজ-প্রবর্ত্তকের নামে চলিয়া আসিতেছে, অথচ আর্য্য-সমাজ এ সম্পর্কে নীরব ও নিশ্চেষ্ট। অপরাপর অসত্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য আর্য্য-সমাজ ব্যস্ত ও বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু এই ঘোর অসত্যটির প্রতি-বাদে আর্য্য-সমাজ উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন।

স্বামিজীর স্বরচিত আত্মচরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁহার পিতার বিষয়ে চারিটি লক্ষণ বা নিদর্শন উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই চারিটি নিদর্শন এই—(১) তাঁহার

পিতা ব্যাঙ্কার, (২) তাঁহার পিতা জমিন্দার, (৩) তাঁহার পিতা জমেদার, (৪) তাঁহার পিতা একজন ঘোর শিবভক্ত; কেবল ঐ চারিটি লক্ষণ পাইলেই কিন্তু চলিবে না,—ঐ চারিটি নিদর্শন ছাড়া আরও একটি নিদর্শন চাই—তাঁহার কোন পুত্রের গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হওয়া চাই। সুতরাং প্রাগুক্ত পাঁচটি লক্ষণাক্রান্ত কোন উদীচ্য ব্রাহ্মণ টঙ্কারায় কেহ ছিলেন কিনা, তাহাই আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। এ বিষয়ে আমরা যতদূর আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছি, তাহাতে জানা গিয়াছে যে, এক কর্শনজী লালজী ত্রিবারি ভিন্ন টঙ্কারার সামবেদী উদীচ্য ব্রাহ্মণদিগের ভিতরে অপর কোন ব্যক্তিই পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি লক্ষণবিশিষ্ট ছিলেন না। অতএব কর্শনজী লালজী ত্রিবারিই যে দয়ানন্দের পিতা, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে কর্শনজী লালজী ত্রিবারি যে উল্লিখিত পাঁচটি লক্ষণাক্রান্ত, তাহা আমরা একে একে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

কর্শনজী ত্রিবারি—ব্যাঙ্কার।

কর্শনজী ত্রিবারি, মঙ্গলজী লীলাধর রাওল নামক এক ব্রাহ্মণ-কুমারকে গোণ্ডল রাজধানীর সন্নিকট একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে টঙ্কারায় লইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যা প্রেম বাই-এর বিবাহ দেন। কেবল ইহা নহে, এক পুত্র দেশত্যাগী হওয়াতে, এবং অন্য পুত্রাদি অকালে মরিয়া যাওয়াতে, কর্শনজী ত্রিবারি বংশ-বিলোপের সম্ভাবনা দেখিয়া জামাতা মঙ্গলজীকে স্বীয় বংশের উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার বাড়ীঘর, ধন-সম্পত্তি, তেজারতি সমস্তই তাঁহার হস্তে অর্পিত করিয়া যান।

মঙ্গলজীর বোগা নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, বোগার পুত্র কল্যাণজী, কল্যাণজীর পুত্র পোপট বা প্রভাশঙ্কর রাওল। পোপট রাওল আজিও টঙ্কারায় কর্শনজীর গৃহে বিদ্যমান থাকিয়া তদীয় দৌহিত্রের বংশ রক্ষা করিতেছেন।

টঙ্কারার এই পোপট রাওলের গৃহে একখানি পুরাতন খাতা পাওয়া গিয়াছে, সে খাতাখানি কর্শনজীর সময়ের। ঐ খাতাখানি কর্শনজীর তেজারতির খাতা, উহাতে কর্শনজী কাহাকে কত টাকা ঋণ দিয়াছিলেন,—কি হিসাবে টাকার সুদ লইয়াছিলেন ইত্যাদি কথা বা হিসাব লিপিবদ্ধ। ঐ খাতার এক স্থলে দৃষ্ট হয় যে,—"১৮৫৮ সংবতের পৌষ শুক্ল অষ্টমীতে ঝালা মেঘপুরের গ্রাসিয়া মুলুজী তথা মলুজী গজ্জনজী তাঁহাদের দুই জনের মেঘপুরের অংশ ১৮০০ আঠার হাজার কড়িতে * কর্শনজী ত্রিবারির নিকট বন্দক রাখিয়াছিলেন।" এতদ্ভিন্ন অন্য এক সূত্রে জানা গিয়াছে যে,—"ঝালা মেঘপুরবাসী উদয়সিংহজী বজাজী ১৮৭৩ সংবতে টঙ্কারার কর্শনজী ত্রিবারির নিকট তের সাঁতি † জমি বন্দক রাখিয়া মাসিক তের আনা সুদে পঁচিশ শত কড়ি কর্জ্জগ্রহণ করিয়াছিলেন"। পাঁচ ছয় শত বা চারি পাচ হাজার টাকা কর্জ্জদানে যিনি সমর্থ, তিনি যে একজন ছোট-খাট ব্যাঙ্কার নহেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। ফলতঃ টঙ্কারার কর্শনজী ত্রিবারি যে একজন ব্যাঙ্কার ছিলেন, তাহা এক্ষণে প্রমাণিত হইল।

* কড়ি বলিতে টাকার চারিভাগের এক ভাগ বুঝায়।

† সাঁতির পরিমাণ প্রায় একশত বিঘা।

কর্শনজী ত্রিবারি—জমিন্দার।

পুনা-কথিত আত্মচরিতে স্বামী দয়ানন্দ ব্যক্ত করিয়াছেন যে,—"আমাদিগের পরিবার একটি বিস্তৃত জমিন্দারীর অধিকারী ছিল।" সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার পিতা একজন জমিন্দার বা তালুকদার ছিলেন। কাঠিবাড় প্রদেশে জমিন্দার বা তালুকদার কথার প্রচলন নাই। এতদ্দেশে যাহাকে জমিন্দার বা তালুকদার বলা যায়, কাঠিবাড়ে তাহাকে গ্রাসিয়া * বলিয়া থাকে। অতএব কর্শনজী ত্রিবারি একজন গ্রাসিয়া ছিলেন।

জামনগর রাজ্যে জোড়িয়া তালুকার অধীনে কেশিয়া নামে একটি গ্রাম আছে। কর্শনজী ত্রিবারি সেই কেশিয়া গ্রামের যে গ্রাসিয়া ছিলেন, এ কথা কেশিয়া অঞ্চলে আজিও প্রসিদ্ধ। কর্শনজী যদিও সমগ্র কেশিয়ার অধিকারী ছিলেন না, তথাপি তিনি যে কেশিয়াস্থ অধিকাংশ ভূমিরই অধিস্বামী ছিলেন,তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কর্শনজীর কেশিয়াস্থ ভূমির কতকাংশ আজিও তাঁহার ভাগিনেয়ের বংশধরেরা ভোগ করিতেছেন। কর্শনজীর দুই ভগিনীর বিবাহ জামনগরের অধীন হরিয়াণা গ্রামে হইয়াছিল। তিনি ১৮৮৩ সংবতের পৌষ একাদশীর দিনে এক ভাগিনেয়কে কেশিয়াস্থ ভূমির ছত্রিশ বিঘা, অপরকে চব্বিশ বিঘা দানপত্র লিখিয়া অর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কর্শনজীর ঐ ষাট বিঘা জমি আজিও হরিয়াণাবাসী তাঁহার ভাগিনেয়দিগের উত্তরাধিকারীগণের অধীনে রহিয়াছে। গ্রন্থকার হরিয়াণা দেখিয়াছেন, এবং ঐ ভাগিনেয়গণের

* গ্রাসিয়া কথা গ্রাস হইতে উৎপন্ন। গ্রাস কি না—অন্নগ্রাস। যাহাকে অন্নগ্রাস অর্থাৎ ভূমি বা গ্রাম দেওয়া যায়, তাহার নাম গ্রাসিয়া।

উত্তরাধিকারীদিগের সহিত উপস্থিত বিষয়ে বার্ত্তালাপ করিয়া আসিয়াছেন।

কর্শনজী কেশিয়াস্থ জমির কতকাংশ স্বীয় বিধবা পুত্রবধূর—মোগিবাই-এর ভরণপোষণার্থ দান করিয়াছিলেন। কর্শনজীর কনিষ্ঠ পুত্র বল্লভজীর সহিত মোগিবাই-এর বিবাহ হইয়াছিল। যখন বিবাহ হইয়াছিল, মোগি তখন কচ্ছে থাকিতেন। বিবাহের ছয়মাস পরে বল্লভজীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তখন বল্লভজীর বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর হইবে। সুতরাং কর্শনজীর অবিদ্যমানে, তদীয় বিধবা পুত্রবধূর কি দশা ঘটিবে, এই ভাবিয়া কর্শনজী কেশিয়াস্থ ভূ-সম্পত্তির কিয়দংশ মোগিকে দান করিয়াছিলেন। কেবল ভূমি দিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন নাই,—অধিকন্তু কুমারিয়া, মেঘপুর, জিরাগড় ও ধূরকোট প্রভৃতি স্থানে কর্শনজীর যে সকল শিষ্য-যজমান ছিল, সেই শিষ্য-যজমানবর্গও তিনি মোগিকে অর্পণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, কর্শনজীর ঐ সকল শিষ্য-যজমানের বংশধরেরা এক্ষণে পশ্চিম বাঙ্গালার ধানবাদ নামক স্থানের সন্নিকট ঝরিয়াতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে। মোগি বাই-এর ভ্রাতুষ্পুত্র জোড়িয়া বন্দরবাসী বালাশঙ্কর ভীমজী দোবে গ্রন্থকারের নিকট বলিয়াছেন যে,—"মোগিবাইকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি যে,—'আমার শ্বশুর একজন ধনবান্ লোক ছিলেন।"

কেশিয়াস্থ জমির কিয়দংশ কর্শনজী কর্ত্তৃক তদীয় জামাতা মঙ্গলজী রাওলকে প্রদত্ত হইয়াছিল। মঙ্গলজীর বংশে এখন পোপট রাওল বিদ্যমান। সুতরাং টঙ্কারার ঐ পোপট রাওলই কেশিয়াস্থ ঐ জমির বর্ত্তমান অধিকারী।

কএক বৎসর পূর্ব্বে, জনৈক দুষ্ট লোক জামনগরের রেভিনিউ কমিশনার সমীপে এই বলিয়া আবেদন করেন যে, কেশিয়ার ঐ সকল জমির প্রকৃত অধিকারী মোগিবাই ও পোপট রাওল প্রভৃতি কি না—ঐ সকল জমির অধিকারিত্ব সম্পর্কে তাঁহাদিগের নিকট কোন দানপত্র বা সনন্দ আছে কি না? ইত্যাদি বিষয়ে সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে সবিশেষ অনুসন্ধান করা হউক, আর কোন দানপত্র বা সনন্দ না থাকিলে,ঐ সকল জমি সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক খালসা অর্থাৎ নিজস্ব করিয়া লওয়া হউক।

ঐরূপ আবেদনপত্র পাইয়া, রেভিনিউ কমিশনার হরিয়াণার মহলকারি বা তহশীলদারের প্রতি এই বিষয়টির তদন্তের ভার দিয়াছিলেন। তিনি যথারীতি ইহার তদন্তও করিয়াছিলেন। সেই তদন্তের উত্তরে ঐ টঙ্কারাবাসী পোপট রাওল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ দিবসে যে কৈফিয়ৎ-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। উহা মূলতঃ গুজরাটিতে লিখিত থাকিলেও বাঙ্গালী পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য ইংরাজি অনুবাদটি প্রকাশিত করা গেল।

"Being asked to show the pedigree at which I the applicant Rawal was related to the Trivari who bestowed this land, I beg to submit that Kersanji was the son of Trivari Lalji who was a descendent of Trivari Haribhai as mentioned above. Kersanji's daughter Prembai was married to Rawal Mongalji Liladhar. The Mongalji had a son called Bogha Rawal. His son was Kalyanji

Rawal whose son I the applicant Probha-shanker allias Popot am."

ঐ ইংরাজি অংশের তাৎপর্য্য এই,—"আমার বংশাবলীর পরিচয়দান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি আবেদনকারী রাওল ইহা প্রকাশ করিতেছি যে, আমি ঐ ত্রিবারির সহিত সংস্পৃষ্ট, যিনি ঐ জমি দান করিয়া গিয়াছেন। আমি ইহা জানাইতেছি যে, কর্শনজী ত্রিবারি, লালজীর সন্তান; আর লালজী, ত্রিবারি হরিভাই-এর বংশোৎপন্ন—যাঁহার কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। কর্শনজীর কন্যা প্রেম বাই-'এর সহিত মঙ্গলজী লীলাধর বিবাহিত হয়েন। মঙ্গলজীর বোগা নামে এক পুত্র হইয়াছিল। বোগার পুত্র কল্যাণজী রাওল, এবং কল্যাণজীর পুত্র আমি আবেদনকারী প্রভাশঙ্কর ওরফে পোপট।"

কর্শনজী জমেদার।

স্বামী দয়ানন্দ যে স্বলিখিত আত্মচরিতের মধ্যে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পিতা "জমাদার"—অর্থাৎ "নগরের ফৌজদার এবং রাজস্ব-সংগ্রহকার," এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; আর কথাটা জমাদার না হইয়া যে জমেদার হইবে, তাহাও পূর্ব্বেই প্রকাশ করা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন জমেদার কথাটা যে মরাঠি, এ কথাও খুলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু কাঠিবাড়ে—মর্ভি রাজ্যের টঙ্কারা তালুকাতে মরাঠি কথার প্রচলন হইল কিরূপে? ইতঃ-পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গণপতি কেশবরাম শর্ম্মা লিখিত যে পত্র অংশতঃ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে উল্লিখিত রহিয়াছে যে, "তাঁহার পিতা গ্রামের কামদার বা বৈভটদার অর্থাৎ স্থানীয় শাসনকর্ত্তার পদে

নিযুক্ত ছিলেন। টঙ্কারা গ্রাম তখন মোরবাপন্থ ওরফে ভাউ সাহেবের অধীনে ছিল।” এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, কর্শনজী ত্রিবারি টঙ্কারারই জমেদার ছিলেন। আরও বুঝা যায় যে, টঙ্কারা তখন মোরবাপন্থ নামক মরাঠির শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু এ কথাটা ভুল। কারণ, ঠিক মোরবাপন্থের অধীনে ছিল না। মোরবাপন্থ গোপাল মেড়েল নারায়ণ ভাউর কর্ত্তৃত্বাধনে একজন কর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ স্থলে একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। কাঠিবাড়ের রাজগণ এখন যেরূপ প্রচুর বিত্ত-সম্পত্তির অধিস্বামী হইয়া উঠিয়াছেন, পূর্ব্বে সেরূপ ছিলেন না। এই হেতু গাইকোয়াড় সরকারকে কর বা খণ্ডনি, কিম্বা পুনার পেশোবাকে বা পোশোবার স্থানারূঢ় ইংরাজ সরকারকে পেস্‌কশি দিবার সময়ে অনেক রাজাকেই তখন কর্জ্জ গ্রহণ করিতে হইত। খণ্ডনি যথা-সময়ে দিতে না পারিলে, গাইকোয়াড় সরকার-প্রেরিত মুলুকগিরি ফৌজ আসিয়া রাজ্যের ভিতরে নানা রকম অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে থাকিত। অত্যাচার সময়ে সময়ে নর-রুধির-স্রোতে রঞ্জিত হইয়া উঠিত। কাঠিবাড়ের প্রজাগণ এখনও মুলুকগিরি ফৌজের ভয়াবহ অত্যাচারকাহিনী বর্ণন করিয়া থাকে।

মর্ভি রাজবংশ অর্থাভাব নিবন্ধন সময়ে সময়ে বিপন্ন হইয়া উঠিতেন। গাইকোয়াড়ের খণ্ডনি দিতে না পারিলে ঋণ-গ্রহণ করিতেন, এবং ঋণের দায়ে ঋণদাতার নিকটে টঙ্কারা তালুকা বন্ধক রাখিয়া দিতেন। যিনি বন্ধক রাখিতেন, তিনি টঙ্কারা নিজের অধীনে রাখিয়া উহার রাজস্ব আদায় পূর্ব্বক নিজের টাকা শোধ করিয়া লইতেন। এই হেতু টঙ্কারা মাঝে মাঝে মর্ভির

অধীনে না থাকিয়া অন্যের অধীনে থাকিত। স্বামী দয়ানন্দ যে সময়ে টঙ্কারায় জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎকালে উহা বড়োদার বিখ্যাত শেঠ গোপাল মেড়েল নারায়ণ ভাউর শাসনাধীনে ছিল। মেড়েল-বংশ বড়োদার শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কার হইয়া উঠিয়ছিলেন,—কোটি কোটি টাকা লইয়া তেজারতি করিতেন; এমন কি, সময়ে সময়ে বড়োদার অধীশ্বরকেও মেড়েলদিগের দ্বারস্থ হইয়া ঋণগ্রহণ করিতে হইত। এই কারণ মেড়েল নারায়ণের বংশ "নয় ক্রোড়কা নারায়ণ" বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ফলতঃ দয়ানন্দের জন্মকালীন টঙ্কারা গোপাল মেড়েলের অধীনে ছিল। এ বিষয়ে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র হইতে টঙ্কারা-বিষয়ক নিম্নলিখিত বিবরণগুলি পাওয়া যাইতেছে। সেগুলি এই :—

—"For the first year after Colonel Walker's settlement (which happend in 1807—8 A D.) the management remained in the hands of the chief. It was then transferred in mortgage for a debt to Shet Sunderji Sewji, who held it for some years and then made it over, in Sambat 1868 (A. D 1811—12) to Meiral Narrain, by whom, as a private transaction, his claims were discharged; but no final settlement being thus promoted further embarassment accrued, and a new arrangement was made in Sambat 1882 (A. D. 1825—26) under the Government Bhandari, for a fixed period of fifteen years, on the conclusion of which, the

debt being considered to have been discharged, the Ta'luka is to be restored to the Morvi chief. *

উল্লিখিত ইংরাজি অংশের সার এই,—"১৮০৭—৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়াকার-কৃত বন্দোবস্তের পর, এক বৎসর কাল টঙ্কারা মর্ভি রাজের শাসনাধীন ছিল। ইহার পর ঋণের জন্য শেট সুন্দরজী শিবজীর নিকট টঙ্কারা বন্ধক রাখিয়া দেওয়া হয় *। সুন্দরজী কএক বৎসর উহা নিজের অধীনে রাখিয়া পরে ১৮৬৮ সংবতে মেড়েল নারায়ণের হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক টঙ্কারা সম্বন্ধীয় তাঁহার যাহা কিছু দাবি-দাওয়া সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পর টঙ্কারা মেড়েলের কর্ত্তৃত্বাধীনে কিছু কাল ছিল। কিন্তু ইহাতেও মর্ভিরাজ ঋণদায় হইতে মুক্ত না হওয়াতে, পক্ষান্তরে টাকা-কড়ি সংক্রান্ত আরও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে, ১৮৮২ সংবতে গবর্ণমেণ্টের জামিনে পনর বৎসরের জন্য টঙ্কারা তালুকা পুনর্ব্বার মেড়েল নারায়ণের হস্তে বন্ধক রাখা হইয়াছিল। পরিশেষে সমস্ত ঋণ পরিশোধিত হইয়া গেলে টঙ্কারা মর্ভিরাজের হস্তে প্রত্যর্পিত করা হয়।" কিন্তু "মর্ভি-রাজের হস্তে প্রত্যর্পিত" হইলেও উহা তাঁহার অধীনে বেশী দিন ছিল না। কারণ, মর্ভিরাজের দেয় কর না পাওয়াতে ইংরাজ সরকার বা কাঠিবাড় এজেন্সি ১৮৯৯ সংবতে কএক বৎসরের জন্য টঙ্কারা তালুকা জপ্তি করিয়া লয়েন, এবং মঙ্গলজী গৌরীশঙ্কর নামক জুনাগড়বাসী জনৈক নাগরকে জপ্তি-অফিসার নিযুক্ত করিয়া রাখেন। ফলতঃ উপরি-উদ্ধৃত বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের

* Selections from the Records of the Bombay Government, No—XXXIX New series; Page 99.

রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া গেল যে, সংবৎ ১৮৬৮ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল টঙ্কারা বড়োদার প্রসিদ্ধ শেট গোপাল মেড়েল নারায়ণ ভাউর শাসনাধীনে ছিল। এই হেতু টঙ্কারার লোকমুখে "ভাউনি বখৎ" অর্থাৎ ভাউর শাসনকাল, এই কথা আজিও শুনা গিয়া থাকে। যাহা হউক, এখন বুঝা গেল যে, স্বামী দয়ানন্দ যখন টঙ্কারার ভূমিকে পবিত্র করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন উহা ভাউর শাসনাধীন। সুতরাং তদীয় পিতা কর্শনজী ত্রিবারি যে ভাউর সময়েই—ভাউর অধীনেই টঙ্কারার জমেদার ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এখন ভাউর টঙ্কারা সংক্রান্ত কাগজপত্রের মধ্যে কর্শনজী ত্রিবারির বিষয়ে কোন কথা পাওয়া যায় কি না, তাহা দেখা উচিত। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, ১৮৬৮ সংবতে যখন শেট সুন্দরজী, মেড়েল নারায়ণের হস্তে টঙ্কারা অর্পণ করেন বা বন্ধক রাখিয়া দেন, তখন সে কার্য্য আম্রেলির দেওয়ান বিঠল রাও দেবাজীর মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হইয়াছিল। * এই হেতু বিঠল রাও দেবাজীর পুরাতন কাগজপত্রের ভিতরে ঐ কথা থাকিতে পারে, ইহা মনে করিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বড়োদার বরিষ্ঠ কোর্টের (High court) একজন জজের নিকট হইতে কএকখানা পরিচয়পত্র লইয়া আম্রেলি যাত্রা করি। আম্রেলিতে পঁহুছিয়া তথাকার নায়েব সুবার সহিত সাক্ষাৎ ও বার্ত্তালাপে আমার আগমন উদ্দেশ্য খুলিয়া বলায় তিনি বিঠল রাওয়ের কাগজপত্র

* ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মর্ভিরাজ শ্রীমান্ জিয়াজী বাঘজী ১৮৬৪ সংবতে আশ্বিন শুক্ল তৃতীয়াতে শেট সুন্দরজীর নিকট টঙ্কারা তালুকা বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

খুঁজিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু দুই দিন পরে নায়েব স্থবা মহোদয় আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"দেওয়ানজীর সময়কার কাগজপত্র এখানে কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না, সে সমস্ত বড়োদার ফাড্‌নিস দপ্তরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আপনি সেখানে যাইয়া অনুসন্ধান করিলে উহা পাইতে পারেন।" রাজ্যের নানা বিভাগীয় পুরাতন কাগজপত্র রক্ষা করিবার উদ্দেশে, বড়োদারাজ ফাড্‌নিস আফিস (Fadnis office) নামে যে একটি স্বতন্ত্র আফিস স্থাপিত করিয়াছেন, এ কথা পাঠকের জানিয়া রাখা উচিত। যাহা হউক, আম্রেলিতে নিষ্ফল হইয়া বড়োদায় ফিরিতে হইল। বড়োদায় ফিরিয়া সে বারে ফাড্‌নিস আফিসে চেষ্টা করার স্থবিধা ঘটিল না। একবার বিঠল রাও দেবাজীর বংশধরদিগের নিকট গিয়া কথাটা তুলিলাম। তাঁহারা বলিলেন, —"কাগজপত্র খুঁজিয়া দেখিব, আপনি দুই দিন পরে আসিবেন।" দুইদিন পরে গেলাম, তখন বলিলেন যে,—"কাগজপত্র ভালরূপ খুঁজিয়া দেখা হয় নাই, যেহেতু, আমাদের কার্‌কুনটি ছুটী লইয়া বাড়ী গিয়াছে," একবার গোপাল মেড়েলের বংশধর রামরাজ গঙ্গাধর মেড়েলের নিকট যাইয়া কথাটা তুলিলাম। তিনি এমন-ভাবে কথাটার জবাব দিলেন যে, টঙ্কারা-সংক্রান্ত কাগজপত্র তাঁহাদের গৃহে আছে বা নাই, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। স্থতরাং সেখান হইতেও নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল। দুই স্থানেই নিষ্ফল হইয়া আসায়, এবং ফাড্‌নিস আফিসে চেষ্টা করার স্থযোগ না ঘটায়, কএক দিন পরেই বড়োদা ত্যাগ করিলাম। কিন্তু ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

ইহার পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন জয়পুর

হইতে বোম্বাই যাত্রা করি, তখন বড়োদায় নামিয়া ঐ বিষয়ে আর একবার চেষ্টা করিবার ইচ্ছা হইল। বিশেষতঃ ঐ সময়ে শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র দত্ত I. C. S. মহোদয় বড়োদার রাজার দেওয়ান-পদে নিয়োজিত থাকায় এবং তাঁহার সহিত পরিচয় রহায়, এই ইচ্ছা আরও একটু প্রবল হইয়া উঠিল। বড়োদায় নামিলাম এবং পরদিবসেই দত্ত-মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সাক্ষাতে সকল কথা খুলিয়া বলায় তিনি বলিলেন,—"আপনার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া আমার নিকট এক আবেদন করুন, আমি সেই আবেদন অবলম্বন পূর্ব্বক ফাড্‌নিস অফিসারের প্রতি আদেশ দিব। ফাড্‌নিস আফিসে আপনার প্রয়োজনীয় বিষয় খুঁজিয়া না পাইলে, আমার আদেশ-পত্র লইয়া আপনি গোপাল মেড়েলের বংশধরের নিকট যাইবেন, আর ঐ আদেশ-পত্রও তাঁহাকে দেখাইবেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনিও আপনাকে টঙ্কারা-সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি দেখাইবার চেষ্টা করিবেন।" ইহা শুনিয়া বাসায় ফিরিলাম এবং সেই দিবসেই এক আবেদনপত্র লিখিয়া দেওয়ান সাহেবের নিকট পাঠাইলাম। বোধ হয়, উহার তিন দিন পরেই দেওয়ান আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেটের নিকট হইতে পত্র আসিল, সেই পত্র লইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন,—"ফাড্‌নিস অফিসারের প্রতি দেওয়ান সাহেব হুকুম দিয়াছেন, আপনি সেই হুকুমের এই নকল লইয়া ও এই চাপ্‌রাসিকে সঙ্গে করিয়া ফাড্‌নিস অফিসারের নিকট যান।" তাহাই করিলাম। ফাড্‌নিস অফিসার কএকটি প্রাচীন ও সবিশেষ অভিজ্ঞ কার্‌কুনকে লইয়া টঙ্কারা সম্বন্ধীয় কাগজপত্র খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল খুঁজিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না। শেষে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি আমার হস্তে দিয়া বলিলেন,—"আপনি একবার মেড়েলের বাড়ী যাইয়া অনুসন্ধান করুন।" ফাড্‌নিস অফিসারের পত্রখানি এই :—

Fadnis office, Baroda

21—10—1909.

To

Debendra Nath Mukerji.

Baroda.

Dear Sir.

In accordance to His Excellency the Dewan Saheb's office letter No 583 dated 21—10-09, I have showed to you all the possible papers regarding the Tankara Taluka of the Morvi state in connection with the ascertainment of the birth-date of Swami Dayanand. There may be some papers in the house of Mr. Gopal Mairal as regards the Tankara Taluka and it is likely that you may get some clue as to the Swamiji's birthdate from the private accounts of the Mairal.

yours trully

(Sd). R. R. Powar

Assistant to the Fadnis.

ঐ পত্রের সার কথা এই যে,—"হিজ্ একসেলেন্সি দেওয়ান সাহেবের হুকুম অনুসারে আপনাকে স্বামী দয়ানন্দের জন্মদিন * নির্দ্ধারণ সম্পর্কে টঙ্কারা তালুকার সমস্ত কাগজপত্র দেখাইলাম। এ বিষয়ে গোপাল মেড়েলের বাড়ীতে কাগজপত্র থাকিবার সম্ভাবনা, অতএব আপনি তথায় গিয়া অনুসন্ধান করিলে মেড়েলের নিজ হিসাবের খাতাপত্র হইতে জ্ঞাতব্য বিষয়ের কোন কিছু নিদর্শন পাইতে পারেন।"

ঐ পত্র লইয়া মেড়েলের বাড়ীতে গেলাম, কিন্তু রামরাজ গঙ্গাধরের সাক্ষাৎ পাইলাম না। যেহেতু, ঐ সময়ে কএকটি কারণে সমগ্র বড়োদা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বড়োদার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদিগের সাক্ষাৎ লাভ তখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মারহাট্টি-সাহিত্য-কন্ফারেন্সের অধিবেশনে, নব-নিয়োজিত দেওয়ানকে রাজকীয় ভাবে রাজ-দরবারে প্রকাশ্যরূপে পরিগ্রহণে, ভারত-রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর আগমনজনিত আনন্দোৎসবের আয়োজনে, বড়োদা তখন আন্দোলিত হইতেছিল। আর এক কথা, ইহার পূর্ব্বে যদিও বহুবার আমি বড়োদায় গিয়াছি, কিন্তু এবারের মত কোন বারেই পুলিসের দৃষ্টি আমার উপর পতিত হয় নাই। আমি বাঙ্গালী বলিয়া—বিশেষতঃ লর্ড মিণ্টোর আগমন-সময়ে একজন বাঙ্গালী আসিয়া বড়োদায় বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া, কি পথে, কি ট্রাম গাড়ীতে, কি বাসস্থানে, পুলিসের লোক

---

* জন্মদিন নহে,—কর্শনজী ত্রিবারির নাম।

আসিয়া আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ঐরূপ জিজ্ঞাসা আমার চিত্তে ঘোর বিরক্তির উদ্দীপনা করিল। একদিকে বড়োদা সহরের ব্যস্ততা, অপর দিকে পুলিস কর্ম্মচারীদিগের ঐরূপ ব্যবহারজনিত বিরক্তি, ইহার উপর স্বীয় সংকল্পসিদ্ধির পক্ষে নিষ্ফলতা—এই তিনটি জিনিস একত্র হইয়া অবিলম্বে বড়োদা ত্যাগের জন্য আমাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতে লাগিল। সুতরাং দুই চারি দিনের মধ্যেই বড়োদা ত্যাগ করিয়া বোম্বাইয়ে আসিলাম। এইরূপে দ্বিতীয় বারের চেষ্টাও ব্যর্থ হইল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে পুনরায় কচ্ছ ও কাঠিবাড় প্রদেশে যাইবার উদ্দেশে আহম্মদাবাদে আসিয়া পঁহুছিলাম। কএকটি কারণে আহম্মদাবাদে কিছু দিবস থাকিতে হইল। আহম্মদাবাদ হইতে বড়োদা বেশী দূরবর্ত্তী স্থানও নহে। এই দুইটি কারণে মনের সেই ইচ্ছা প্রবলতর হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ মেড়েলগৃহের টঙ্কারা-সম্বন্ধীয় কাগজপত্র একবার ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা যেমন উচিত, মুলুকগিরি ফৌজ * সংক্রান্ত

* মোগলদিগের রাজত্বকালেই মুলুকগিরি ফৌজের সৃষ্টি হয়। কাঠিবাড়ের রাজগণের নিকট হইতে কর-সংগ্রহ করা অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠিত, এই হেতু স্থানীয় মোগল শাসনকর্ত্তৃগণ সৈন্য-সামন্ত পাঠাইয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বক কর আদায় করিতেন। মোগল-শাসন অস্তমিত হওয়ার পরে, যখন মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব-সূর্য্য কাঠিবাড়ে উদিত হইল, তখন মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তৃগণও মাঝে মাঝে মুলুকগিরি ফৌজ পাঠাইয়া কাঠিবাড়ের রাজন্যবর্গের নিকট হইতে কর-সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। দামাজী গাইকোয়াড় তিন চারি হাজার অশ্বারোহী সমেত কাঠিবাড়ের অংশবিশেষে বা রাজ্যবিশেষে উপস্থিত হইয়া লুঠপাট করিতে আরম্ভ

কাগজপত্রও তেমনই আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, এই কথা মনোমধ্যে বারংবার উদিত হইতে লাগিল। কারণ, টঙ্কারাতে মুলুকগিরি ফৌজের কএক বারই অভিযান হইয়াছিল। এই হেতু মনে হইতে লাগিল যে, মুলুকগিরির কাগজপত্রে টঙ্কারার জমেদার কর্শনজীর উল্লেখ থাকিলেও থাকিতে পারে। একদিন প্রাতের ট্রেণে আহম্মদাবাদ হইতে বড়োদা যাত্রা করিলাম।

করিতেন, এবং যতক্ষণ না দাবির সমস্ত টাকা আদায় করিতে পারিতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত লুঠপাট ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকিতেন। মুলুকগিরি ফৌজের পরিচালকত্বে এবং উহার কৃতকার্য্যত্বে শিবরাম গার্ডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবরামের পর বাবাজী, গাইকোয়াড়ের মুলুকগিরি ফৌজের পরিচালকতায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। বাবাজী মুলুকগিরি ফৌজ লইয়া একাধিক বার কাঠিবাড়ের নানা রাজ্যে গমন পূর্ব্বক লুণ্ঠন ও উৎপীড়নের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আসিয়াছিলেন। ঐ ফৌজের অভিযানে যদি কেহ বাধা দিত বা প্রতিরোধী হইয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলে উৎপীড়নের আর সীমা থাকিত না। যে সময়ে মাঠের শস্যরাশি পাকিয়া উঠিত, মুলুকগিরি ফৌজ প্রায় সেই সময়েই যাত্রা পূর্ব্বক শস্য-পরিপূরিত ক্ষেত্র সমূহকে ছারখার করিবার চেষ্টা করিত। রন্ধনার্থ কাঠের যোগাড় না থাকিলে ফৌজের লোকেরা প্রজাদিগের ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া আনিয়া ইন্ধনের কার্য্য সম্পন্ন করিত। এইরূপে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত অত্যাচারিত এবং হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া কাঠিবাড়-বাসী কি রাজা কি প্রজা সকলেই একান্ত ভীত ও ক্ষুণ্ণচিত্তে কাল যাপন করিতেন। এই অবর্ণনীয় অমানুষিক অত্যাচার হইতে কাঠিবাড়বাসীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে, ১৮০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়াকার আসিয়া একটি সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাহার সেই সুব্যবস্থা "জমাবন্দী বন্দোবস্ত" নামে কাঠিবাড়ে প্রসিদ্ধ। "জমাবন্দী বন্দোবস্তের" পর হইতে মুলুকগিরি ফৌজের সমাগম এক-বারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমগ্র কাঠিবাড়ে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে। *এ বিষয় Baroda gazetteer পুস্তকের তিনশত চৌদ্দ হইতে তিনশত বাইশ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বড়োদায় পঁহুছিয়া কাহারও নিকট হইতে কোন পরিচয়-পত্রাদি সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া একবারে ফাড়নিস্ আফিসে গিয়া ঢুকিলাম। বলা বাহুল্য যে, ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান দত্ত-মহোদয় তখন বড়োদায় নাই—তিনি তখন পরলোকবাসী হইয়াছেন। দেখিলাম, ফাড্‌নিসে সেই পূর্ব্বপরিচিত অধ্যক্ষটিও নাই—এখন একজন নূতন অফিসার বা অধ্যক্ষ আসিয়াছেন। বড়োদার ফাড্‌নিস দপ্তরে একজন বাঙ্গালীর সমাগম দেখিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় কিছু আগ্রহ সহকারে আলাপ-পরিচয় করিতে লাগিলেন। আমার সঙ্কল্পের কথা খুলিয়া বলায়, ফাড্‌নিস্ অফিসার বলিলেন,—"এ বিষয়ে আপনাকে সহায়তা দিতে আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিব। আমি মুলুকগিরি দপ্তর অনুসন্ধান করিব। আর মেড়েল-গৃহরক্ষিত টঙ্কারা-সংক্রান্ত কাগজপত্রও ভালরূপে খুঁজিয়া দেখিবার বন্দোবস্ত করিতে সচেষ্ট রহিব, সম্ভবতঃ দুই তিন সপ্তাহের ভিতরে আমার অনুসন্ধানের ফলাফল আপনি জানিতে পারিবেন।" এই বলিয়া তিনি আহম্মদাবাদের ঠিকানাটি লিখিয়া লইলেন। আমি সেইদিন বৈকালের ট্রেণেই আহম্মদাবাদে ফিরিয়া আসিলাম এবং ফাড্‌নিস্ অফিসারের পত্রের প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া রহিলাম। কএক দিবস পরে ফাড্‌নিস্ আফিস হইতে এই পত্রখানি আসিল।

Baroda

17-4-12.

Dear Sir

I am sorry to say that the information you wanted regarding the parentage of swami Daya-

nand is not forth-coming from the Mulukgiri records of my office. Mr Jadhava has gone through the papers but found nothing of the nature you require. As for the records of Mr Mairal, the young man reported that the records of that period must have been destroyed as nothing but some account books are found. In the accounts there is one amount received from Hanumanto Rao Jamedar. This is the only mention of Hanumanto Rao. The other name does not occur at all. I am sorry your efforts have failed in this way, but there is no help.

With regards

yours Sincerly

(Sd) R. S. Dhond.

ঐ পত্রখানির মর্ম্ম এই যে,—"আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বামী দয়ানন্দের পিতার সম্পর্কে আপনি যে সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমার আফিসে রক্ষিত মুলুকগিরি-কাগজপত্র হইতে কিছুই পাইলাম না। এ বিষয়ে মিষ্টার যাদব, মুলুকগিরি দপ্তরের সমস্ত কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়াও, আপনি যাহা জানিতে চাহেন, তাহা খুঁজিয়া পান নাই। মেড়েলগৃহ-সংরক্ষিত কাগজপত্র আলোচনা পূর্ব্বক সেই যুবকটিও জানাইয়াছেন যে, ঐ সময়কার কাগজপত্র নিশ্চয়ই নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি কএকখানি হিসাবের খাতা ছাড়া অপর কিছুই খুঁজিয়া পান নাই। ঐ সকল হিসাব-বহির এক স্থানে কেবল

এই কথাটি উল্লিখিত আছে যে, হনুমন্ত রাও জমাদারের নিকট হইতে এত টাকা পাওয়া গেল। আর কেবল ঐ একস্থানেই হনুমন্ত রাও জমাদারের উল্লেখ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অপর কাহারও নাম পাওয়া যায় না।”

ফাড়্‌নিস্‌ অফিসার যদিও ঐ পত্রে লিখিয়াছেন যে, “মেড়েলগৃহ-রক্ষিত “ঐ সময়কার কাগজপত্র নিশ্চয়ই নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে”, তথাপি উপস্থিত বিষয়ে আমি মনকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না,—টঙ্কারা-সম্বন্ধীয় খাতাপত্র অনুসন্ধানের ইচ্ছাকে কিছুতেই বিসর্জ্জন করিতে পারিলাম না,—কর্শনজী ত্রিবারির বিশেষ কথা জানিবার উদ্দেশে ভাউর সাময়িক কাগজ-পত্র দেখিবার সংকল্প কিছুতেই বিদূরিত হইল না। বার বার তিনবার নিষ্ফল হইলেও আর একবার চেষ্টা করিতে উৎসুক হইয়া উঠিলাম।

দয়ানন্দের জন্মভূম্যাদির সংবাদ সুনিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হইবার সংকল্পে আর একবার বা শেষবার কাঠিবার যাত্রা করা উচিত, এই স্থির করিয়া কাশী হইতে লক্ষ্ণৌ ও কিষণগড় প্রভৃতি হইয়া ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আহম্মদাবাদে আসিয়া পঁহুছিলাম। এবারেও আহম্মদাবাদের প্রবাস দীর্ঘ হইয়া পড়িল। সুতরাং একবার বড়োদায় যাইয়া ঐ বিষয়টার শেষ প্রযত্ন করা আবশ্যক, এই চিন্তায় বিচলিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু এবারে বড়োদায় যাইয়া সাধারণভাবে চেষ্টা করিলে চলিবে না,—এবারে একটু বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, বড়োদায় গিয়া কাহাকে ধরি,—রাজপদারূঢ় এমন কোন শক্তি-সম্পন্ন লোকের আশ্রয় লই, যিনি উল্লিখিত বিষয়ে আমাকে

যথাশক্তি সহায়তা দিবেন এবং যাঁহার চেষ্টা অব্যাহত রহিয়া সফলতা-প্রাপ্তি সম্ভবপর করিয়া তুলিবে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে সংগৃহীত পরিচয়পত্ররাশি খুঁজিতে আরম্ভ করিলাম, এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি পলিটিকেল সেক্রেটেরি শ্রীমান্ হট্‌সনের লিখিত ও শ্রীমান্ সিডন্ সাহেবের নামীয় একখানি পত্র পাইলাম। শ্রীমান্ সিডন্ একজন সিভিলিয়ান্,—গাইকোয়াড় রাজের সহায়তার্থ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি বড়োদায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। সিডন্ বড়োদায় বহু বৎসর কাল সেটেলমেণ্ট অফিসার ছিলেন, এবং কিছুকাল তথায় অস্থায়িভাবে দেওয়ানের কার্য্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বড়োদায় কি ভাবে আছেন, অথবা বড়োদায় আছেন কি না, ইহার কিছুই আমি জানি না। এইজন্য টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়া আফিস কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বোম্বাই ডাইরেক্টরি" নামক পুস্তক আনাইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলাম,—শেষে দেখিলাম, সিডন্ এক্ষণে পুনায় সেটেলমেণ্ট কমিসনারের পদে নিয়োজিত। কিন্তু তাহা হইলেও, তিনি বড়োদায় কোন উচ্চপদারূঢ় রাজকর্ম্মচারীর নামে কিংবা স্বয়ং বড়োদাপতির নামেও অনায়াসে আমাকে পত্র দিতে পারেন। এই বিবেচনা করিয়া সিডন্‌কে পুনার ঠিকানায় একখানি পত্র পাঠাইলাম, এবং সেই পত্রের সঙ্গে হট্‌সনের লিখিত পত্রখানিও পাঠাইয়া দিলাম। কএকদিন পরেই সিডনের নিকট হইতে নিম্নলিখিত উত্তর আসিয়া পঁহুছিল।

Camp 16 Nov. 1914.

Dear sir,

I send you an introduction to the Amatya at

Baroda. Who is a friend of mine, and will, I am sure, give you any help that is possible.

Yours faithfully

(Sd.) C. R. Seddon.

ঐ পত্রখানির ভাব এই যে,—"বড়োদারাজের অমাত্য আমার একজন বন্ধু, আমি তাঁহার নামে একখানি পরিচয়পত্র পাঠাইলাম। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, তিনি আপনাকে সম্ভবপর যথাশক্তি সাহায্য দিবেন"।

অমাত্যের নামীয় পত্র লইয়া দুই তিন দিন পরে বড়োদায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। অমাত্যের সহিত সাক্ষাৎ ও বার্ত্তালাপ। সিডেন সাহেবের পত্র পাইয়া কিছু আগ্রহ সহকারে কথাবার্ত্তা বলিয়া তিনি ইংলিস আফিসের ম্যানেজার রাও বাহাদুর লছ্মী-লাল দৌলতরামকে ডাকাইলেন, এবং মেড়েল-গৃহসংরক্ষিত টঙ্কারা-সংক্রান্ত কাগজপত্র অনুসন্ধান পূর্ব্বক আমার জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। ম্যানেজার মহাশয় তাঁহার আফিসে আমাকে লইয়া গিয়া ও সম্মুখে বসাইয়া অবি-লম্বেই অমাত্য বাহাদুরের উল্লিখিত হুকুম জারি করিয়া দিলেন, এবং আমার ঠিকানাটি লিখিয়া লইয়া বলিলেন,—"যথাকালে আপনাকে সংবাদ জানাইব।"

পরদিন প্রাতেই বড়োদা ছাড়িয়া আহম্মদাবাদে আসিলাম, এবং দুই চারি দিবস পরেই আহম্মদাবাদ হইতে কাঠিবাড়ে যাত্রা করিলাম। কাঠিবাড়ের কার্য্য শেষ করিতে প্রায় দুই মাস অতীত হইল। ইহার ভিতর পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য রাও বাহাদুর লছ্মীলালকে মাঝে মাঝে পত্র লিখিতে

লাগিলাম। কাঠিবাড়ের কার্য্য সমাপ্ত হইলে, পুনরায় আহম্মদাবাদে আসিলাম, এবং কতিপয় দিবস পরে বড়োদার ইংলিস আফিস হইতে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি পাইলাম।

Huzur English Office.

Baroda, 22 nd. January, 1915.

To Devendra Nath Mukherji Esq.

Dear sir,

With reference to your two letters dated the 15th ultimo and the 7th instant, I am directed by His Excellencey the Amatya saheb to inform you that although a thorough search was made in the records of the late Gopalrao Myral at Baroda concerning the existence of a man named Trivadi Karsanji Lalji at the village of Tankara under Morvi, no trace whatever has been found therein.

Yours trully

(Sd.) Laxmilal Dowlatram

Manager.

ঐ পত্রের অভিপ্রায় এই যে,—"হিজ্ এক্সেলেন্সি অমাত্য বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে, টঙ্কারার ত্রিবারি কর্শনজী লালজীর সম্পর্কে বড়োদার স্বর্গীয় গোপালরাও মেড়েলের পুরাতন খাতাপত্র সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কোন সংবাদই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।"

এইরূপে চতুর্থ বারের চেষ্টাও নিষ্ফল হইল। ভূতগ্রস্ত

লোকের ভূত যেমন সহজে ছাড়ে না,—চিকিৎসক আসিয়া বারংবার মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিলেও ভূত যেমন কিছুতেই নামে না; পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ-প্রযত্ন হইয়াও সেইরূপ আমার দয়ানন্দ-গ্রস্ত মস্তিষ্ক হইতেও তদীয় পিতা কর্শনজী ত্রিবারির কথা কিছুতেই বিদূরিত হইতেছে না। কিন্তু ঐ বিষয়ে আর কত চেষ্টা করিব? টঙ্কারা-সম্বন্ধীয় কাগজপত্র হইতে কর্শনজী ত্রিবারি বিষয়ক কোন একটা বিশেষ কথা বা কোন একটা লিখিত প্রমাণ সংগ্রহের নিমিত্ত আর কিরূপে যত্নপর হইব? বড়োদার দেওয়ান ও অমাত্য প্রভৃতি প্রবল প্রভাবশালী রাজকর্ম্মচারিবর্গের চেষ্টাতেও যখন উহা সিদ্ধ হইল না,—ফাড্‌নিস্ আফিসে বারংবার চেষ্টা করিয়াও যখন উহার কোন সন্ধানই করিতে পারিলাম না, তখন প্রাগুক্ত ফাড্‌নিস্ অফিসার ঢণ্ড-মহোদয়ের কথাটিই, অর্থাৎ "ঐ সময়কার কাগজপত্র নিশ্চয়ই নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে," সত্য বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল; সুতরাং ঐ সঙ্কল্পটিকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিলাম। ফলতঃ বড়োদায় ফাড নিস্ আফিসে বা মেড়েলগৃহে কর্শনজী সম্পর্কীয় টঙ্কারার খাতাপত্র পর্য্যালোচনার চেষ্টাই যে, আমার একমাত্র চেষ্টা নহে, এ কথা বলা আবশ্যক। কএক বৎসর পূর্ব্বে, এ সম্বন্ধে আমি কাঠিবাড়ের এজেন্সি আফিসেও একবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৯৯ সংবতে টঙ্কারা তালুকা কিছুদিনের জন্য এজেন্সি কর্ত্তৃক জপ্তি হইয়াছিল, এবং উহার রাজস্বাদি সংগ্রহের নিমিত্ত এজেন্সি মঙ্গলজী গৌরীশঙ্কর নামক একজন নাগরকে জপ্তি অফিসার নিযুক্ত করিয়াছিল। ঐ মঙ্গলজী গৌরীশঙ্কর মর্ত্তির একখানি ইতিহাস বা বিবরণ-পুস্তক

যে লিখিয়া গিয়াছেন, এ কথাটি রাজকোটে থাকিবার সময়ে কএকবারই শুনিয়াছিলাম। আর ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, ঐ বিবরণ-পুস্তক মুদ্রিত না হইয়া, পাণ্ডুলিপির আকারে যেমন মর্ভির ষ্টেটদপ্তরে,তেমনই কাঠিবাড় এজেন্সি আফিসের লাইব্রেরীতে এক এক খণ্ড রক্ষিত হইতেছে। উহা যখন মর্ভির একখানি ইতিহাস,—বিশেষতঃ টঙ্কারার জপ্তি-অফিসার কর্ত্তৃকই উহা সঙ্কলিত, তখন টঙ্কারার কথা এবং সেই সূত্রে টঙ্কারার জমেদার কর্শনজী ত্রিবারির কথা উহাতে উল্লিখিত থাকা খুবই সম্ভবপর, এই বিবেচনা করিয়া ঐ পাণ্ডুলিপিখানি একবার দেখিবার জন্য বহুবার উৎসুক হইয়াছিলাম ; কিন্তু সে পক্ষে এতকাল কোন সুযোগই ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন রাজকোটে আসিয়াছিলাম, তখন কাঠিবাড়ের এজেণ্ট সাহেব শ্রীমান্ ই, ম্যাকনকির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ কথাটি উত্থাপিত করায়, তিনি তাঁহার নামে একখানি আবেদনপত্র পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে মঙ্গলজী-সঙ্কলিত মর্ভির ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি দেখিবার অভিপ্রায়ে ম্যাকনকির সমীপে এক আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছিলাম। কএক দিবস পরে সেই আবেদন-পত্রের উত্তরে এজেন্সি আফিস হইতে নিম্ন-প্রকাশিত পত্রখানি পাইয়াছিলাম। উহা এই :—

No. 385 of 1911.

Kathiawar political Agency ;

Rajkot, 21 st. January 1911.

Memorandum :

With reference to his application dated the

2nd instant, Mr. Debendranath Mukerji is informed that there is an account in vernacular of Morvi submitted by Mr. Mangalji Gourishankar in A. D. 1843. It contains information as to how the Morvi state was founded and the names of chiefs who ruled over it. It contains information about Tankara. There are also revenue accounts of the Morvi state of the attachment period from A. D. 1841 to 1846 which contain some names of clerks etc, under Mr. Mangalji but they give no information as to who was the Vahivatdar or revenue collector of Tankara. However if he can find out the name of the father of the late Swami Dayanand Saraswaty from among the clerks mentiored in the accounts, he will be shown them when he calls himself at the office of the Agent to the Governor.

By Order

(Sd.) H. S. strong.

(Captain.)

Personal Assistant to the

Agent to the Governor

Kathiwar.

উল্লিখিত ইংরাজি পত্রখানির সার অভিপ্রায় এই,—"গত ২রা

জানুয়ারি তারিখে যে আবেদন করিয়াছেন, তাহার উত্তরে মিষ্টার দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জিকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীমান্ মঙ্গলজী গৌরীশঙ্কর দেশীয় ভাষায় লিখিত যে মর্ভি-ইতিহাস, এজেন্সির নিকট অর্পিত করিয়াছিলেন, তাহা এখানে রহিয়াছে। মর্ভিরাজ্য প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত এবং উহার রাজগণের আনুপূর্ব্বিক বিবরণাদি সমেত টঙ্কারার কিছু কিছু সংবাদও উহাতে বর্ণিত হইয়াছে। জপ্তিকালে, অর্থাৎ ১৮৪১ হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মর্ভির রাজস্বের হিসাব এবং সেই হিসাবে মঙ্গলজীর অধীনে কতকগুলি ক্লার্কের উল্লেখও উহাতে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন টঙ্কারার বেভটদার বা রাজস্ব-সংগ্রহকারের সম্বন্ধে কোন কথাই ঐ ইতিহাসে উল্লিখিত হয় নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত হিসাব-পত্রোল্লিখিত ক্লার্কদিগের নামাবলীর মধ্যে যদি তিনি কোন ব্যক্তিকে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর পিতা বলিয়া খুঁজিয়া পান, তাহা হইলে যখনই তিনি এজেন্সি আফিসে আসিয়া ঐ ক্লার্কদিগের নামাবলী দেখিতে চাহিবেন, তখনই তাঁহাকে উহা দেখান হইবে।”

ঐ পত্র-প্রাপ্তির পর এক দিবস এজেন্সি আফিসে গিয়া ঐ ক্লার্কদিগের নামতালিকা দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু উহা আমার প্রয়োজন-সিদ্ধির পক্ষে কোন অংশেই যে অনুকূল নহে বা হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং কর্শনজী ত্রিবারির রাজকর্ম্মচারিত্ব বা টঙ্কারার জমেদারিত্ব সম্পর্কে টঙ্কারার খাতাপত্র হইতে কোন একটা লিখিত প্রমাণ প্রাপ্তির বিষয়ে আম্রেলির বিঠলরাও দেবাজীর দপ্তরে, বড়োদার “কাঠিবাড় দেওয়ানজীর” বাড়ীতে, মেড়েল-গৃহে, এবং ফাড়্নিস আফিসে চেষ্টা করিয়া যেমন ব্যর্থমনোরথ হইতে হইল; কাঠিবাড় এজেন্সিতে মঙ্গলজী-

সংকলিত মর্ভির ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াও তেমনই বিফল-প্রযত্ন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও আমি সে জন্য দুঃখিত নহি। যেহেতু, কি ইতিহাস-সংসৃষ্ট, কি জীবনচরিত-সংপৃক্ত কোন একটি ঘটনার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, উপর্য্যুপরি অনুসন্ধান, এবং বহুকাল-ব্যাপিনী গবেষণার নিতান্ত প্রয়োজন। ধূলি-কঙ্করাদি আবর্জ্জনা-মিশ্রিত শস্যরাশি হইতে খাঁটি শস্যগুলি বাহির করিয়া লইতে হইলে, সূক্ষ্ম বা সুচ্ছিদ্র-সম্পন্ন চালনীর দ্বারা ঐ শস্যসমূহ চালিয়া লওয়া যেমন আবশ্যক, কোন ঐতিহাসিক বা চারিত্রিক ঘটনার যথার্থতা-নিরূপণ পক্ষে গবেষণার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর চালনীর প্রয়োগ করাও তেমনই কর্ত্তব্য। এতদ্দেশীয় লেখকদিগের ভিতরে অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তির বিকাশ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, বিষয়-বিশেষের যাথার্থ্য নির্দ্ধারণকল্পে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন না, কিংবা গবেষণার তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া বিশ্লেষণকার্য্যেও অগ্রসর হয়েন না। এই হেতু এতদ্দেশের কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব, কি চারিত্রিক বৃত্তান্ত অনেক স্থলেই সত্যের নির্ম্মল প্রভায় যেমন প্রভান্বিত নহে, প্রমাণের দৃঢ়তর ভিত্তির উপরেও তেমনই প্রতিষ্ঠিত নহে। ঐতিহাসিক বা চরিত-লেখকদিগের পক্ষে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সত্যের দুরারোহ শৃঙ্গে আসিয়া পঁহুছিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গবেষণার উজ্জ্বলতর আলোক হস্তে লইয়া তাঁহাদিগকে সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিতেই হইবে। ইয়োরোপীয়দিগের চরিত্রে গবেষণা-বৃত্তি সাতিশয় বিকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন,—

একই বিষয় লইয়া গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রচারিত করিতেছেন! কেবল এক খ্রীষ্টকে লইয়াই এক ইংরাজি ভাষাতে কতগুলি জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে! কেবল এক গিবন-কৃত "রোম" লইয়াই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী তুষ্ট নহেন—কেবল এক হালামের "মধ্যযুগ" লইয়াই ইয়োরোপ তৃপ্ত নহেন। হালামের পর কত গ্রন্থকারই না মধ্যযুগের ইতিহাস প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আর এতদ্দেশের অবস্থা কি? এক স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস ভিন্ন সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে অন্য ইতিহাস আজিও প্রকাশিত হইল না। মনীষী অক্ষয়কুমার-সঙ্কলিত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ভিন্ন ঐ বিষয়ে আর কোন দ্বিতীয় পুস্তক আজিও দৃষ্টিপথে আসিল না। যাহা হউক, অনুসন্ধানের অবিশ্রান্ত স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে না পারিলে,—গবেষণার আলোকে যতদূর যাইতে পারা যায়, ততদূরে যাইয়া না পঁহুছিলে, সত্যভূমির সন্ধান কিছুতেই করিতে পারিবে না। এ বিষয়ে একজন ইতিহাসপ্রিয় চিন্তাশীল বাঙ্গালী যথার্থই বলিয়াছেন যে—"যদি ইতিহাসে কোন পক্ষ প্রথমে একতরফা ডিক্রী পান, তবে তাহা একদিন আপ্‌সেট হইবেই হইবে, কারণ, জগতের জ্ঞানের আদালতে আপীল কখন তমেয়াদি দোষে দূষিত হয় না; শত শত বৎসর পরেও অন্যায় মতের বিরুদ্ধে নালিস করা চলে; আপীলের চূড়ান্ত সীমা সত্য-নির্দ্ধারণ পর্য্যন্ত গিয়া তবে থামে।" *

সত্যতা নির্ণয়কল্পে গবেষণার পুনঃ পুনঃ পরিচালনা যেমন আবশ্যক, ঘটনাবিশেষকে উজ্জ্বলতর মূর্ত্তিতে লোকসমক্ষে ধরিতে হইলে বা উহাকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া

* প্রবাসী ১৩২২ সাল, বৈশাখ, ২৯ পৃষ্ঠা।

তুলিতে চাহিলেও, অনুসন্ধান-কার্য্যে তেমনই বারংবার ব্যাপৃত হওয়ার প্রয়োজন। কোন একটি বিষয় বা ঘটনার উপরে নানা-দিকের আলোকপাত করিতে না পারিলে, উহা যেরূপ স্ফুটতর বা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে না, সেইরূপ উহার অনুকূলে একাধিক প্রমাণ সংগৃহীত করিতে না পারিলেও উহাকে দৃঢ়তর ভূমির উপর স্থাপিত করা যায় না। কিন্তু কি নানাদিকের আলোক-মালার সম্পাত, কি একাধিক প্রমাণের সংকলন সমস্তই সবিশেষ গবেষণা-সাপেক্ষ। যাহা হউক, কর্শনজী ত্রিবারি স্বয়ং দয়ানন্দ কর্ত্তৃক "ফৌজদার এবং রাজস্ব-সংগ্রহকার" বলিয়া বর্ণিত হইলেও—এক কথায় তিনি টঙ্কারার জমেদার থাকিলেও, তাঁহার সম্বন্ধে অধিকতর প্রমাণ সংগ্রহপক্ষে বহু দিন ধরিয়া বহুবার চেষ্টা করিয়াও যে কোন নীতি বা ন্যায়-বহির্ভূত কার্য্য করি নাই,—পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক নীতিরই সম্পূর্ণ সম্মানরক্ষা করিয়া আসিয়াছি, এ বিষয়ে বোধ হয়, আমাকে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না।

ত্রিবারি কর্শনজী একজন রাজকীয় কর্ম্মচারী বা দরবার-সংসৃষ্ট লোক ছিলেন, সে পক্ষে আরও দুই একটি প্রমাণ উপস্থিত করিব।

১৮৬৯ সংবতের সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসে টঙ্কারা তালুকার অধীন কাগর্দ্রি গ্রামে মালিয়া হইতে কতকগুলি মিয়ানা আসিয়া লুঠপাট ও নানা প্রকারের অত্যাচার করিতে থাকে। ঐ মিয়ানা-ঘটিত বিদ্রোহ নিবারণের জন্য টঙ্কারা হইতে ফৌজদার নাগর নির্ভয়-শঙ্কর ও কর্শনজী ত্রিবারি কাগর্দ্রিতে গমন করেন। দুর্ব্বৃত্ত মিয়ানাগণ নির্ভয়-শঙ্করকে এরূপ গুরুতর ভাবে প্রহারিত করে যে, দুই তিন দিবস পরেই তাঁহার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটে; আর কর্শনজীকে

মিয়ানাগণ আক্রান্ত করিয়া মালিয়াতে লইয়া যায় এবং সেখানে কিয়দ্দিবস কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়।

কর্শনজী যখন ফৌজদার নির্ভয়শঙ্করের সঙ্গে একত্র হইয়া উল্লিখিত বিদ্রোহ-দমনার্থ কাগদ্রিতে গমন করিয়াছিলেন, তখন অনুমিত হইতেছে যে, হয় কর্শনজী ত্রিবারি ফৌজদার অপেক্ষা উচ্চতর পদারূঢ় ব্যক্তি ছিলেন, নয় তিনি নিজেই ফৌজদার ছিলেন, আর নির্ভয়শঙ্কর তাঁহার সহকারিরূপে কার্য্য করিতেন, অথবা দরবারের অধীনে টঙ্কারা তালুকাতে অপর কোন পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। নচেৎ মিয়ানা-ঘটিত বিদ্রোহ-নিবারণার্থ নির্ভয়শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কাগদ্রিতে যাইবার প্রয়োজন কি ছিল। দ্বিতীয়তঃ ঐ ঘটনাটি দ্বারা কর্শনজীর রাজকর্ম্মচারিত্ব বা সম্ভ্রমশালিত্বও প্রমাণিত হইতেছে। কারণ, পূর্ব্বকালে, অর্থাৎ ১৮০৭।৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়াকার-কৃত জমাবন্দী বন্দোবস্ত কাঠিবাড়ে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এবং কিছুকাল পরেও, মালিয়া রাজ্যের সহিত মভিরাজ্যের ঘোরতর শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। মভিরাজ যেরূপ মালিয়া-রাজকে অবমানিত করিবার চেষ্টা করিতেন, মালিয়া-রাজও সেইরূপ মভি-রাজকে অপদস্থ করিতে যত্নপর থাকিতেন। * শত্রুতা বা বিবাদ কেবল রাজায় রাজায় ছিল না,—উহা ক্রমে রাজা হইতে রাজ-কর্ম্ম-চারীতে ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিতে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল। মভির বড় বড় রাজকর্ম্মচারিগণ যেমন মালিয়ার লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মালিয়াতে আনীত হইয়া অবরুদ্ধ থাকিতেন, মালিয়ার রাজ-

* মভিরাজ ঠাকুর পৃথ্বীরাজজী মালিয়ারাজ ডোসাজীকে একবার মভিতে আনয়ন পূর্ব্বক কিয়দ্দিবস কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কর্ম্মচারী এবং বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও সেইরূপ মর্ভি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মর্ভিতে আনীত হইয়া কিছু কাল বন্দিভাবে কালাতিপাত করিতেন। সুতরাং ত্রিবারি কর্শনজীর কাগর্দ্রিতে গিয়া মালিয়ার মিয়ানাগণ কর্তৃক ধৃত হওন এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃক মালিয়াতে নীত হইয়া কিছু দিবস তথায় বন্দীর ভাবে যাপনরূপ ঘটনাটি স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিতেছে যে, কর্শনজী মর্ভি-রাজ্যের একজন রাজকর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

কাগর্দ্রি-ঘটিত উল্লিখিত ব্যাপারটির সংবাদ জনৈক বিশ্বস্ত ও মর্ভির ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেও, এবং সংবাদদাতা উহা মর্ভির পুরাতন কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত করিয়া আনিলেও, ফলতঃ উহা একটি লিখিত প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিলেও, ঐ সম্বন্ধে অধিকতর প্রমাণ সংকলনের নিমিত্ত আমি ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঘটনাবিশেষকে স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে হইলে, তদুপরি বিভিন্ন স্থানাগত আলোকপাতের প্রয়োজন। এই হেতু প্রথমতঃ কাঠিবাড় এজেন্সির কাগজপত্রের মধ্যে উহার কোন নির্দ্দেশ আছে কিনা, ইহা দেখিবার সঙ্কল্পে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজকোটে যাইয়া শ্রীমান্ স্লেডনের সহিত পরিচিত হই এবং তাঁহার নিকটে ঐ কথাটি উত্থাপিত করি। উহার উত্তরে এজেণ্ট স্লেডন্ মহোদয় বলিলেন,—"কাগর্দ্রির পূর্ব্বোক্ত ঘটনা-সংক্রান্ত কাগজপত্র আমার আফিসে পাইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কাঠিবাড়ে এজেন্সি স্থাপিত, আর কাগর্দ্রির ঐ ঘটনাটি ১৮৬৯ সংবতে বা ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত। আপনি এজন্য মর্ভিতে যাইয়া মর্ভির ষ্টেট্ দপ্তরে অনুসন্ধান করিলে উহা পাইতে পারেন, এই

উদ্দেশ্যে আপনি যদি মর্ভি যাইতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলে আমি মর্ভির ঠাকুর সাহেবকে পত্র লিখিতে পারি।" আমি দেখিলাম, ঐ সম্বন্ধীয় খাতাপত্র যখন এজেন্সি আফিসে পাওয়া সম্ভবপর নহে, তখন মর্ভিতে যাইয়া অধিকতর প্রমাণ সংগ্রহের জন্য একবার চেষ্টা করায় দোষ কি। এই ভাবিয়া এজেণ্ট সাহেবকে বলিলাম,—"আমি তাহাই করিব এবং মর্ভিরাজের নামে আপনার পত্র পাইলে বাধিত হইব।" তদুত্তরে এজেণ্ট বলিলেন,—"পত্র লিখিয়া আপনার নিকট বৈকালে পাঠাইয়া দিব।" বাসায় ফিরিয়া আসিলাম এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এজেণ্ট সাহেবের প্রেরিত পত্রখানি পাইলাম। সে পত্রখানি এই ;—

[Agent to the Governor, Kathiawar,]

The Residency
Rajkote
14th Dec 1914.

Dear Sir Waghji.

I believe that 3 or 4 years ago, Mr Debendra Nath Mukherji, a Bengali gentleman and writer, who has gained a reputation for his historical and philosophical works received a letter of introduction from one of my predecessors. He is compiling a critical biography of the late swami Dayanand who was born in Tankara in the Morvi state. You will see from the enclosed copy of a letter to me the particular information which he is anxious to secure. My records do not contain it. It seems

probable that the information may be found among the old papers in your record room, if you would kindly interest yourself in the matter. He also wishes to go to Tankara and make enqueries there. His object is purely literary, and I think he deserves your encouragement and I hope you may see your way to give him assistance

Yours sincerely
(Sd) J. Sladen,

His Highness Sir Waghji Bahadur. G. C. I. E.

উল্লিখিত পত্রখানি লইয়া মর্ভি যাত্রা করিলাম। দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্মস্থানাদি অনুসন্ধান বিষয়ে ইহা আমার চতুর্থ যাত্রা। মর্ভিতে পঁহুছিয়া প্রথমতঃ দেওয়ান সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাঁহারই হস্তেই মর্ভিরাজের নামীয় পত্রখানি দিয়া আমার আগমন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। দেওয়ানজি বলিলেন,—"দরবারের অভিপ্রায় আপনাকে জানাইব।"

মর্ভিরাজ অন্যান্য বারে আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য যে, উপস্থিত বারেও সেইরূপ করিলেন,—অর্থাৎ অন্যান্য বারে তিনি যেমন আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, এই বারেও সেরূপ করিলেন না। আমি একজন বাঙ্গালী,—সুদূর বঙ্গভূমি হইতে বার বার চারিবার মর্ভিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, অথচ মর্ভিপতি, একবারও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার সহিত বার্ত্তালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না। ইহা নিশ্চয় যে, নিজের কোন স্বার্থ-সিদ্ধির সঙ্কল্পে

আমি বারংবার মর্ভিতে যাতায়াত করিতেছি না,—যাঁহার জন্ম-গ্রহণে মর্ভি চিরস্মরণীয় হইয়াছে,—যাঁহার সমাগমে কাঠিবাড় ধন্য হইয়াছে,—যাঁহার শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত আর্য্যাবর্ত্তে নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে, তাঁহারই জন্য—তাঁহারই জন্মস্থানাদি জানিবার অভিপ্রায়ে উপর্য্যপরি চারিবার মর্ভিতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, অথচ মর্ভিরাজ একবারও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় পাইলেন না। আর এক কথা,—আমি যতবারই মর্ভিতে গিয়াছি, ততবারই মর্ভিরাজের নামে হয় এজেণ্ট সাহেবের, নয় তৎসদৃশ কোন উচ্চপদারূঢ় রাজপুরুষের পরিচয়-পত্র লইয়া গিয়াছি, তথাপি তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত মনে করিলেন না। লোকমুখে শুনিতে পাই যে, মর্ভিরাজ স্বামী দয়ানন্দের প্রতি না কি সাতিশয় শ্রদ্ধাবান্, এবং দয়ানন্দ তাঁহার রাজ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে নাকি অত্যন্ত গৌরবান্বিতও মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা, এবং যাঁহার জন্য তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, আমি তাঁহারই জন্য তাঁহারই কথা লইয়া চতুর্থ বার মর্ভিতে আসিলাম; অথচ দশ মিনিটের নিমিত্তও আমার সহিত দুটা কথা বলিয়া তিনি দয়ানন্দের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেও পারিলেন না। বস্তুতঃই মর্ভিরাজ স্বামী দয়ানন্দের প্রতি কি শ্রদ্ধাবান্? যাহা হউক, মর্ভির বর্ত্তমান অধীশ্বর যে একটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এরূপ প্রকৃতির না হইলে, যে রাজ্যের আয় এক সময়ে দেড় লক্ষ টাকা * ছিল,

* Captain Barr's Report on Kathiawar submitted to the government of Bombay on the 37th August 1854.

সে রাজ্যের আয় এখন প্রায় পনর লক্ষ টাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। * দুর্ব্বলের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল সময়ের রাজা এবং দেশাধিপতিবর্গের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান মর্ভিপতি যে, সে বিষয়ে কিছু বিশেষ, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কাঠিবাড়বাসী লোকদিগের অন্তঃকরণ হইতে স্বাধীন বিচার ও স্বাধীন চিন্তা যদি বিসর্জ্জিত হইয়া না যাইত,—মানসিক বল-বীর্য্যে কাঠি-বাড় যদি সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে শ্রীমান্ বাঘজীর প্রকৃতিগত অদ্ভুতত্ব কথনই এতটা পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিত না।

যাহা হউক, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দয়ানন্দের বিষয়ে বার্ত্তালাপ না করিলেও, অনুসন্ধান-কার্য্যে তিনি কিন্তু প্রত্যেক বারেই কিছু না কিছু সহায়তা দিয়াছেন। সুতরাং এবারেও সহায়তা-দানে তিনি সঙ্কুচিত হইলেন না। দেওয়ানজীর সহিত দেখা করার কএক দিন পরেই শুনা গেল যে, কাগর্দ্রি-ঘটিত উল্লিখিত ব্যাপারের অনুসন্ধানার্থ তিনি প্রধান দপ্তর-দারকে হুকুম দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া একদিন মর্ভির সেক্রেটেরিয়েট আফিসে গেলাম, দপ্তরদারের সহিত দেখা করিলাম, তিনি বলিলেন,—"কাল সমস্ত দিনই পুরাতন কাগজপত্র খুঁজিয়াছি, কিন্তু কাগর্দ্রিসংক্রান্ত উক্ত ব্যাপারের কোন কথাই দেখিতে পাই নাই।" আসল কথা কিন্তু শুনিলাম যে, তিনি

* অবশ্য রেলওয়ের আয় বাদ দিলেও, দেড় লক্ষের স্থানে আট নয় লক্ষ টাকার আয় দাঁড় করান নিশ্চয়ই অদ্ভুত প্রকৃতিত্বের পরিচায়ক বলিতে হইবে।

গত কল্য দুই তিন ঘণ্টা মাত্র সময় অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

অনুসন্ধান-কার্য্যে সাহায্য দিবার জন্য মর্ভিরাজ প্রতি বারেই হুকুম জারি করিয়াছিলেন বটে, প্রতি বারেই হয় টঙ্কারার ফৌজদারকে, নয় বৈভটদারকে তিনি আদেশ দিয়াছিলেন বটে এবং এবারেও তিনি ষ্টেট্ দপ্তরের প্রধান দপ্তরদারকে আদিষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে আদেশ কত দূর মৌখিক বা আন্তরিক, তাহা বলিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, মর্ভিপতি যদি একটু আন্তরিকতার সহিত এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে দয়ানন্দের জন্মস্থানাদি-নিরূপণরূপ দুঃসাধ্য কার্য্যটি সুসাধ্য হইয়া উঠিত—এবং হয়ত প্রথম বারেই আমাকে কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিতে হইত। কএক বৎসর পূর্ব্বে লাহোরে স্থানীয় ধর্ম্মসভা কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে মর্ভিরাজ বলিয়াছিলেন—"দয়ানন্দ আমার রাজ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি, এবং দয়ানন্দের জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগের অনেকে এখনও আমার রাজ্যে চাকুরি করিতেছেন।" এ কথাটা লাহোরের সভাস্থলে দাঁড়াইয়া উল্লেখ করা শ্রীমান্ বাবজীর পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বটে, কিন্তু সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক নহে। যেহেতু, বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, স্বামীজীর কোন জ্ঞাতি-কুটুম্বই এক্ষণে মর্ভিরাজের অধীনে চাকুরি করিতেছেন না। জৈন-সমাজের প্রতি মর্ভিরাজ যেরূপ অনুরাগ-পরায়ণ, খাওয়াস্ শ্রেণীর * প্রতি তিনি

* খাওয়াস এক শ্রেণির কদাচারী লোক। উহারা বংশপরম্পরাক্রমে কাঠিবাড় রাজগণের পরিচারক ও পরিচারিকার কার্য্য করিয়া থাকে। খাওয়াস-

যেরূপ প্রীতিমান্, তাহার চতুর্থাংশ অনুরাগ এবং প্রীতি যদি স্বামী দয়ানন্দের প্রতি থাকিত, তাহা হইলে দয়ানন্দের জন্মস্থানাদি নির্দ্ধারণ-কার্য্য অনেক দিন পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়া যাইত। ফলতঃ যে কোন উপায়ে হউক, রাজ্যের আয়-বৃদ্ধি এবং অর্থ-সঞ্চয় ব্যতীত অপর কোন চিন্তা বা অন্য কোন কথা মন্ত্রিরাজের শিক্ষালোক-মণ্ডিত চিত্তে কখন স্থান পায় কি না, বলিতে পারি না।

রাশীকৃত কাগজপত্র সম্মুখে লইয়া এবং সেই রাশীকৃত কাগজ-পত্রের এক একটি বাছিয়া—উহার প্রতি পত্রে দৃষ্টি নিয়োজিত রাখিয়া কোন একটি বিশেষ কথা বা বিশেষ প্রমাণ-সঙ্কলনরূপ কার্য্যটি যে কিরূপ ক্লেশদায়ক ও কিরূপ বিরক্তিজনক, তাহা যিনি নিজে কখন করিয়াছেন, তিনি জানেন—অপরে জানেন না। সুতরাং প্রভু আদেশ করিলেই—রাজা হুকুম দিলেই যে দপ্তরদার সে পক্ষে প্রকৃতরূপ মনোযোগী হইয়া কার্য্যটি সিদ্ধ করিবেন, ইহা আমি মনে করি না। কোন পুরাতন রেকর্ড খুঁজিয়া কোন কথা বাহির করা যেমন প্রভুর আদেশের উপর নির্ভর করে, তেমনই উহা কতক পরিমাণে অনুসন্ধানকর্ত্তার প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। মন্ত্রির পূর্ব্বোক্ত দপ্তরদারটি একজন বল্লভ-সম্প্রদায়ভুক্ত লোক। বল্লভ-সম্প্রদায়স্থ লোক যে সকল স্থলেই স্বামী দয়ানন্দের প্রতি একান্ত বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ, তাহা বোধ হয় বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। সুতরাং মন্ত্রির ঐ দপ্তর-দারটি যে আন্তরিকতা সহকারে উপস্থিত বিষয়টি খুঁজিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে লয় না। বিশেষতঃ প্রায় শতাধিক বৎসর

গণ রাজস্থানের দারোগা, উড়িষ্যার সাগরপেসা, এবং পূর্ব্ববঙ্গের গোলাম প্রভৃতির তুল্য শ্রেণীস্থ।

পূর্ব্বে যে ঘটনাটি ঘটিয়া গিয়াছে, পুরাতন রেকর্ড হইতে সে ঘটনাটির বিবরণ বাহির করা একটা সমস্ত দিনের অনুসন্ধানেও যথন সম্ভবপর নহে, তথন ২।৩ দুই তিন ঘণ্টা মাত্র সময়ের অনুসন্ধানে উহা কিরূপে বাহির হইতে পারিবে ? এই হেতু মর্ভিরাজের নামমাত্র আদেশ এবং তন্নিবন্ধন তদীয় দপ্তরদারের নামমাত্র অনুসন্ধান, আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ক হইল না দেখিয়া মর্ভি পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম।

রাজকোটে ফিরিয়া আসিবার পর কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, "কাগর্দ্রি-ঘটিত উল্লিখিত ব্যাপারটির কাগজপত্র বড়োদার রেসিডেন্সিতে পাওয়া গেলেও যাইতে পারে। কারণ, কাঠিবাড় এজেন্সি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কার কাঠিবাড়ের যাবতীয় প্রধান প্রধান ঘটনার কথা বড়োদার রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া তাঁহার আফিসে রক্ষিত হইত।" এই কথা শুনিয়া বড়োদার রেসিডেন্সি-রেকর্ড দেখিবার ইচ্ছা জন্মিল। সে বিষয়েও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না। কারণ, বড়োদার আসিণ্টাণ্ট রেসিডেণ্ট তথাকার রেসিডেন্সির রেকর্ড খুঁজিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "ঐ বিষয়ের কাগজপত্র পাওয়া গেল না।"

সুতরাং কর্শনজী ত্রিবারির সংসৃষ্ট কাগর্দ্রির পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটির সম্বন্ধে কি কাঠিবাড় এজেন্সিতে, কি মর্ভির ষ্টেট-দপ্তরে, কি বড়োদার রেসিডেন্সিতে কোন স্থানেই কোন কথা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। বারংবার চেষ্টা করিয়াও কর্শনজী ত্রিবারির জমেদারিত্ব বা রাজকর্ম্মচারিত্ব বিষয়ে অধিকতর প্রমাণসংকলনে সমর্থ হইলাম না। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে

একজন রাজপদারূঢ় ব্যক্তি ছিলেন, সে বিষয়ে অপর প্রমাণ আমাদিগের হস্তে রহিয়াছে।

রইসালানিবাসী প্রভুরাম অজরামর আচার্য্য বিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। ঐ প্রভুরাম গ্রন্থকারের নিকট বলিয়াছেন,—"কর্শনজী ত্রিবারি দরবারী লোক ছিলেন। তবে তিনি কোন্ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু তিনি যে দরবারী লোক, তাহাতে আর ভুল নাই। কারণ, টঙ্কারার দরবার-গড়ের পশ্চিমাংশে পালিয়ার নিকট এমন একটি স্থান রহিয়াছে,—যে স্থানটি কর্শনজীর ঘোড়া বান্ধিবার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা নিশ্চয় যে, দরবার-গড়ের ভিতরে দরবারী লোক ভিন্ন অন্য লোকের ঘোড়া বান্ধিবার অধিকার নাই, অথবা থাকিতেও পারে না। চলুন, কর্শনজীর ঘোড়া বান্ধিবার ঐ স্থানটি আপনাকে দেখাইয়া আনি।" এতদ্দারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ত্রিবারি কর্শনজী রাজসংসৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষতঃ যে জীবাপুর মহল্লায় কর্শনজী ত্রিবারির বাড়ী ছিল, সে জীবাপুর মহল্লা হইতে তাঁহার ঘোড়া বান্ধিবার ঐ স্থানটি খুব নিকট।

কর্শনজী—শিবভক্ত।

তদীয় পিতার শিব-সেবা ও শিবানুরাগ সম্বন্ধে দয়ানন্দ নিজে তাঁহার স্বলিখিত আত্মচরিতের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে,—"পিতা একজন ঘোরতর শৈব ছিলেন বলিয়া আমাকেও শিবোপাসনায় উপদিষ্ট করিলেন। তদনুসারে দশম বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই পার্থিব পূজা শিক্ষা করি।" অপর এক স্থানে বলিয়াছেন যে,—"যে স্থলে শিবপুরাণ পঠিত এবং ব্যাখ্যাত হইত, পিতা

সেই স্থানেই আমাকে লইয়া যাইতেন। জননীর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি আমাকে প্রতিদিনই শিবপূজা করিতে বলিতেন," ইত্যাদি উক্তির দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, দয়ানন্দের পিতা একজন পরম শিবভক্ত। কুবেরনাথজীর মন্দির- * প্রতিষ্ঠাদ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কর্শনজী ত্রিবারি একজন সাতিশয় শিবনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

কর্শনজী ত্রিবারিই যে কুবেরনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, তাহা নিম্নোদ্ধৃত দানপত্রখানি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। ঐ দানপত্রখানি গুজরাটি ভাষায় লিখিত থাকিলেও, বাঙ্গালী পাঠকদিগের সুবিধার জন্য উহার ইংরাজি অনুবাদটি প্রকাশিত করিলাম। ঐ দানপত্রের লেখক মর্ভির অধীশ্বর স্বয়ং ঠাকুর পৃথ্বীরাজজী।

"Shri Sahi

Jadeja Shri Prithiraj, writes to Trivadi Karsanji Lalji, to wit you have made a temple of Shiva. For the worship thereof Land twelve Bighas is given. You enjoy the Produce of the Land for the time you worship the Shiva. This Land is given to you in charity for the worship. The Darbar has no claim over it. Sambat 1887 Posh, Vadi 14 Wednesday. Record. No 20."

---

* টঙ্কারার "রাজকোট দ্বার" হইতে বাহির হইয়া বামদিকে একটু অগ্রসর হইলে ডেমি নদীর ঘাটের উপর কুবেরনাথজী মহাদেবের মন্দির দৃষ্ট হয়। এক্ষণে কর্শনজীর কন্যার বংশধর পূর্ব্বোক্ত পোপট কল্যাণজী রাওলই ঐ মন্দিরের সেবক।

ইহার মর্ম্ম এই,—"জাড়েজা শ্রীপৃথ্বীরাজ, কর্শনজী লালজী ত্রিবারিকে লিখিতেছেন—তুমি যে শিবমন্দির স্থাপিত করিয়াছ, উহার পূজার নিমিত্ত বার বিঘা জমি প্রদত্ত হইল, তুমি ঐ জমির শস্যাদি, যত দিন শিবের পূজা করিবে, তত দিন ভোগ করিবে। ঐ জমি তোমাকে শিবপূজার নিমিত্ত দান করা হইল, সুতরাং উহার উপর দরবারের কোন দাবি-দাওয়া রহিল না।" ঐ দানপত্রখানি ১৮৮৭ সংবতের পৌষ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন বুধবারে লিখিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, ঠিক ঐ সময়ে বা উহার কিছু দিন পূর্ব্বেই কুবেরনাথজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যদিও ঐ দানপত্রে শিব ও শিবপূজার কথাই লিখিত হইয়াছে এবং বিশেষভাবে কুবেরনাথ-জীর নাম উল্লিখিত হয় নাই, তাহা হইলেও দানপত্রোক্ত "শিব-মন্দির স্থাপিত করিয়াছ" বলিতে কুবেরনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাই বুঝাইবে। যেহেতু, জাড়েজা পৃথ্বীরাজপ্রদত্ত ঐ ভূমি এতাবৎকাল যাঁহারা ভোগদখল করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাই কুবেরনাথ-জীর সেবক এবং পূজারি,—অপরে কেহ নহেন। যাহা হউক, কুবেরনাথজী মহাদেবের পূজার্থ ঐ প্রদত্ত জমি মর্ভির বর্ত্তমান রাজকুলরত্ন শ্রীমান্ বাঘজী কর্ত্তৃক পোপট রাওলদিগের নিকট হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ প্রবাদ। ফলতঃ কর্শনজী ত্রিবারি যে একজন ঘোর শিবভক্ত ও শিবপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাই এখন প্রতিপন্ন হইল।

কর্শনজীর কন্যা বা দয়ানন্দের ভগিনী শ্রীমতী প্রেম বাই বিধবা হইয়া যত দিন জীবিত ছিলেন, এরূপ প্রবাদ যে, তত দিনই তিনি একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে প্রত্যহ কুবেরনাথের সেবাদি করিতেন।

কর্শনজীর পুত্রের গৃহত্যাগী হওন।

এ কথা টঙ্কারায় পরম্পরাসূত্রে প্রচলিত যে, যে ব্রাহ্মণ কুবের-নাথজী মহাদেবের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারই পুত্র গৃহত্যাগী হইয়া গিয়াছিলেন। কুবেরনাথজীর প্রতিষ্ঠাতা যে কর্শনজী ত্রিবারি, তাহা উপরে সপ্রমাণ করা গিয়াছে। সুতরাং কর্শনজীর পুত্রই যে গৃহত্যাগী হইয়া গিয়া পরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক দয়ানন্দ সরস্বতী নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে।

কালিদাস কর্শনজী একজন মৌড় ব্রাহ্মণ—টঙ্কারার অধিবাসী,—সাহুকার বা তেজারতি কারবার করিয়া থাকেন। কালিদাসের মাতা খুব প্রাচীনা জানিয়া তাঁহার নিকটে যাওয়া হইয়াছিল, এবং কর্শনজীর পুত্রের গৃহত্যাগ সম্বন্ধে কিছু জানেন কি না, এ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তদুত্তরে সেই প্রাচীনা স্ত্রীলোকটি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই,—"জীবাপুর মহল্লায় একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ থাকিতেন—যিনি দরবারের চাকর ছিলেন। তাঁহার পুত্র গৃহত্যাগী হইয়া গিয়াছেন এবং তাহা লইয়া টঙ্কারায় গোলযোগ উঠিয়াছে, এই কথা আমার স্বামী একদিন দরবার-গড় হইতে ঘরে আসিয়া বলিলেন। জীবাপুর মহল্লার ঐ ব্রাহ্মণের নাম কি, তাহা জানি না।" জীবাপুর মহল্লায় কর্শনজী ত্রিবারির বাড়ী ছিল এবং তিনি দরবারের চাকরও ছিলেন। সুতরাং এতদ্দ্বারাও ত্রিবারি কর্শনজীর পুত্রের গৃহত্যাগী হইয়া যাওয়া সিদ্ধ হইতেছে।

স্বামী দয়ানন্দ ১৮৮১ সংবতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, আর টঙ্কারাবাসী দেবচাঁদ ভগবান নামক এক বেণিয়ারও ঐ ১৮৮১

সংবতে জন্ম হইয়াছিল। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন দ্বিতীয়বার টঙ্কারা পরিদর্শন করিয়াছিলাম, তখনও দেবচাঁদ বেণিয়া জীবিত ছিল এবং উহার বয়ঃক্রম তখন প্রায় ৯০ নব্বই বৎসর হইয়াছিল। কর্শনজীর ও তৎপুত্রের সংসারত্যাগের কথা জিজ্ঞাসা করায় দেবচাঁদ বলিয়াছেন,—"ভাউর সময়ে ভাউর লোক ও একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর ঘোড়া দরবারগড়ে থাকিত। ঐ ব্রাহ্মণের নাম কর্শনজী ত্রিবারি, তাঁহার দয়ারাম নামে এক পুত্র ছিল, সেই দয়ারাম প্রতিদিন দুইবার দরবারী ঘোড়াকে নদীতে * লইয়া গিয়া জলপান করাইয়া আনিত। দয়ারামকে লোকে "দয়াল দয়াল" বলিত। কিছু দিন পরে শুনিলাম যে, কর্শনজীর সেই পুত্র দয়ারাম সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।" সুতরাং কর্শনজী ত্রিবারির পুত্রই যে সংসারত্যাগী হইয়া গিয়াছিলেন, এ কথা দেবচাঁদের উক্তির দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহা হউক, কর্শনজী লালজী ত্রিবারি যে ব্যাঙ্কার, জমিন্দার, জমেদার, ঘোর শিবভক্ত এবং তাঁহারই এক পুত্র যে গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, তাহা একে একে প্রমাণিত হইল। ফলতঃ দয়ানন্দের স্বলিখিত আত্মচরিতোক্ত নিদর্শন অনুসারে এবং টঙ্কারা-প্রচলিত পরম্পরারূপ প্রমাণ অনুসারেও সিদ্ধ হইল যে, কর্শনজী লালজী ত্রিবারিই দয়ানন্দের পিতা ছিলেন।

---

* ডেমিনদা। উহা এখন শুষ্ক এবং নির্জ্জল হইয়া পড়িলও, সেকালে ডেমির তরঙ্গায়িত বক্ষ ভেদ করিয়া নৌকা সকল যাতায়াত করিত।

দয়ানন্দের আদিনাম কি ছিল।

পণ্ডিত লেখরাম-প্রণীত উর্দ্দু দয়ানন্দ-চরিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, দয়ানন্দের আদিনাম মূলশঙ্কর। এই উক্তির অনুকূলে পণ্ডিতজী একটি প্রমাণও দিয়াছেন। সে প্রমাণটি এইরূপ :—

১৮৭৭ খৃঃ লর্ড লিটনের আমলে দিল্লী নগরে যখন দরবার হইয়াছিল, তখন কাঠিবাড়ের কএকটি রাজা আমন্ত্রিত হইয়া দিল্লীতে আসিয়াছিলেন, এবং স্বামী দয়ানন্দের বাসস্থানের সন্নিকট কোন এক স্থানে তাঁহারা আপনাদের অবস্থিতির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেই কাঠিবাড়-রাজগণ যখনই দয়ানন্দকে দেখিতে আসিতেন, তখনই "মূলশঙ্কর" বলিয়া ডাকিতেন। রাজগণের ঐরূপ ডাক বা আহ্বান, ছলেশ্বরের ঠাকুর মুকুন্দ সিংহ ও ব্যারিষ্টার রামদাস ছবিলদাস প্রভৃতি শুনিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের মুখে পণ্ডিতজী ঐ কথাটি শুনিয়া, স্বীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কাঠিবাড়-রাজগণ কর্ত্তৃক স্বামী দয়ানন্দকে "মূলশঙ্কর" নামে ডাকার কথা শুনিয়া যাঁহারা লেখরামকে সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক রামদাস ছবিলদাস ব্যারিষ্টার ছাড়া অন্য কেহ বোধ হয় এখন জীবিত নাই। আর রামদাস ছবিলদাসও এখনও জীবিত আছেন কি না, বলিতে পারি না। কারণ, প্রায় সাত বৎসর হইতে চলিল, রামদাস ছবিলদাসের সহিত মধ্য-ভারতের নাগপুরে আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। যখন সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তখন ঐ কথাটি বিশেষ-ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ফলতঃ স্বামী

দয়ানন্দ সম্বন্ধে ঐ সময়—১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর তারিখে তিনি যে একটি দীর্ঘ মন্তব্যলিপি আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার এক স্থানে আমার ঐ প্রশ্নটির এই প্রকারে উত্তর দিতেছেন :—

"You want to know whether Dayananda's original name was মূলশঙ্কর. I never heard till I met you that মূলশঙ্কর was his original name. It is absolutely false that I gave out in 1877 on the occasion of the Delhi Darbar মূলশঙ্কর as his original name. I never attended the Darbar of 1877."

ইহার অর্থ এই,—"দয়ানন্দের আদি নাম মূলশঙ্কর কি না, ইহা আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। আপনার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে আমি কখন শুনি নাই যে, দয়ানন্দের আদিনাম মূলশঙ্কর। ইহা একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-দরবারে দয়ানন্দের আদিনাম মূলশঙ্কর, ইহা আমি প্রকাশ করিয়াছি। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দরবারে আমি আদৌ উপস্থিত হই নাই।"

তার পর প্রশ্ন এই যে, উল্লিখিত দিল্লী-দরবারে কাঠিবাড়ের কোন্ কোন্ রাজা উপস্থিত ছিলেন? দিল্লী আগত রাজগণের এমন কি সম্ভাবনা ছিল, যদ্দ্বারা তাঁহারা দয়ানন্দের আদিনাম মূলশঙ্কর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন? তাহার পর রাজ্যের কোন্ স্থানে কে জন্ম লইতেছে, পিতা-মাতা পুত্রের কি নাম রাখিতেছে, রাজার পক্ষে সে সকল জানা কখনই সম্ভবপর নহে। এতদ্ভিন্ন, দয়ানন্দ, দয়ানন্দ নামেই সুবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন,—সন্ন্যাসী নামেই সংসারের কাছে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে যে নামে নামিত করিয়াছিলেন, সে নামে তিনি কি

কাঠিবাড়ে, কি অপর কোন প্রদেশে কোথাও প্রখ্যাত হইয়া উঠেন নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দিল্লী-দরবারে নিমন্ত্রিত কাঠিবাড়-রাজগণের পক্ষে দয়ানন্দের বাল্য নাম বা আদিনাম জানিবার কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না। টঙ্কারার জীবাপুর মহল্লায় কর্শনজী ত্রিবারির গৃহে দয়ানন্দের বাল্য, কৈশোর যখন অতিবাহিত হইতেছিল, পিতৃগৃহে থাকিয়া যখন তিনি পিতৃ-স্নেহে লালিত-পালিত হইতেছিলেন, তখন কি কাঠিবাড়ের কোন রাজার কি সংসারের অপর কোন লোকের তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার বা তাঁহাকে জানিবার কোন সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল কি? সর্ব্বদেশ-প্রচলিত শিষ্ট নীতির নাম লইয়া এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে অকারণে একজন লোকের নাম ধরিয়া ডাকা—বিশেষতঃ যিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, অকারণে বা অপ্রয়োজনে তাঁহাকে পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধরিয়া আহ্বান করা কাজটা কি ভদ্রজনোচিত না রাজগণোচিত? সুতরাং লেখরামের উল্লিখিত প্রমাণটিকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে এবং দয়ানন্দের আদিনাম মূলশঙ্কর বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

যাহা হউক, ইতঃপূর্ব্বে রাজকোটনিবাসী শ্রীমান্ প্রাণলাল শুক্লের যে পত্র প্রকাশিত করা গিয়াছে, তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, দয়ানন্দের আদিনাম দুইটি;—একটি মূলশঙ্কর, অপরটি দয়ারাম। আর ইহাও ঐ পত্রে প্রকাশিত আছে যে, কাঠিবাড়-বাসী লোকেরা পুত্রের প্রায়ই দুইটি করিয়া নাম রাখিয়া থাকে। উহার একটি আসল এবং অন্যটি আদর-প্রীতি-

জ্ঞাপক। প্রাগুক্ত দেবচাঁদ ভগবান্ বেণিয়া বলিয়াছেন যে, কর্শনজী ত্রিবারির যে পুত্র সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম—"দয়ারাম—লোকে তাঁহাকে দয়াল দয়াল বলিয়া ডাকিত।" পূর্ব্বোক্ত রইশালানিবাসী প্রভুরাম আচার্য্য বলিয়া থাকেন যে,—"আমি দয়ানন্দের ভগিনী শ্রীমতী প্রেমবাইকে বলিতে শুনিয়াছি যে-'দয়ারাম গৃহত্যাগ করিয়া সে দিবস রাত্রিতে রামপুরে মারুতির মন্দিরে ছিলেন।" টঙ্কারার অপর একজন প্রাচীন লোকের মুখে শুনা গিয়াছে যে, —"দয়ানন্দের আদিনাম মূলজী ছিল।" স্বামী দয়ানন্দের বাল্য নাম যে দয়ারাম ছিল, এ বিষয়ে প্রেমবাই, দেবচাঁদ বেণিয়া ও প্রাণলাল শুক্ল তিন জনেই একমত। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, দয়ারাম নামটি তাঁহার আদর-প্রীতি-সূচক নাম কি আসল নাম? আমার বিবেচনায় পিতা আদর-প্রীতির পরবশ হইয়া পুত্রের যে নামটি রাখিয়া থাকেন, সেই নামটি প্রায়ই অধিকতর প্রচারিত হইয়া থাকে। এই হেতু দয়ানন্দের আদিনাম দয়ারাম বলিয়া যখন পূর্ব্বোক্ত তিন জনেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন, তখন দয়ারাম নামটি তদীয় পিতা কর্ত্তৃক প্রীতি ও আদরের সহিত রাখা হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার আসল নাম মূলজী ছিল বলিয়া আমাদিগের ধারণা। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, দয়ানন্দের বল্লভজী নামে এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। সহোদরগণের পরস্পরের ভিতরে নাম-সাদৃশ্য প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। বল্লভজী শব্দের সহিত মূলজী শব্দের কতকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই হেতু মনে হয়, মূলজীই তাঁহার আসল নাম, আর দয়ারাম আদর-প্রীতিসূচক নাম বা

ডাকনাম। সুতরাং বুঝা গেল, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আদি নাম মূলজী ছিল, আর কাঠিবাড়ী প্রথানুসারে তাঁহার আদি ও পূর্ণ নাম মূলজী কর্শনজী ত্রিবারি। যেহেতু, কাঠিবাড়, গুজরাট প্রভৃতি দেশের লোকেরা নিজের নামের সহিত পিতৃনাম যুক্ত করিয়া বলিয়া থাকেন

দয়ানন্দের পূর্ব্বপুরুষ।

দয়ানন্দের পিতা কর্শনজী ত্রিবারি এবং পিতামহ লালজী ত্রিবারি, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। লালজী ত্রিবারির পর,—অর্থাৎ তাঁহার প্রপিতামহাদির বিষয়ে আমরা কিছু জানিতে পারি নাই। তবে তাঁহার বংশে হরিভাই ত্রিবারি নামে যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন, তাহা জানা গিয়াছে। আর সেই হরিভাই ত্রিবারির সময় হইতেই যে তাঁহার পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি কেশিয়াস্থ ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহাও বুঝা গিয়াছে। কেননা, হরিভাই ত্রিবারিই যে দানসূত্রে ঐ কেশিয়াস্থ ভূমি-সম্পত্তি সমূহের অধিকার পাইয়াছিলেন, সে পক্ষে আমাদিগের হস্তে কতকগুলি প্রমাণ রহিয়াছে। * হরিভাই

* ঐ প্রমাণগুলি কএকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীর্ণ দানপত্র বা দলিল। ঐ দলিল-গুলি টঙ্কাবার পোপট কল্যাণজী রাওলের গৃহে রক্ষিত ছিল, পরে কোন প্রয়োজনসূত্রে হরিয়াণার আত্মারাম কেবলরাম জ্ঞানি ঐগুলি পোপট-গৃহ হইতে লইয়া আসিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দেন। গ্রন্থকার আত্মারাম জানির নিকটেই ঐগুলি দেখিয়াছেন এবং অনুবাদিত করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। ঐ দানপত্রগুলির একখানিতে লিখিত আছে,—"১৭০৯ সংবতের মাগ কৃষ্ণা চতুর্থী রবিবার দিবসে কেশিয়ার কতক জমি হরিভাই ত্রিবারি প্রভৃতিকে দান করা হইল।" আর একখানিতে বর্ণিত আছে,—"কেশিয়ার কতক ভূমি ১৬৮৭ সংবতের বৈশাখ কৃষ্ণা

ত্রিবারি কোন্ স্থানের অধিবাসী ছিলেন? তিনি কি জামনগরে থাকিতেন? ইহা বলিবার পূর্ব্বে ত্রিবারি উপাধি-বিশিষ্ট সামবেদী উদীচ্যদিগের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে চাহি।

উদীচ্য বা "উদীচ্য সহস্র" ব্রাহ্মণগণ অনহলবারার অধিপতি মূলরাজ সোলাঙ্কি কর্ত্তৃক প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে গুজরাট প্রদেশে আনীত হইয়াছিলেন, এ কথা গুজরাটের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। উদীচ্য অর্থাৎ উত্তর দেশীয়। মূলরাজ, উত্তরদেশীয় কিনা,—উত্তর-ভারতের অন্তর্গত গান্ধার, কুরুক্ষেত্র, কান্যকুব্জ ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থান হইতে এক সহস্র ব্রাহ্মণ সিদ্ধপুরে লইয়া আসিয়া সবিশেষ আদর ও সৎকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের কাহাকেও ভূমি, কাহাকেও গ্রাম এবং কাহাকেও প্রচুর ধনরত্ন দান

চতুর্থী সোমবার দিবসে হরিভাই ত্রিবারি প্রভৃতিকে প্রদত্ত হইল।" তৃতীয়খানিতে উল্লিখিত আছে,—"কেশিয়ার একশত কুড়ি বিঘা জমি ১৭৬৯ সংবৎ হইতে ১৭৯০ সংবতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাম সাহেব (জাম নগরের অধিপতি) কর্ত্তৃক হরিভাই ত্রিবারি প্রভৃতিকে অর্পিত করা হইয়াছে।" ঐ সকল দানপত্র-নির্দ্দিষ্ট সময়ের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে হরিভাই ত্রিবারি সম্ভবতঃ জীবিত ছিলেন। সুতরাং সে আজ প্রায় তিন শত বৎসরের কথা হইবে। যাহা হউক, দয়ানন্দের পিতামহ লালজী ত্রিবারির উর্দ্ধতন প্রায় তিন চারি পুরুষ পূর্ব্বে হরিভাই ত্রিবারি যে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ সকল ক্ষুদ্র দানপত্র পাঠে ইহাও জানা যায় যে, উল্লিখিত কেশিয়াস্থ ভূমিসমূহের প্রদাতৃগণ সকলেই প্রায় ক্ষেমানি গ্রাসিয়া ছিলেন। জামনগরের অধিপতি জাম রাওলজীর বংশে ক্ষেমাজী নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষেমাজী হইতেই ক্ষেমানি গ্রাসিয়াগণের উৎপত্তি। ক্ষেমাজী মুরেলা নামক গ্রামের অধিকার ও আধিপত্য পাইয়াছিলেন।

করিয়াছিলেন, এবং সেই এক সহস্র ব্রাহ্মণ অনহলবারাপতি কর্ত্তৃক এই প্রকারে পূজিত ও উপহৃত হইয়া গুজরাটের নানা স্থানে গিয়া আপনাদিগের বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান উদীচ্যগণ যে মূলরাজ কর্ত্তৃক আনীত ঐ এক সহস্রেরই বংশধর, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব সামবেদী ত্রিবারি উদীচ্যগণের আদিপুরুষেরাও যে ঐ আনীত এক সহস্রেরই অন্তর্গত, তাহাও সহজেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু তাঁহারা উত্তর-ভারতের কোন্ স্থান হইতে সিদ্ধপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। ফলতঃ তাঁহারাও যে অপরাপর ব্রাহ্মণদিগের মত মূলরাজ কর্ত্তৃক যথোচিতরূপে সম্মানিত ও উপহৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, উঁহাদিগের আদিপুরুষগণকে সম্পূজিত করিয়া মূলরাজ পরিশেষে সিদ্ধপুর গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সামবেদীয় ত্রিবারি উদীচ্যগণ গুজরাটে আসিয়া প্রথমতঃ সিদ্ধপুরের অধিবাসী হইয়াছিলেন।

এরূপ কথিত আছে যে, সিদ্ধপুরবাসী ঐ ত্রিবারি উদীচ্যদিগের ভিতর একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তীর্থদর্শনোদ্দেশে কচ্ছে গমন করেন, এবং ভূজনগরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রামার্থ তথাকার এক ধর্ম্মশালায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন। সেই সময়ে কচ্ছপতি রাওসাহেব ভুজে এক যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন। রাজকীয় যজ্ঞানুষ্ঠান হেতু ভুজ সহর কিয়দংশে সমারোহ-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ভুজবাসী বহু লোকের মনে যজ্ঞদর্শনার্থ কৌতূহল জন্মিয়াছিল। যজ্ঞস্থল, যজ্ঞবেদী ও যজ্ঞমণ্ডপ প্রভৃতি দেখিবার জন্য অনেকেই তথায় গতায়াত করিতেছিল।

যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনার্থ বহু স্থল হইতে বহুতর ব্রাহ্মণ-ঋত্বিকের সমাগম হইয়াছিল। আমাদিগের ঐ সিদ্ধপুরাগত সামবেদী উদীচ্যটিও একদিন কৌতূহলপরবশ হইয়া ধর্ম্মশালা হইতে যজ্ঞ-স্থলে যাইয়া উপনীত হইলেন। যজ্ঞস্থলাদি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিবার সময়ে ঐ আগন্তুক উদীচ্যটি বলিয়া ফেলিলেন,—যজ্ঞকার্য্য শাস্ত্রবিহিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে না,—যজ্ঞ-বেদী অযথাভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে,—কারণ, বেদীর নিম্নে গরুর হাড় রহিয়াছে; এইরূপ অযথাভাবে যজ্ঞসম্পাদনে রাজার অনিষ্ট ঘটিবে। কথাটা ক্রমে প্রচারিত ও কচ্ছপতির কর্ণগোচর হইল, তিনি অবিলম্বে ঐ নবাগত ব্রাহ্মণটিকে ডাকাইলেন এবং বলিলেন,—"আপনি বেদী হইতে গরুর হাড় বাহির করিয়া দেখান, নচেৎ যজ্ঞের সমস্ত ব্যয় আপনাকে বহন করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণটি বেদী খুঁড়িতে লাগিলেন এবং এক হাড় বাহির করিয়া সকলকেই চমকিত করিয়া তুলিলেন। তদ্দর্শনে কচ্ছরাজের উঁহার প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। তখন তিনি ঐ ব্রাহ্মণটিকেই সেই যজ্ঞের প্রধান হোতা বা ব্রহ্মার কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণটি উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে রাজার কুলপুরোহিতের দ্বারাই সেই রাজকীয় যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহিত করা হইল। যজ্ঞ-সমাপ্তির সময়ে, পৃথিবীদানের সময় উপস্থিত হইলে, কচ্ছপতি ঐ সিদ্ধপুরাগত ব্রাহ্মণটিকে দুই সাঁতি অর্থাৎ দুই শত বিঘা জমি, দুইটি বাগান এবং দুইটি বাড়ী অর্পণ করিলেন। ঐ তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণটি কিছু দিনের মধ্যে তীর্থদর্শন কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া সেই রাজদত্ত ভূমি-সম্পত্ত্যাদি লইয়া ভুজে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ ব্রাহ্মণটি দ্বারাই ভুজে এবং কচ্ছের অন্যান্য

স্থানে সামবেদী ত্রিবারি উদীচ্যদিগের বংশবিস্তার হইতে আরম্ভ করিল। একটি পরিবার ক্রমশঃ একাধিক হইয়া দাঁড়াইল।

সৌরাষ্ট্রের ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে যে, কচ্ছরাজের বংশধরেরা সময়ে সময়ে কাঠিবাড়ে আসিয়া অনেক স্থল অধিকৃত করিয়া লইয়াছেন, এবং সেজন্য কাঠিবাড়ের কোন কোন রাজা কচ্ছের রাজপরিবারের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। কাঠিবাড়ের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঘটনা হইয়া রহিয়াছে যে, ভূজরাজবংশীয় চারি ব্যক্তি—চারি ভ্রাতা সঙ্গে আশী হাজার রাজপুত সৈন্য, গৃহোপযোগী প্রচুর দ্রব্য-সামগ্রী, বহু অনুচর ও বহুতর ব্রাহ্মণ লইয়া ১৫৯২ সংবতে সৌরাষ্ট্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং উঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,—অর্থাৎ জাম রাওলজী সংবতের ১৬০২ (খৃঃ ১৫৪৫) অব্দে জামনগর রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঐ প্রসিদ্ধ ঘটনাটি ইহা সপ্রমাণ করিতেছে যে জাম রাওলজী প্রভৃতির সহিত কচ্ছ হইতে বহুতর ব্রাহ্মণ কাঠিবাড়ে আসিয়া বসতি বিস্তার করিয়াছেন।

কেবল জাম রাওল প্রভৃতির সঙ্গেই কচ্ছ হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন,—এমত নহে। রায় গণজীর অন্যতম পুত্র রেবাজীর সঙ্গেও অনেকগুলি ব্রাহ্মণ কচ্ছ হইতে কাঠিবাড়ে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ রেবাজী ১৭৪৩ সংবতে সুবা বা কলেক্টর-রূপে মর্ভিতে আসিয়া এগার বৎসরকাল শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রেবাজীর পুত্র কায়াজীর সঙ্গেও কতকগুলি ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। জাম রাওলজী, রেবাজী ও কায়াজীর সমভিব্যাহারে যে সকল ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাঠিবাড়ে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ত্রিবারি উপাধি-বিশিষ্ট সামবেদী

উদীচ্য ব্রাহ্মণও যে আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই। ঐ সিদ্ধপুরাগত সামবেদী উদীচ্যটি যখন কচ্ছরাজের অনুগ্রহেই ভূজের অধিবাসী হইয়াছিলেন, রাজদত্ত ভূমি-সম্পত্ত্যাদির অধিকারী থাকিয়াই যখন তথায় আপনার বংশ বিস্তার করিতে-ছিলেন, তখন রাজার গৃহ-বিবাদ বা রাজবংশধরদিগের পরস্পরের ভিতর কলহসঞ্চারে ঐ রাজানুগ্রহ-পালিত ব্রাহ্মণটির বংশধর কিংবা জ্ঞাতিবর্গ যে রাজকীয় কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন এবং স্বীয় পক্ষের ইচ্ছানুসারে তৎসমভিব্যাহারে দেশান্তরেও যাইবেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ কায়াজীর সঙ্গে যে সকল ব্রাহ্মণ কাঠিবাড়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগের মধ্যে যে সামবেদী ত্রিবারি উদীচ্য ছিলেন, সে পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। কায়াজীর সমভিব্যাহারাগত সামবেদী উদীচ্য ব্রাহ্মণগণ প্রথমে ভূজ হইতে কচ্ছের কাণ্টারিয়া নামক স্থানে আসেন, এবং তথা হইতে মভির বর্ষামেরি, এবং বর্ষামেরি হইতে দুই দল হইয়া এক দল মভির অন্তর্গত বড়ালে এবং অন্য দল টঙ্কারাতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বড়ালের দল এখন বিলুপ্তবংশ হইয়াছে, আর টঙ্কারার দলের বংশ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। টঙ্কারায় আসিয়া যাঁহারা অধিবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মেঘজী ত্রিবারি নামে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হয়েন। সেই মেঘজীর দুই পুত্র হইয়াছিল—এক পুত্রের নাম বিশ্রামজী, অন্যের নাম ডোসা। জীবা মেতা জীবাপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় ঐ বিশ্রামজীকে লইয়া গিয়া ভূম্যাদি দান পূর্ব্বক বাস করাইয়াছিলেন। এক্ষণে জীবাপুরে যে কএক ঘর সামবেদী ত্রিবারি আছেন, তাঁহারা ঐ বিশ্রামজীরই বংশধর। যাহা

হউক, বিশ্রামজী জীবাপুরে চলিয়া গেলে ডোসা টঙ্কারাতেই রহিলেন। ডোসার পুত্র হইয়াছিলেন কুমারজী, আর কুমারজীর পুত্র হইয়াছিলেন বেলজী। এই বেলজীর সহিত দয়ানন্দের পিতা কর্শনজীর কিছু সম্বন্ধ ছিল। বেলজী যে কর্শনজী ত্রিবারির খুল্লতাত পুত্র বা খুড়তোত ভাই ছিলেন. একথা টঙ্কারার পোপট রাওলরের পিসী শ্রীমতী বেণী বাই-এর নিকট শুনা গিয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কর্শনজী ত্রিবারির পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ সময়ে বা কাহার সঙ্গে সৌরাষ্ট্র ভূমিতে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি জাম রাওল প্রভৃতি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, কিংবা রেবাজী বা তৎপুত্র কায়াজীর সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন? কর্শনজীর পূর্ব্বপুরুষগণ যে কচ্ছ হইতে কাঠিবাড়ে আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। যে হেতু মানুষ যে স্থানে বহুকাল বাস করে এবং তজ্জন্য যে স্থানকে স্বদেশরূপে গণ্য করিয়া থাকে, ঘটনা বিশেষের অনুরোধে সে স্থান ত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে বা দেশান্তরে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেও, বিবাহাদি অনুষ্ঠানের সময়ে সেই পূর্ব্ব-বাসভূমির সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যত্নপর হইয়া উঠে। রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর ও কেরোলিতে এবং আলোয়ার রাজ্যের কোন কোন স্থলে কতকগুলি বাঙ্গালী বঙ্গভূমির ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া বহুকাল যাবৎ বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া পুত্র-কন্যাদির বিবাহকালে ঐ সকল স্থানবাসী বাঙ্গালীদিগের সহিত সম্বন্ধ-সূত্র সঞ্চারিত না করিয়া, যে স্থান হইতে তাঁহারা সমাগত হইয়াছেন, সেই

স্থানের সঙ্গেই সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠাকল্পে অগ্রসর হইয়া থাকেন। ফলতঃ কর্শনজী ত্রিবারির পূর্ব্বপুরুষগণ যে কচ্ছের অধিবাসী ছিলেন, এ বিষয়টি তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র বল্লভজীর বিবাহই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। কারণ তিনি বল্লভজীর বিবাহ সম্বন্ধ কচ্ছের সঙ্গেই করিয়াছিলেন। যে মোগি বাইএর সহিত বল্লভজীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই মোগি বাই কচ্ছের অধিবাসিনী ছিলেন,— মোগির পিতা ভুজে থাকিতেন এবং এক মন্দিরের সেবাকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন।

যাহা হউক, উল্লিখিত জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সম্পর্কে আমাদিগের ধারণা এই যে, জামনগরের প্রতিষ্ঠাতা জাম রাওলজী প্রভৃতির সহিত কচ্ছ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, কর্শনজী ত্রিবারির পূর্ব্বপুরুষেরা সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গেই কাঠিবাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঠক! হরিভাই ত্রিবারির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর হরিভাই ত্রিবারি যে কর্শনজী ত্রিবারির জনৈক পূর্ব্বপুরুষ, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। হরিভাই ত্রিবারি জাম রাওল প্রভৃতির সমভিব্যাহারে না আসিলেও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষগণ যে আসিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা কোন অংশেই অসঙ্গত নহে। তাহা না হইলে জামনগরের কোন কোন অধিপতি এবং জামনগরের রাজ-পরিবারভুক্ত ক্ষেমানি গ্রাসিয়াগণ হরিভাই ত্রিবারিকে নিজেদের রাজ্যমধ্যে কেশিয়া গ্রামের ভূমি-সম্পত্তি দান করিতে যাইবেন কেন? ফলতঃ হরিভাই ত্রিবারির পূর্ব্বোক্ত ভূসম্পত্তি-প্রাপ্তি এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে যে জামনগর রাজ্যের সহিত তাঁহার বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের কোন না কোন সম্বন্ধ ছিল।

এই হেতু উল্লিখিত সিদ্ধপুরবাসী এবং পরে ভুজবাসী সাম-বেদীয় ত্রিবারি ব্রাহ্মণটিরই কোন বা কতিপয় বংশধর বা জ্ঞাতিই যে জাম রাওলের সঙ্গে ১৫৯২ সংবতে (খৃষ্টাব্দ ১৫৩৫) কাঠিবাড়ে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাই যে কর্শনজী ত্রিবারির কিংবা স্বামী দয়ানন্দের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, এ পক্ষে কোন লিখিত প্রমাণ দেখাইতে না পারিলেও আমরা উহা সত্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকি। জাম রাওলের সঙ্গে যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগের একটি তালিকা এবং কচ্ছ্‌পতি কর্তৃক উল্লিখিত যজ্ঞের অব্দ ও তারিখ ও ঐ যজ্ঞের ত্রুটি-প্রদর্শনকারী সিদ্ধপুরাগত ব্রাহ্মণটির নাম ইত্যাদি বিষয়ের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে ভুজে যাইবার দুইবার চেষ্টা করিয়াও গ্রন্থকার বিফল হইয়া আসিয়াছেন। গ্রন্থকার বাঙ্গালী, বোধ হয় সেই জন্যই তিনি ভুজে প্রবিষ্ট হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছেন। এই হেতু তিনি দুইবার আঞ্জার পর্য্যন্ত যাইয়া দুইবারই ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া আসিয়াছেন।

হরিভাই ত্রিবারির সময় হইতেই কর্শনজীর বংশ যেরূপ কেশিয়াস্থ ভূমি-সম্পত্তির অধিকারী, সেইরূপ তাঁহার সময় হইতেই বোধ হয় কর্শনজী ধূরকোট জিরাগড় ও মেঘপুর প্রভৃতি স্থানবাসী শিষ্যবর্গেরও অধিকারী। সম্ভবতঃ হরিভাই ত্রিবারির শাস্ত্রদর্শিতা বা স্বধর্ম্মনিষ্ঠার জন্যই ঐ সকল গ্রামবাসী বহুতর লোক তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিল। কেবল হরিভাই ত্রিবারিই যে শাস্ত্র-দর্শিতা প্রভৃতির কারণে খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন—এমন নহে, দয়ানন্দের বংশ বা পূর্ব্বপুরুষগণ

শাস্ত্রদর্শিতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয়তার জন্য চিরদিনই পবিত্র ও প্রসিদ্ধ ছিলেন, এরূপ আমাদিগের ধারণা। এই হেতু স্বামিজী স্বলিখিত আত্মচরিতের একস্থানে বলিয়াছেন যে, —"পিতা মাতা এবং অপরাপর বয়োবৃদ্ধ অভিভাবকবর্গ আমাদিগের কৌলিক প্রথানুসারে আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।" এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দয়ানন্দ যে কুলে জন্মিয়াছিলেন সেই কুলে—অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার বা শাস্ত্রাধ্যয়নের একটা কিছু বিশেষ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ছিল।

প্রাগুক্ত কায়াজীর সঙ্গে যে সকল সামবেদী ত্রিবারি কাঠিবাড়ে আসিয়া কিয়দংশ বড়াল গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, এবং কতকাংশ টঙ্কারায় আসিয়া অধিবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে কর্শনজী ত্রিবারির যে জ্ঞাতি সম্পর্ক ছিল, সে কথা পূর্ব্বেই ত উল্লিখিত হইয়াছে। কেননা, টঙ্কারাতে আসিয়া যাহারা বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশীয় বেলজী যে কর্শনজী ত্রিবারির খুল্লতাত পুত্র ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অনুসন্ধান দ্বারা ইহাও জানা গিয়াছে যে, বড়ালগ্রামে গিয়া যাঁহারা তথাকার অধিবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কর্শনজীর জ্ঞাতি-সম্বন্ধী ব্যতীত অপর কেহ নহেন। বড়ালবাসী ত্রিবারি-শাখা, পূর্ব্বোক্ত বেলজী এবং কর্শনজীর পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই বোধ হয় এককালে এক পরিবারভুক্ত ছিলেন এবং কচ্ছ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে পরিবার এতগুলি শাখায় বিভক্ত হইতে পারে, সে পরিবার যে একটি বিশাল পরিবার ছিল, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে

হইবে। স্বামিজীর নিজের উক্তিও আমাদিগের এই কথার সমর্থন করিতেছে। কারণ, পুনা-কথিত আত্মচরিতের এক স্থলে স্বামিজী বলিতেছেন,—"আমাদিগের সংসার এক্ষণে পনরটি ভাগে বিভক্ত।" যে সংসার পনরটি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, সে সংসার বা সে পরিবার যে একটি বিশাল পরিবার, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, এক্ষণে বুঝা গেল যে, দয়ানন্দের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমতঃ উত্তর-ভারতের কোন স্থান হইতে গুজরাটের সিদ্ধপুরে আসিয়াছিলেন, পরে সিদ্ধপুর হইতে কচ্ছের ভুজে আগমন করিয়াছিলেন এবং ভুজে কিছু কাল অবস্থিতির পর কাঠিবাড়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, কাঠিবাড়ে আসিয়া তাঁহারা কিছু কাল জামনগরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, পরে কেশিয়ার ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে সম্ভবতঃ হরিভাই ত্রিবারি নিজেই কেশিয়াতে আসিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়াছিলেন। হরিভাই ত্রিবারির পরবর্ত্তী পুরুষগণ সম্ভবতঃ কেশিয়াতেই থাকিতেন। কর্শনজী ত্রিবারির পিতা লালজী ত্রিবারিও জীবনের কতকাংশ পর্য্যন্ত কেশিয়াগ্রামে কাটাইয়াছিলেন। পরে কোন গুরুতর পারিবারিক কারণ উপস্থিত হওয়াতে লালজী ত্রিবারিই কেশিয়ার বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক টঙ্কারায় আসিয়া বসতি-স্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর টঙ্কারাই তাঁহাদের বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

উপসংহার।

স্বামী দয়ানন্দের জন্মস্থানাদি নির্ণয়কল্পে আমি এতকাল ধরিয়া যে চেষ্টা, যে পরিশ্রম ও যে গবেষণা করিয়াছি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল। ইহা নিশ্চয় যে, নিজের কৃতিত্ব, নিজের প্রাধান্য বা কোন অংশেও নিজের বাহাদুরী দেখাইবার অভিপ্রায়ে আমি এই পরিচয়-দানে বা এই গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই নাই। পক্ষান্তরে, স্বাধীন গবেষণা, সূক্ষ্ম গবেষণা ও অপক্ষপাত গবেষণা ভিন্ন যে কোন ঐতিহাসিক বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারিত করা যায় না, ইহা বুঝাইবার উদ্দেশেই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

ইতিহাস আর জীবনচরিত একই বস্তু। উভয়ের ভিতর প্রকারগত কিছু পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। মহাপুরুষদিগের চরিতমালাই ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ বা উপাদান। মহাপুরুষগণই সংসারের মহা মহা ঘটনার প্রবর্ত্তক। যে স্রোত সমাজের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে, যে স্রোত সমাজ শরীরে নবশক্তির সঞ্চার করিয়া দিতেছে, যে স্রোতের অভিঘাতে রাজ্যবিশেষের অভ্যুত্থান ও বিলয়সাধন ঘটিতেছে, যে স্রোত মানব-সমাজের চিন্তা, সংস্কার ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত করিতেছে, মহাপুরুষেরাই সেই স্রোতঃ-সমূহের উৎস বা উৎপাদক। এক মার্টিন লুথারকে লইয়াই ইয়োরোপীয় ইতিহাসের শত শত পৃষ্ঠা পরিপূরিত। ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীকে লইয়াই নব্য ইটালীর

নব ইতিহাসের কলেবর গঠিত। এক গৌতম বুদ্ধকে লইয়াই প্রায় সহস্র বৎসরের ভারত-ইতিহাসের অধিকাংশ স্থলই বিরচিত। অতএব দেখাইতেছে মহাপুরুষেরাই ইতিহাসের প্রাণ,—মহাপুরুষেরাই ইতিহাসের মেরুদণ্ড এবং মহাপুরুষেরাই ইতিহাসের ভিত্তি ও আধার। এই হেতু ইতিহাস বুঝিতে হইলে, আগে মহাপুরুষদিগকে বুঝা উচিত। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীমান্ ফ্রেড্রিক হারিসন্ও ঠিক এই কথাই বলিতেছেন;—"There is one mode in which History may be most easily, perhaps most usefully, approached. Let him who desires to find profit in it, begin by knowing something of the lives of great men". * হারিসনের কথাগুলির মর্ম্ম এই যে—"যিনি ইতিহাস পাঠ করিয়া লাভবান্ বা উপকৃত হইতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে মহাপুরুষগণের চরিতমালার কিছু কিছু আলোচনা পূর্ব্বক ইতিহাস পাঠে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কারণ, উহা ইতিহাস পাঠের একটি সহজ ও আবশ্যক প্রণালী।" অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐতিহাসিক তত্ত্বের যথার্থতা নিরূপণ করিতে হইলে যেমন স্বাধীন গবেষণা, সূক্ষ্ম গবেষণা ও অপক্ষপাত গবেষণার প্রয়োজন, মহাজনগণের চরিতাবলী লিপিবদ্ধ করিতে হইলেও তেমনই স্বাধীন গবেষণা সূক্ষ্ম গবেষণা ও অপক্ষপাত গবেষণার প্রয়োজন।

কিন্তু যে দেশে ইতিহাস বলিয়া কোন জিনিস নাই, † যে

* The Meaning of History. P. 23.

† ভারতীয় প্রসঙ্গ-বর্ণনায় বা ভারত-কথালোচনায় যে সকল ইয়োরোপীয় গ্রন্থকর্তৃগণ আপনাদিগের শক্তি ও সময় অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভিতর

দেশবাসীদিগের প্রকৃতিতে ঐতিহাসিক বৃত্তি বলিয়া কোন বৃত্তি দেখা যায় না, যে জাতির হৃদয়ে ইতিহাসের প্রতি কোনরূপ রুচি, আস্থা বা অনুরাগ লক্ষিত হয় না, সে জাতির ভিতরে বা সে দেশে গবেষণা স্বাধীন হইলেও—সূক্ষ্ম হইলেও—অপক্ষপাত হইলেও সত্য-নির্দ্ধারণের পথ বড়ই কঠিন ও কণ্টকাকীর্ণ। এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যে, যে দেশে রামায়ণ ও মহাভারত বিদ্যমান—যে দেশে বহুসংখ্যক পুরাণ উপপুরাণ বর্ত্তমান, সে দেশে ইতিহাস নাই, এ কথা কে বলিল? বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতর "ইতিহ" "ইতিহাস" প্রভৃতি শব্দ যখন দৃষ্ট হইতেছে, তখন এ দেশে ইতিহাস বলিয়া কোন জিনিস নাই বা ছিল না, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে?*

জেমস্ মিল, মেজর উইলফোর্ড এবং রেভারেণ্ড ওয়ার্ড প্রভৃতি মহোদয়গণ ভারতবর্ষকে একটি ইতিহাস-শূন্য দেশ বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত আমাদিগের কর্ণে কিছু কঠোর হইলেও তাঁহাদিগের কথাগুলি কিন্তু সর্ব্বাংশেই সত্য। মেজর উইলফোর্ড এসিয়াটিক রিসার্চ্চ নামক বিখ্যাত পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে হিন্দুজাতির ইতিহাসহীনতা বিষয়ে বলিতেছেন,—"With regard to history the Hindoos have realy nothing but romances from which some truths occassionally may be extracted." অর্থাৎ—'কতকগুলি গল্প উপন্যাস ছাড়া প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস বলিতে হিন্দুদিগের কিছুই নাই। প্রয়োজন হইলে ঐ গল্প উপন্যাসগুলি হইতে কখন কিছু সত্য বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।" আমাদিগের এই ইতিহাস-হীনতারূপ কলঙ্কের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া রেভারেণ্ড ওয়ার্ড বলেন যে—"অতিমাত্র কল্পনাপ্রিয়তার জন্যই হিন্দুরা ইতিহাস-প্রণয়নে সমর্থ হয়েন নাই।" †

* কেহ কেহ বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগকে ইতিহাস-শ্রেণিভুক্ত করিয়া থাকেন।

† Rev Ward's A View of History Literature and Mythology of Hindoos. Vol. 1. P. 40—41.

সত্যকথা বলিতে হইলে ইহা বলা উচিত যে, রামায়ণ মহাভারত ইতিহাসরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, ঐ দুইখানি গ্রন্থই দুইখানি মহাকাব্যমাত্র। * আর নানা রাজকথা কীর্ত্তনে, নানা যুদ্ধ-বিবরণে, নানা মহর্ষি-মহাজনদিগের চরিতোপাখ্যানে পুরাণাদি গ্রন্থের বহুস্থল পরিপূর্ণ থাকিলেও, পুরাণ উপপুরাণগুলি ইতিহাস শব্দে আখ্যাত হইবার কোন অংশেই যোগ্য নহে। যদি বল, আমাদিগের রাজতরঙ্গিণী একখানি ইতিহাস গ্রন্থ। স্বীকার করি, রাজতরঙ্গিণী ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থ হইলেও উহাকে প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস বলিতে পারি না। যেহেতু ইতিহাস (History)

* রামায়ণ গ্রন্থ যে ইতিহাস নহে, এ কথা রামায়ণকার মহর্ষি বাল্মীকিই স্বীয় গ্রন্থের ফলশ্রুতি স্থলে অর্থাৎ লঙ্কাকাণ্ডের শেষভাগে স্বীকার করিতেছেন। যথা,—

"শৃণ্বন্তি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
তে প্রার্থিতান্ বরান্ সর্ব্বান্ প্রাপ্নুবন্তীহ রাঘবাৎ॥"
লঙ্কাকাণ্ড ১৩০ সর্গ ১১৩ শ্লোক।

মহাভারতও যে ইতিহাস নহে,—কাব্য বা মহাকাব্য মাত্র, ইহা মহাভারত নিজেই স্বীকার করিতেছেন। যথা,—

"আমি জানি যে, তুমি জন্মাবধি সত্য ও ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যই কহিয়া থাক, সুতরাং যখন তুমি স্বপ্রণীত গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ তখন ইহা কাব্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইবেক। যেমন সমুদায় আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বপ্রধান, সেইরূপ সমুদায় কাব্যের মধ্যে তোমার এই কাব্য শ্রেষ্ঠতম হইবে।" আদিপর্ব্ব অনুক্রমণিকাধ্যায়—বেদব্যাসের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য।

বর্দ্ধমান রাজবাড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহাভারত।

আর বিবরণমালা (Chronicle) কখন এক জিনিস হইতে পারে না। অধুনা ইতিহাস কথাটার অর্থ যে পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিয়াছে, পাঠক! তাহা বোধ হয় পরিজ্ঞাত আছেন। যোসিফাস্ যে সময়ে প্রাচীন ইহুদীজাতির ইতিহাসবেত্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাস-রচনার পথপ্রদর্শক বা পিতৃস্বরূপ হিরোটোডাস্ যখন বিবিধ জাতির ইতিহাস-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ইতিহাস কথাটার যে অর্থ ছিল, এখন আর সে অর্থ নাই। এখন ইতিহাস সুন্দরতর উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ইতিহাসকে এক্ষণে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। বিবরণমালার সমাবেশই ইতিহাস নহে,—কেবল ঘটনা-পরম্পরার বিন্যাস ও বর্ণনা করিতে পারিলেই ইতিহাস লেখা হইল না,—কেবল যুদ্ধবর্ণন, যুদ্ধক্ষেত্রের পদাতিক অশ্বারোহী সেনার সংখ্যা-নিরূপণ এবং যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের সংবাদ লিখনই ঐতিহাসিকের কর্ম্ম নহে। বিবরণমালার সমাবেশ কিংবা ঘটনা-পরম্পরার বর্ণনা ইতিহাসের বাহ্য—অন্তর নহে; ইতিহাসের শরীর—প্রাণ নহে; ইতিহাসের স্থূলাংশ—সূক্ষ্মাংশ নহে। ঘটনাবিশেষের বর্ণন করিতে গিয়া যদি উহার হেতু প্রদর্শন করা না হয়, রাজ্য-বিশেষের অভ্যুত্থান-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া যদি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা না যায়, তবে তাহা ইতিহাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মনে কর, বুয়র জাতির সহিত ইংরাজ-দিগের যুদ্ধের একখানি ইতিহাস প্রণয়নে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ, এবং উহাতে প্রবৃত্ত হইয়া কত জন বুয়র সেনাপতির ধ্বংস ঘটিল, বুয়র-দিগের কত সেনা হত এবং আহত হইল, ইংরাজসেনা কিরূপে জয়-লাভ করিল এবং জয়লাভ করিয়া বুয়রদিগের ধনসম্পত্তি কি

পরিমাণে ও কি প্রকারে লুঠপাট করিয়া আনিল ইত্যাদি কথাই কেবল লিপিবদ্ধ করিয়া যদি ইতিহাসখানি সমাপ্ত কর, তাহা হইলে বলিব যে উহা ইতিহাস হইল না। বুয়র-যুদ্ধের যথার্থ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে হইলে উল্লিখিত বিষয়গুলির সমাবেশ যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ তৎসঙ্গে বুয়র-যুদ্ধের কারণ-পরম্পরা কি কি? সেই কারণ পরম্পরা কত দিন হইতে কিরূপে ঐ উভয় জাতির জাতীয় জীবনে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে? এবং কি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে ঐ সঞ্চিত এবং সম্মিলিত কারণ-পরম্পরা কার্য্যের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ উভয় জাতিকে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ও সূক্ষ্মরূপে চিত্রিত করিয়া দেখান আবশ্যক। ফলতঃ কেবল কার্য্যকে দেখাইলেই কার্য্যের সম্যক্ চিত্র দেখান হইল না,—কার্য্যকে সম্যক্‌রূপে চিত্রিত করিতে হইলে কারণকেও টানিয়া আনিতে হইবে; যেহেতু কারণও একরূপ কার্য্য—উহা কার্য্যের অব্যক্ত রূপমাত্র। যাহা হউক, ইতিহাস, কি? এই গুরুতর বিষয়টির ব্যাখ্যাস্থলে আর অধিক কথা না বলিয়া এইমাত্র বলিব যে, ঐতিহাসিক-শিরোমণি গিবন্ যে ভাবে রোম-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, যে প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক হালাম মধ্য-যুগের ইতিহাস সঙ্কলিত করিয়াছেন, গিজো যে রীতির অনুসরণ করিয়া সভ্যতার ইতিহাস এবং মিল্‌ম্যান লাটিন খৃষ্টীয়ানিটির ইতিহাস মানব-সমাজের সমক্ষে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, সে ভাবের বা সে রীতির অনুসরণ করিয়া আজি পর্য্যন্ত ভারত-খণ্ডে কোন ইতিহাসই প্রচারিত হয় নাই। এক কথায় হিন্দুদিগের কোন ইতিহাস নাই। সুতরাং এতদ্দেশে প্রকৃত ইতিহাস রচনার পথ যেরূপ

কণ্টকাকীর্ণ, প্রকৃত জীবনবৃত্ত রচনার পথও সেইরূপ বিঘ্ন-বাধা-পরিপূর্ণ।

মানব-চরিত্র সংগঠনকল্পে পরিবেষ্টনীর শক্তি যে বিশেষ ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, এ কথা গ্রন্থের সূচনাতেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং মহাপুরুষবিশেষের প্রকৃত জীবন-বৃত্ত চিত্রিত করিতে হইলে, উহার মধ্যে তাঁহার জন্মস্থান, জন্মপরিবার ও পিতা-মাতার কথা বিবৃত করা গ্রন্থলেখকের পক্ষে যে অত্যাবশ্যক, তাহাও ইতঃপূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ফলতঃ জীবন-বৃত্ত-লেখকের পক্ষে উহা অত্যাবশ্যক বলিয়াই দয়ানন্দের জন্মস্থানাদি নির্দ্ধারণকল্পে এত পরিশ্রম ও দীর্ঘকাল ধরিয়া বারংবার চেষ্টা করা গিয়াছে। দয়ানন্দ সরস্বতীর এক বিস্তৃত ও বিচারপূর্ণ জীবনচরিত ভারতের প্রধান প্রধান ভাষায় প্রচারিত করিবার অভিপ্রায়ে যখন প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলাম, তখন মনে মনে এ বিষয়ও স্থির করিয়াছিলাম যে, যে কোন প্রকারেই হউক, তাঁহার জন্মস্থানাদির সংবাদ খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি। অদ্য এই পর্য্যন্ত। শরীর দুরন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যদি পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠি এবং সুবিধা ঘটে, তাহা হইলে দয়ানন্দের এক বিস্তৃত জীবনচরিত হস্তে লইয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত হইব।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

নিম্নলিখিত পত্রখানি বম্বের আর্য্যপ্রতিনিধি সভার সেক্রেটারির নামে লিখিত। তাহা হইলেও, প্রয়োজনানুরোধে উহা গ্রন্থের এই পরিশিষ্টে প্রকাশিত করা গেল। মূল পত্রখানি গুজরাটিতে লিখিত থাকিলেও, গুজরাটি অপেক্ষা ইংরাজি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট অধিকতর সুগম হইবে বিবেচনায় উহার ইংরাজি অনুবাদটি * নিম্নে প্রকাশিত হইল।

Some facts about Swami Dayanand Saraswati.

22nd September, 1911.

To THE SECRETARY,

ARYA PRATINIDHI SABHA, BOMBAY.

Nameste.

I herewith place before you some facts about Swamiji, which I have come across during my inquiries. Some people in the course of their investigations have found out that the reason why all the information about Swami's life is not forthcoming is that the Brahmin inhabitants of the village of Tankara, most of whom live by Yajman Vritti think that if they throw any light on the life

* রাও বাহাদুর লাধাভাই হরজী কর্তৃক গুজরাটি হইতে ঐ ইংরাজি অনুবাদটি সম্পাদিত হইয়াছে। এ জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। রাও বাহাদুর লাধাভাই পূর্ব্বে রাজকোট এজেন্সি আফিসের দপ্তরদার ছিলেন।

of Swamiji, or reveal any facts about him, the Arya Samajists preachers will come there and deliver religious lectures, and thus they will be undone when they will destroy the faith which the people have in their teachings. Therefore they have resolved not to furnish any information about Swamiji and plead ignorance whenever questioned and the people scrupulously act up to it The gentleman who has communicated this fact to me is an inhabitant of Tankara and is at present practising medicine in Mandal. He himself was formerly of the same resolution but on being artfully questioned gave out some facts. He interrogated me as to what I wished to know about Swamiji and then distinctly observed that it would be better, if I proffered any reward to the person willing to communicate any fact about him, and that only under the stimulus of such a temptation could I hope to get any information. Now I leave it to you what course you should adopt In the course of conversation, he communicated to me the following facts based on inferences, which you may verify by your own independent inquiries.

Swami Dayanand was by caste an Audichya Brahmin and belonged originally to the village of Tankara. His father held the office of Kamdar or Wahiwatdar (Local Administrator of the village). At this time, the village was under the farm of Moroba Pant *alias* Bhau Saheb. Also his father

built a temple dedicated to Mahadeo Kuberji in Tankara, or at any rate contributed to the expenses of the repairing work of the temple. Another important fact to be noticed is that the officiating priest of the temple Rawal Popatlal Kalianji owns and enjoys some lands attached thereto. It is said that Bhoga Rawal, the father of Kalianji Rawal, was the son of the daughter of the sister of Swami Dayanand and that the father of the Swami, after the flight of Dayanand nominated as his heir his daughter because he had no direct heir and on the latter's demise the succession went to her daughter's son Bogha Rawal. After Bogha Rawal came his son Kalianji, and then his son (the present) Popatlal succeeded to the estate.

The Swami's father had many Yajmans whose names are recorded in a Book which lies at present in Hariana with Jani Ambaram Kevalram, formerly a Wahiwatdar of Paddhari, and by consalting which, it is possible to get more information.

The gentleman who has communicated these facts to me is by name Harishanker, who is an inhabitant of Tankara. He heard all these informations from his elder uncle who is of an old age. Harishanker observed that Popatlal himself had told him that he was a relative of the Swami. The information about the book of the names of Yajmans is also told by Popatlal. Thus it is possible that more information may come out on

further investigations. But the inhabitants of the village look with disfavour the Arya Samajists, and it is only by offering some inducements that we may hope to get any further information particularly about the book of the names of the Yajmans. Lala Munshiramji, the founder of the Hardwar Gurukul, had written one letter to Vaidya Harishanker requesting him to give any information he may have had about the Swami, but the latter, fearing his elders made no reply. The information which I have been able to put before I owe to him, and is very scanty. As far as I could judge from their talk it is possible to get the information only under the stimulus of an inducement.

Yours sincerely,

(Sd.) GANPATI KESHAORAM SHARMA.

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দিল্লী দরবারে কাঠিবাড়ের কোন্ কোন্ রাজা আসিয়াছিলেন ?

এ বিষয়ে কাঠিবারের এজেণ্ট মহোদয় লিখিতেছেন :—

KATHIAWAR POLITICAL AGENCY.

RAJKOT, 25 MAY, 1916.

Memorandum :—

With reference to his application dated the 26th April, 1916, Mr. Debendra Nath Mukarji is

informed that the following chiefs from Kathiawar attended the Darbar at Delhi in 1877 :—

(1) His Highness Sir Mohabat Khanji, K. C. S. I. Nawab Saheb of Junagadh.

(2) His Highness Sir Vibhaji, K. C. S. I. Jam Saheb of Nawanagar.

(3) His Hiahness Sir Takhta Singhji, G. C. S. I. Moharaja of Bhownagar.

(4) His Highness Sir Waghji, G. C. I. E. Thakore Saheb of Morvi.

By order

(Sd) A. Scott.

Personal Assistant to th Agent to the Governor, Kathiawar.

ঐ ইংরাজি পত্রখানির মর্ম্ম এই যে,—"দিল্লীর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দরবারে জুনাগড়ের নবাব স্যর মোহবত খাঁনজী, নয়ানগরের জামসাহেব স্যর বিভাজী, ভাওনগরের মহারাজা স্যর তকৎ সিংহজী, আর মর্ভির ঠাকুর সাহেব স্যর বাঘজী এই চারিজন মাত্র কাঠিবাড়ের রাজা উপস্থিত ছিলেন। ঐ চারিজনের ভিতর প্রথম তিনজনের, স্বামী দয়ানন্দের আদি নাম জানিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তদ্ভিন্ন উঁহাদিগের কেহ দিল্লীতে অবস্থিতির সময়, স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন কি না সন্দেহস্থল। চতুর্থ রাজা মর্ভির নাবালক ঠাকুর সাহেব স্বামিজীর দর্শনার্থী হইয়া গিয়াছিলেন কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। এ সম্পর্কে মর্ভির দেওয়ান মহাশয় জিজ্ঞাসিত হইয়া গত ১লা জুলাইএর পত্রে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন যে,—"His Highness can not

definitely say whether he met Swami Dayananda Saraswati at the Delhi Darbar of 1877" অর্থাৎ "১৮৭৭র দিল্লী-দরবারে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কি না, এ কথা হিজ্‌ হাইনেস্ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না।" ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে—১৮৭৫র জানুয়ারির প্রথম ভাগে রাজকোটের রাজকুমার কলেজে স্বামিজীর সহিত সাক্ষাতের কথা মর্ভির ঠাকুর সাহেবের বেশ মনে আছে, কিন্তু দিল্লীর দরবারে সাক্ষাতের কথা মনে নাই। এতদ্দ্বারা এই অনুমিত হয় যে, দিল্লীর দরবারে তিনি সাক্ষাৎ করেন নাই। আর যদি করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে স্বামিজীর আদি নাম ধরিয়া তাঁহার ডাকিবার কি প্রয়োজন ছিল? কারণ, স্বামিজী, মর্ভি ঠাকুর সাহেবের সহিত পরিচিত এবং তাঁহার বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন। বিশেষতঃ দয়ানন্দের আদি নাম যে মূলশঙ্কর, ইহা মর্ভির ঠাকুর সাহেবের জানিবার সম্ভাবনাই বা কি? দয়ানন্দের আদি নাম জানা ত দূরের কথা,—দয়ানন্দ যে মর্ভি-রাজ্যের প্রজা, এ কথা দয়ানন্দ নিজে না বলিলে, মর্ভি-ঠাকুর সাহেবের তাহাও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দিল্লীর দরবারাগত কাঠিবার-রাজগণ কর্ত্তৃক স্বামী দয়ানন্দকে তাঁহার আদি নাম মূলশঙ্কর বলিয়া ডাকার কথাটা একবারেই অমূলক।

THE PRESS OPINIONS.

The Indu Prakash says:——

"Babu Debendra Nath Mukharji, the well known biographer of Swami Dayanand has come again to Bombay. This is fourth or last visit for collections of materials. Birth-place and birth-family are essential things for writing a critical biography. Swami Dayanand only mentioned in his autobiography that "I was born in a town belonging to the Raja of Morbi." There are three towns in the Morbi territory :—one is Bhowania, the other is Tankara, and the third is Morbi. We do not know which town claims this Hindu Reformer. However, systemetic efforts should be made to unearth the mystery. Is it not the duty on the part of H. H. The Thakor Sahib of Morvi to give necessary help to Babu Sahib for this purpose ? Is it not a shame to the historical scholars of Gujarat and Kathiawad that a Bengali writer should come again and again to their provinces to discover a thing of much historical importance. " ?

The Indian Spectator :—

"It sounds strange, and yet it seems to be true, that no full and satisfactory biography of the Great Vedic Scholar and Reformer who founded the Arya Samaj, exists. In the new dictionary of

religions, edited by Dr. Hastings, Mr. H. D. Griswold says that the Swamiji was born in the year 1824 in a village belonging to the Rjah of Morvi, and that during his life time he refused to make known either his own name, or his birth-place. After his death it came out that his real name was Mulshanker, son of Ambashanker He dictated an autobiography to the Editor of the Theosophist. but it does not furnish all the biographical details that one might like to know. It should not be difficult for the Rajah of Morvi if he takes an interest in the subject, to ascertain the birth place of Swamiji. We understand that Babu Debendra Nath Mukerjee has been at great pains to collect materials for a full biography of the Reformer, and that he has already published a life in Bengali. He has visited various places in Northern and Western India and is still touring with a view to the collection of as much information as possible. The enlarged biography which he wishes to bring out is expected to fill two volumes in English. and will be published in seven Indian languages."

The Kathiawad Times :—

"Mr. Debendra Nath Mukerjee of Calcutta has been touring in the different parts and collecting all informations in this connection. In the persuit

of the arduous task he has undertaken. The above named gentleman has collected a good deal of materials and informations and the papers of the Bombay Presidency have eulogised his services in this matter. In order to accomplish his laudable object, Mr. Debendra Nath has once more visted Kathiawad at present. The birth of Swami Dayanand having taken place in the state of Morvi, it is expectaed that weighty facts will be existent therein. It is highely gratifying to us to note that H. H. The Thakore Sahib of Morvi cherishes a keen solicitude to preserve records of historical interest and to furnish the same for the benefit of the people in general and we trust some facts and events in connection with the life of Swami Dayanand will have been preserved and that if His Highness will be so generaous as to place them within reach, the proposed biography will be all the more interesting and its usefulness will be greatly enhanced. The enthusiastic gentlemen who are desirous to supply any information in respect of the proposed work are requested to send it to Mr. Debendra Nath Mukerji, C/o Mr. S. N. Pandit Barrister at Law, Rajkot."

The Express says:—

"The exercise of the spirit of enquiry and a research in the compilation of historical and bio-

graphical works is a new development among educated Indians, and considering the importance of the subject which is concerned in the present case, as well as the energy, enthusiam, culture, and critical ability which Babu Debendra Nath Mukerjee has brought to bear upon it, his country men may expect very valuable results from his labours. But the difficulty is in the way of such an enterprise are great in a country like India of lethargic and sleepy peoples, whose interest in things historical is weak and purposeless, and we should hardly have been induced to take a hopeful view of Babu Debendra Nath Mukerjie's efforts had we not been strongly impressed with a sense of his indomitable will and preseverance as well as his capacity for hard work."

The Leader says :—

"He has been engaged in this work off and on for the last 20 Years nearly, and continuously for the last 12 Years ; and his labours and sacrifices have at last been rewarded, we understand, by his lighting upon the real birthplace of the Swami and the family to which he really belonged - subjects which have been hitherto enohrouded in mystery."

The Tribune says:—

"Babu Debendra Nath Mukherjee, the writer of a well-known Life of Swami Dayananda Saraswati in Bengali, has come to the Panjab in connection with his third tour undertaken with object of collecting materials for a more comprehensive and critical biography of the Swamiji which, we understand, he intends to publish in Bengali as well as in Hindi and in English. Babu Debendra Nath has already been able to gather a good bundle of materials, some of which are as interesting as they are new. From the Panjab, the Babu intends to go to the Bombay-side for the second time to do his best in searching out particulars of the place and the family in which the greatest Hindu Reformer of the century was born and bred up. Babu Debendra Nath's indomitable will and long devotion to the cause of Dayananda are unique and well deserving of admiration. We hope every follower and admirer of the late Dayananda Swami will help the Babu in any way possible to enable him to carry out his good and great undertaking."

The Indian Social Reformer says:—

"We are glad to know that an exhaustive and a critical biography of the Swami is being prepared by Mr. Debendra Nath Mukerjee who has under-

taken several tours for the collection of materials for the work and has been successful in getting together a vast mass of first-hand information from hitherto unapproached sources. The publication of the work will be extremely opportune at this juncture, and we trust he will get sufficient support to enable him to bring it out early."